লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

প্রকাশনার ৯৬ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৮১ বর্ষ | ৮ম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ কার্তিক, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ | ২১ সফর, ১৪৪০ হিজরি | ৩১ ইখা, ১৩৯৭ হি. শা. | ৩১ অক্টোবর, ২০১৮ ঈসাব্দ

মসজিদ বায়তুল আফিয়াত, ফিলাডেলফিয়া, ইউএসএ
উদ্বোধনঃ ১৯ অক্টোবর ২০১৮

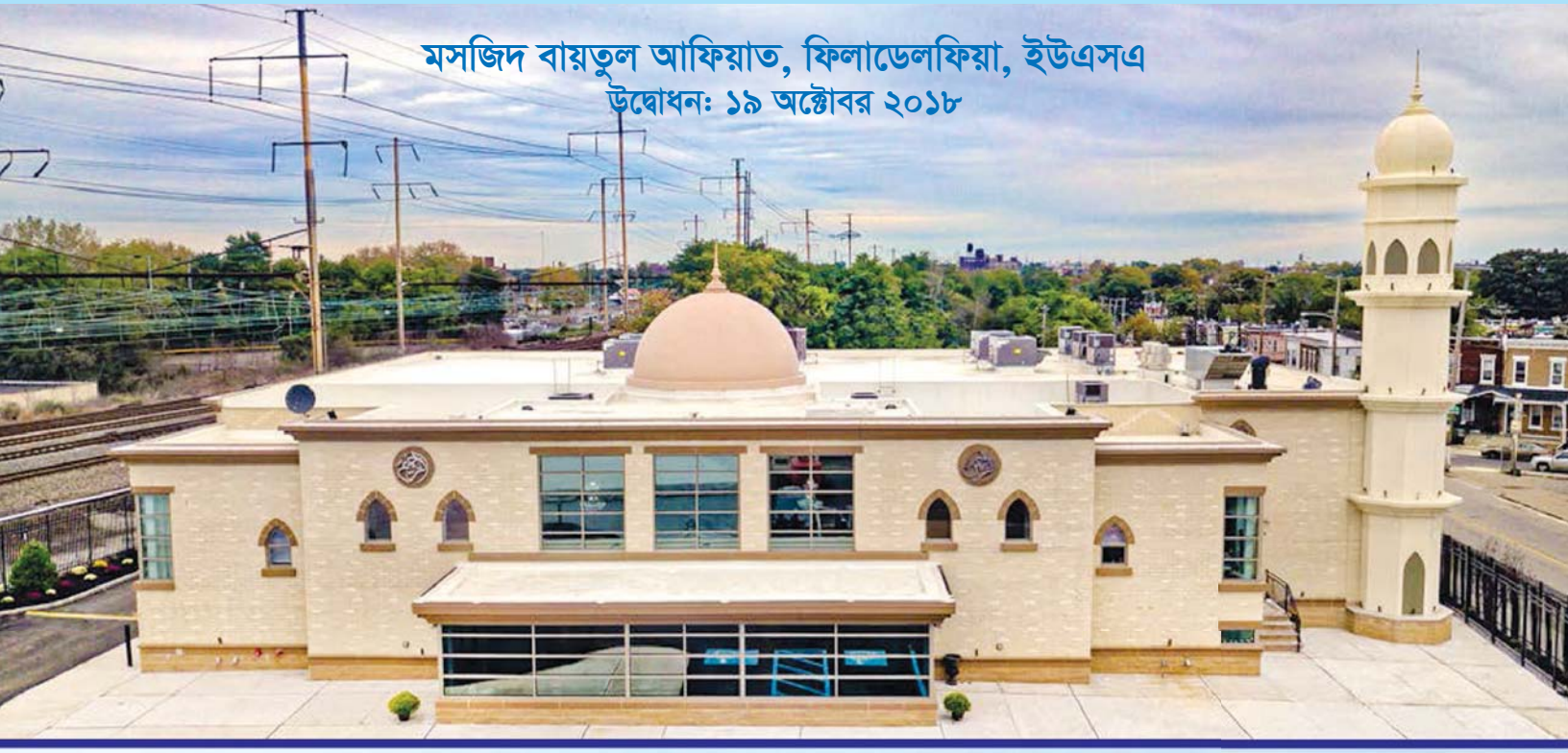

মসজিদ বায়তুস্ সামাদ, বাল্টিমোর, ইউএসএ
উদ্বোধনঃ ২০ অক্টোবর ২০১৮

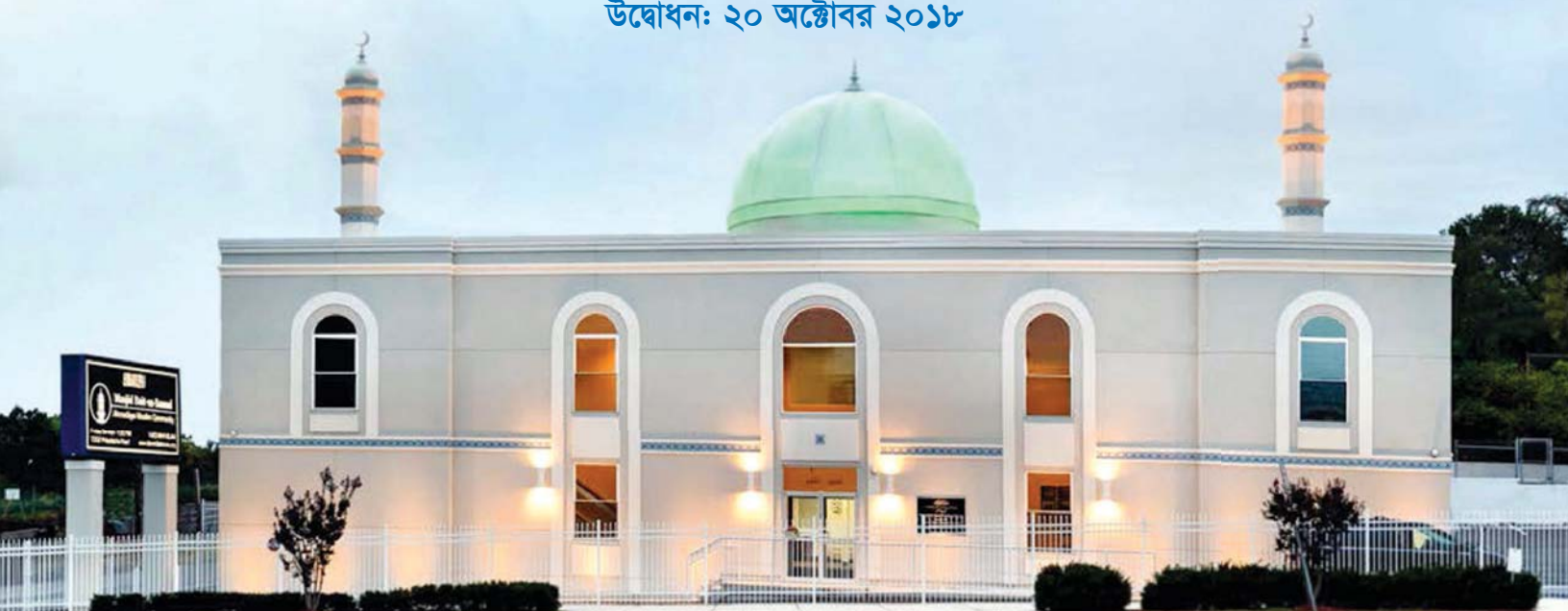

মসজিদের উদ্বোধন ফলক উন্মোচন অনুষ্ঠানে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ৫ম খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

মসজিদ বায়তুল আফিয়াত উদ্বোধনোত্তর অনুষ্ঠানে ফিলাডেলফিয়ার মেয়র নগরীর চাবি উপহার দিচ্ছেন

ফলক উন্মোচন: মসজিদ বায়তুস্ সামাদ, বাল্টিমোর, যুক্তরাষ্ট্র

সম্পাদকীয়

ইসলাম আহমদীয়াতের অগ্রযাত্রা
হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর সফরে ধন্য হোল আমেরিকা

আমেরিকায় ইসলামের যে ইতিহাস, সেটি অতীব পুরাতন, আর তাই বিশাল এ দেশটির আধুনিক ইতিহাসেও ইসলাম বিরাজমান। আফ্রিকার দাস বাণিজ্য যেমন আমেরিকার সমাজ-ব্যবস্থায় অন্য অনেক জটিল ও স্থায়ী আর্থ-সামাজিক প্রভাবরূপে বিদ্যমান, তেমনই ইসলামও এর কোন ব্যতিক্রম নয়। কেননা পশ্চিম আফ্রিকীয় যেসব দাস আমেরিকায় ক্রয়-বিক্রয় হত, তারা তাদের সাথে তাদের ধর্ম ইসলামকেও নিয়ে আসতো আর সেই দুঃসময় পর্যন্তও এটি অনুশীলন করতো যখন তাদের বেঁচে থাকা এবং মুক্তভাবে জীবনযাপন করা প্রায় অসম্ভবই ছিল।

লক্ষণীয় যে, আফ্রিকার সেসব এলাকা, যা আটলান্টিক মহাসাগরের পরপারস্থ দাস-বণিজ্যের শিকারে পরিণত হয়, সেসব অঞ্চলগুলোতে ইসলাম প্রথমে প্রবর্তিত হয়। বিস্ময়কর হলো এ উভয় বিষয়ই ব্যবসার মাধ্যমে সংঘটিত হয়; ইসলামকে পশ্চিম-আফ্রিকায় আনা হয় মুসলিম বণিক ও মিশনারীর মাধ্যমে আর দাসত্বকে আনা হয় মানুষ বেচা-কেনার মত নিকৃষ্ট এক বাণিজ্যের মাধ্যমে। ইসলামে এদের সুদৃঢ় অন্তর্ভূক্তিটি যে ঘটনা দ্বারা স্পষ্ট হয় তা হচ্ছে এই যে, নামায, রোযা এমনকি যাকাতের মত ইসলামী আচার-অনুষ্ঠানাদিও তারা সেই কাল থেকে পালন করে আসছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দু'টি দশক ছিল তেমন এক সময় যখন ইতোপূর্বে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আফ্রিকীয় ক্রীতদাসরা সংখ্যায় কমতে শুরু করে আর তাদের মৃত্যুর সাথে সাথে ধর্ম হিসেবে ইসলাম আমেরিকা থেকে ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। মুসলমান এসব দাসের বংশধরদের, তাদের পূর্ব পুরুষদের ধর্মের সাথে আর কোন সম্পর্ক থাকলো না যদিও তারা কেবল তাদের জায়নামায, জপমালা এবং তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ পবিত্র কুরআন, এক স্মৃতিচিহ্ন ও স্মারক হিসেবে সংরক্ষণ করতে থাকলো।

বিংশ শতাব্দির শুরুতে আমেরিকার সমাজ থেকে ইসলাম কার্যতঃ অদৃশ্য হয়ে গেল আর তাই এটাকে আমেরিকায় ইসলামের প্রথম ধাপের শ্রেণীভুক্ত করা যায়।

আর এর দ্বিতীয় ধাপটি হচ্ছে ইসলামেরই চূড়ান্ত ধাপ, যে বিষয়ে মহানবী (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। ইসলামী সেই ভবিষ্যদ্বাণী, যা মুসলমানদের সব ফের্কা কর্তৃক স্বীকৃত আর তা হল ইসলামের বিজয়ের দ্বিতীয় ধাপটি আখেরী জামানায় প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমেই পুনরায় শুরু হবে। হাদীস মোতাবেক ইসলামের যে ধর্মীয় অনুশাসন, তা দ্বারাও এটি সর্বজন স্বীকৃত যে, এটি হবে এমন এক সময়ে, যখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে, যার প্রতীকি অর্থ হচ্ছে এই যে, ইসলামের বার্তা পশ্চিম গোলার্ধে পৌঁছে যাবে। আর বাস্তবে আজ তা-ই দৃশ্যমান।

অতিসম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ৫ম খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) ১৯ অক্টোবর ২০১৮ যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়া-তে সদ্য উদ্বোধনকৃত বায়তুল আফিয়াত মসজিদে জুমুআ'র খুৎবা প্রদানকালে বলেন–

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাব-বার্তাটি তাঁর নিজ জীবনকালেই ধর্মীয় সাময়িকী Review of Religions পত্রিকার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছে গিয়েছিল এবং ড. এ. জর্জ বেকার নামে একজন ব্যক্তি প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর শিক্ষা অধ্যয়ন করার ফলে ইসলামে দীক্ষিত হোন। ফিলাডেলফিয়া-তে নব নির্মিত মসজিদটির কাছে কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়েছে বলে উল্লেখ করে তিনি (আই.) আরো জানান যে, সেখানে তাঁর সমাধিটি এখন চিহ্নিতও করা হয়েছে।

আমেরিকাতে প্রথম আহমদী মুসলিম মিশনারি হযরত মুফতি মুহাম্মদ সাদিক (রা.) ১৯২০ সালে বাস্পীয় ইঞ্জিন চালিত জাহাজে করে আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া নৌ-বন্দরে পৌঁছেছিলেন। আমেরিকাতে অবতরণের পর পরই দুই মাসের জন্য তাকে আটকাবস্থায় অন্যায়ভাবে কারাগারে রাখা হয়েছিল। বন্দী অবস্থায়, তিনি এমন উচ্চ নৈতিকতা এবং ন্যায়পরায়ণতা দেখিয়েছিলেন যে কয়েদ থাকা কালেই পনেরজন ব্যক্তি তার মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। পরে, তাঁর মাধ্যমে আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যে সব মিলিয়ে ৫০০০ এরও বেশি মানুষ আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের শিক্ষা গ্রহণ করে ইসলামে দীক্ষা নেয়।

শত বছরেরও অধিক কাল ধরে এই অঞ্চলে আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ এই এলাকায় একটি সুন্দর মসজিদ দান করেছেন। অতএব, স্থানীয় আহমদী মুসলমানদের এবং স্থানীয় ইমামের এখন দায়িত্ব যে শক্তিশালী এক আত্মিক প্রেরণা নিয়ে স্থানীয় এবং দূর-দূরান্তের মানুষের কাছে ইসলামের শাশ্বত সুন্দর বার্তা ছড়িয়ে দিতে কার্যকর ভূমিকা পালনে তারা সদা তৎপর থাকবেন।

মসজিদের আশেপাশের স্থানীয় এলাকা এমন শান্তিপূর্ণ আবাসস্থলরূপে গড়ে তুলুন যে লোকেরা যেন এখানে আবাসনের জায়গা খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে, এই শহর আমেরিকাতে ষষ্ঠ বৃহত্তম। যদি এই অঞ্চলে ইসলামের শান্তিপূর্ণ বার্তা ছড়িয়ে পড়ে, তবে আমরা দেখব যে এই শহরের অধিবাসীদের মধ্যে থেকে এমন লোক জন্মগ্রহণ করবে যারা আল্লাহকে ভয় করবে, সঠিক পথে পরিচালিত হবে এবং নিয়মিত মসজিদে আসবে ও ইবাদতে যোগ দেবে এবং আল্লাহর সত্য উপাসক হয়ে উঠবে।

আজকাল ভুলভাবে দোষারোপ করে বলা হয়, 'ইসলাম' মুসলমানদেরকে একটি হিংসাত্মক যুদ্ধ- জিহাদে লিপ্ত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো ইসলামের এমন চিত্র প্রকাশের মূলে রয়েছে কিছু মুসলমানের ঘৃণ্য কাজ। যাইহোক, একজন খাঁটি ঈমানদার তিনি, যিনি ধার্মিকতাপূর্ণ আমলও করেন আর সমাজের মধ্যে তা ছড়িয়ে দিতে কাজও করেন। এমন ঈমানদার ব্যক্তি সমাজে শান্তি, সৌহার্দ্র আর সম্প্রীতি বিস্তারের সাধনায় নিরন্তর নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। এই সত্য জিহাদই আমরা আহমদী মুসলমানরা এযুগে পালন করে চলছি।

ভাল কিছু শিখতে ইচ্ছা করে আমাদের মসজিদে যে ব্যক্তিই প্রবেশ করে, সেব্যক্তি ওই ব্যক্তির মতো, যিনি আল্লাহর পথে জিহাদে সংগ্রামরত।

এই এলাকায় ইসলামের শান্তিপূর্ণ বার্তা প্রচারে মসজিদটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকরূপে প্রতিষ্ঠিত হোক ,মহান আল্লাহ্ সমীপে এটাই আমাদের একান্ত নিবেদন।

সূচিপত্রে

৩১ অক্টোবর, ২০১৮

কুরআন শরীফ	৩
হাদীস শরীফ	৪
অমৃত বাণী	৫
ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ) (সন্দেহ-সংশয় নিরসন) হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)	৬
লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখের **জুমুআর খুতবা**	৮
বিশ্বশান্তি: **সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান** হযরত মির্যা তাহের আহমদ	১৬
আমেরিকায় আহমদীয়াতের এক অগ্রদূত মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ	১৯
অগ্রগতি থেমে নেই **প্রাসঙ্গিকতা– জলসা সালানা ১৯১৮** ভাষান্তর: মোহাম্মদ ফজলুর রহমান	২১
আমি কিভাবে আহমদী হলাম মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী	২৫
কলমের জিহাদ মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মন্ডল	২৭
'মুহাম্মদ' নাম ও শব্দের গৌরব গাঁথা কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী	৩১
তবলীগের গুরুত্ব ও কল্যাণ মোহাম্মদ নূরুজ্জামান	৩৩
ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশমুলক পত্র	৩৪
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ-এর **৪৭তম বার্ষিক ইজতেমা সফলতার সাথে সমাপ্ত**	৩৫
সংবাদ	৩৯

পাক্ষিক **'আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক
'আহমদী'র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে
Log in করুন
www.ahmadiyyabangla.org

কুরআন শরীফ

সূরা বনী ইসরাঈল-১৭

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ فَاَبٰۤى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿۹۰﴾

৯০। আর আমরা মানুষের জন্য নিশ্চয় এ কুরআনে প্রত্যেক প্রকারের দৃষ্টান্ত[১৬৫০] বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা করেছি। তবুও অধিকাংশ লোক কেবল অকৃতজ্ঞতার দরুন (তা) অস্বীকার করলো।

وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْۢبُوْعًا ﴿۹۱﴾

৯১। আর তারা বলে, 'আমরা তোমার প্রতি কখনো ঈমান আনবো না যতক্ষণ তুমি আমাদের জন্য মাটি থেকে কোন ঝরণা উৎসারিত না করবে,

اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا ﴿۹۲﴾

৯২। অথবা তোমার খেজুর ও আঙ্গুরের কোন বাগান হবে এবং তুমি এর মাঝ দিয়ে নদনদী[১৬৫১] প্রবাহিত না করবে

اَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَاْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا ﴿۹۳﴾

৯৩। অথবা তোমার ধারণা অনুযায়ী আকাশ টুকরো টুকরো করে আমাদের উপর না ফেলবে অথবা আল্লাহ ও ফিরিশতাদেরকে (আমাদের) সামনাসামনি এনে উপস্থিত না করবে,

اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقٰى فِي السَّمَآءِ ؕ وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ ؕ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا ﴿۹۴﴾

৯৪। অথবা তোমার সোনার কোন ঘর না হওয়া পর্যন্ত অথবা তুমি আকাশে উঠে না যাওয়া পর্যন্ত (আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনবো না)। কিন্তু আমরা তোমার (আকাশে) উঠার ব্যাপারটিও কখনো বিশ্বাস করবো না যতক্ষণ তুমি আমাদের জন্য এমন কোন কিতাব (সেখান থেকে) নামিয়ে না আনবে যা আমরা পড়তে পারি।' তুমি বল, 'আমার প্রভু-প্রতিপালক (এসব থেকে) পবিত্র। আমি তো কেবলমাত্র একজন মানুষ-রসূল[১৬৫২]।'

১৬৫০। মানুষের বৃত্তিসমূহ সীমাবদ্ধ। সেই কারণে সে শুধু সীমিতভাবেই তার সমস্যাগুলোর মোকাবেলা করতে পারে। কিন্তু কুরআন মজীদ সেই সকল বিষয়েরই সামগ্রিক সমাধান দিয়েছে যা মানবের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির সাথে সম্পৃক্ত।

১৬৫১। নিজেদের আপত্তিমূলক প্রশ্নের জবাবে মক্কার অধিবাসীরা কুরআনের যুক্তির সম্মুখে হতবুদ্ধি হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। তারা তখন নবী করীম (সা.)-এর নিকট দাবি উত্থাপন করে বললো, কুরআনে যদি সর্বপ্রকার জ্ঞানই অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তাহলে অলৌকিক ঘটনাবলী ঘটাতে তাঁর সক্ষম হওয়া উচিত, যেমন ভূগর্ভ থেকে পানির ঝরণা নির্গত করা, উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করা, তাঁর নিজের জন্য স্বর্ণনির্মিত প্রাসাদ তৈরি করা, ইত্যাদি।

১৬৫২। অস্বীকারকারীদের সব মূর্খতাপূর্ণ দাবির উত্তরে বলা হয়েছে, তাদের এই সকল দাবি আসলে করা হয়েছে আল্লাহ প্রেরিত রসূল (সা.)-এর ক্ষেত্রে। প্রথমোক্ত দাবি ধৃষ্টতাপূর্ণ এবং আল্লাহ তা'লা এরূপ মূর্খতার ঊর্ধ্বে। শেষোক্ত দাবি যা রসূল করীম (সা.)-এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত সেগুলো সীমাবদ্ধ মানবীয় শক্তির অসাধ্য এবং আল্লাহ তা'লার নবী প্রেরণের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।

হাদীস শরীফ

তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর

হযরত নবী করীম (সা.)-এর মত নিষ্পাপ এবং আল্লাহ্‌র সবচেয়ে নৈকট্যপ্রাপ্ত সত্তা যদি দিনে অগণিত বার খোদার নিকট ক্ষমা চেয়ে থাকেন, তবে আমাদের অবস্থা কী হওয়া উচিত? আমরা তো পাপে নিমজ্জিত। আমাদের তো সর্বদা ইস্তেগফারে নিয়োজিত থাকা দরকার।

কুরআনঃ

'আর হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তওবা করে তাঁরই দিকে বিনীত হও। তিনি তোমাদের ওপর পর্যাপ্ত বর্ষণশীল মেঘমালা পাঠাবেন এবং তিনি তোমদের শক্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি করতে থাকবেন। আর অপরাধে লিপ্ত হয়ে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিও না। (সূরা হূদ : ৫৩)।

হাদীসঃ

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তওবা কর এবং গুণাহ্‌র জন্য মাফ চাও; আমি এক দিনে একশত বার তওবা করি (মুসলিম)।

ব্যাখ্যাঃ

মানুষ মাত্রই ভুল করে থাকে। এ ভুলের জন্যে অনেক সময়ে অনেক বড় মাশুল দিতে হয়। অনেক ভুলের সংশোধন নেই। যার ফলে অনেকে জীবনভর উহার মূল্য দিতে থাকে। আধ্যাত্মিক জগতের অবস্থাও অনুরূপ। মানুষ যেহেতু দুর্বল, সেহেতু সে ভুল করে। কিন্তু পৃথিবীতে ক'জন আছে, যে নিজেকে দুর্বল বলে আখ্যা দেয়? এমন লোক খুব কমই আছে।

ইসলাম মানুষকে সর্বদা উচ্চতর শ্রেণীতে উত্থিত করতে চেয়েছে। তাই ইসলাম মানুষকে ঐ সকল নির্দেশ দিয়েছে, যা তাকে উচ্চ আসনে সমাসীন করতে পারে। পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে আল্লাহ্ তা'লা তওবা করতে বলেছেন, ক্ষমা চাইতে বলেছেন। আধ্যাত্মিক জীবনে তওবা বা ক্ষমা চাওয়া ব্যতিরেকে উন্নতি করা সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেন, যদি তোমরা তওবা কর তবে আমি তোমাদের সন্তান-সন্ততি, বৃষ্টি, ফসলাদি, দান করবো। অর্থাৎ এক কথায়, ক্ষমা চাওয়া একটি ফলদায়ক বৃক্ষ।

খোদার নিকট ক্ষমা চাওয়া শুধু যে গুনাহ্‌গারের জন্যেই, তা নয়। বরং সবাইকে চাইতে হবে। বলতে গেলে, ইস্তেগফার বা ক্ষমা না চাওয়া অহংকারের লক্ষণ। আর অহংকার এমন একটি পাপ, যা মানুষকে ধ্বংসের অতল-গহ্বরে নিক্ষেপ করে।

মহানবী (সা.) তাঁর উম্মতকে এভাবে নসীহত করেছেন, 'হে আমার উম্মত! তোমরা ইস্তেগফার কর। আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাও। তোমরা আমাকে দেখো। আমিও দিনে সত্তর বার খোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি'। এখানে সত্তর অর্থ সত্তর নয় বরং অগণিত। হযরত নবী করীম (সা.)-এর মত নিষ্পাপ এবং আল্লাহ্‌র সবচেয়ে নৈকট্যপ্রাপ্ত সত্তা যদি দিনে অগণিত বার খোদার নিকট ক্ষমা চেয়ে থাকেন, তবে আমাদের অবস্থা কী হওয়া উচিত? আমরা তো পাপে নিমজ্জিত। আমাদের তো সর্বদা ইস্তেগফারে নিয়োজিত থাকা দরকার।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে যে শর্তে আমরা বয়আত হয়েছি, সেখানে এ শর্তটি রয়েছে যে, প্রত্যেহ নিজের পাপসমূহ ক্ষমার জন্য আল্লাহ্ তা'লার নিকট প্রার্থনা করবে এবং নিয়মিত ইস্তেগফার পড়বে। ইস্তেগফার মানুষকে বিনয়ী করে তুলে, মানুষকে অহং হতে মুক্ত করে। তাই আসুন, আমরা হযরত নবী করীম (সা.)-এর নির্দেশানুযায়ী দৈনিক ইস্তেগফার করি ও খোদার আশীষের অধিকারী হই, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

মন্দ-স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিকে খোদা তা'লা কি সাহায্য করেন?

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

সুতরাং প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে পারে, খোদা কি কখনো এই রীতি গ্রহণ করেছেন এবং যখন হতে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তখন হতে তিনি কি কখনো এরূপ কাজ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি এরূপ মন্দ স্বভাববিশিষ্ট ধূর্ত, অশিষ্ট এবং খোদার নামে মিথ্যা কথা বলে এবং ত্রিশ বছর ধরে প্রতিদিন প্রতি রাত্রে খোদা তা'লার নামে মিথ্যা কথা বলে নিজের মনগড়া এক নতুন-ইলহাম বানিয়ে লোকদেরকে বলে বেড়ায় যে, খোদা তা'লার পক্ষ হতে এই ওহী অবতীর্ণ হয়েছে; আর খোদা তা'লা এরূপ ব্যক্তিকে ধ্বংস করার পরিবর্তে শক্তিশালী নিদর্শনাবলী দ্বারা তাকে সাহায্য করেন? তার দাবী সপ্রমাণ করার জন্য ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আকাশে চন্দ্র ও সূর্যে গ্রহণ লাগিয়ে দেন? অনুরূপভাবে যে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্বের কিতাবসমূহে, কুরআন শরীফে, হাদীসসমূহে এবং স্বয়ং তার কিতাব বারাহীনে আহমদীয়ায় লিপিবদ্ধ ছিল, তা পূর্ণ করে জগদ্বাসীকে দেখান? এবং সত্যবাদীর ন্যায় ঠিক শতাব্দীর শিরোভাগে তাকে প্রেরণ করেন? এবং ঠিকই ক্রুশের প্রাধান্যের সময়, যেটাকে খণ্ডন করার জন্য ক্রুশ ধ্বংসকারী প্রতিশ্রুত মসীহের আগমন অবধারিত ছিল, তাকে এই দাবির সাথে দাঁড় করিয়ে দেন? এবং তার সমর্থনে দশ লক্ষের অধিক নিদর্শন দেখান? এবং পৃথিবীতে তাকে সম্মান প্রদান করেন? এবং পৃথিবীতে তার কবুলিয়ত বিস্তার করেন? এবং শত-শত ভবিষ্যদ্বাণী তার পক্ষে পূর্ণ করেন? এবং প্রতিশ্রুত মসীহের আবির্ভাবের জন্য নবীগণ কর্তৃক নির্ধারিত দিনে তাকে সৃষ্টি করেন? এবং তার দোয়া কবুল করেন? এবং তার বর্ণনায় প্রভাব সৃষ্টি করেন? একইভাবে তাকে প্রত্যেক ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন? অথচ তিনি জানেন, সে একজন মিথ্যাবাদী এবং অন্যায়ভাবে জেনে-বুঝে তাঁর প্রতি মিথ্যা ওহী আরোপ করে? তোমরা কি বলতে পার আমার পূর্বে খোদা তাআলা অন্য কোন মুফতারির (যে ব্যক্তি খোদার নামে মিথ্যা কথা বলে) প্রতি এরূপ দয়া ও করুণা প্রদর্শন করেছিলেন?

অতএব, হে খোদার বান্দারা! উদাসীন হয়ো না, যেন শয়তান তোমাদেরকে কুপ্ররোচণা না দেয়। নিশ্চিতভাবে জেনো, ঐ ওয়াদা পূর্ণ হল-যা আদি হতে খোদার পবিত্র নবীগণ করে আসছেন। খোদার প্রেরিত পুরুষগণ ও শয়তানের মধ্যে আজ শেষ-যুদ্ধ। এটি ঐ-সময় ও ঐ-যুগ, যার প্রতি দানিয়াল নবীও ইঙ্গিত করেছিলেন। আমি সত্যবাদীদের জন্য একটি আশিষরূপে এসেছি। কিন্তু আমাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করা হয়েছে। আমাকে কাফের ও দাজ্জাল আখ্যা দেয়া হয়েছে। এরূপ হওয়াই জরুরী ছিল, যাতে এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে যায়, যা 'গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম' আয়াতে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। কেননা, খোদা **'মুনইম আলাইহিম'**-এর ওয়াদা করে এই আয়াতে বলেছেন' এই উম্মতের মধ্যে ঐসব ইহুদীও সৃষ্টি হবে, যারা ইহুদী-আলেমদের সদৃশ হবে। তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে ক্রুশে হত্যা করতে চেয়েছিল। তারা ঈসা (আ.)-কে কাফের, দাজ্জাল ও নাস্তিক আখ্যা দিয়েছিল। এখন চিন্তা কর, এটি কোন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত ছিল। এটি এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত ছিল যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ এই উম্মতের মধ্য হতে আগমন করবেন। এজন্য তার যুগে ইহুদী-স্বভাববিশিষ্ট মানুষও সৃষ্টি হয়ে যাবে, যারা নিজেদের আলেম বলবে। অতএব আজ তোমাদের দেশে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে গেছে। এমন আলেম যদি না থাকত, তাহলে এই সময়- কাল পর্যন্ত এই দেশের সব মুসলমান অধিবাসী আমাকে গ্রহণ করত। সুতরাং সকল অস্বীকারকারীর পাপ এদের ঘাড়ে চাপবে। এরা ন্যায়পরায়ণতার প্রাসাদে না নিজেরা প্রবেশ করছে, না স্বল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন লোকদেরকে প্রবেশ করতে দিচ্ছে। এরা কতই না ষড়যন্ত্র করছে! এদের গৃহে সংগোপনে কতই-না শলা-পরামর্শ করা হচ্ছে। কিন্তু এরা কি খোদার ওপর জয়যুক্ত হয়ে যাবে? এরা কি সর্বশক্তিমান খোদার ইচ্ছায় বাদ সাধতে পারবে, যার সম্বন্ধে মহানবী (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। এরা এই দেশের খল-প্রকৃতির আমীরদের এবং হতভাগ্য ঐশ্বর্যশালী বস্তুবাদী লোকদের ওপর ভরসা করছে। কিন্তু খোদার দৃষ্টিতে এরা কি? খোদার দৃষ্টিতে এরা মৃত কীট মাত্র।

['তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতাইন' পুস্তক, বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৭৭-৭৯]

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী

ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ)

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(১৬তম কিস্তি)

এখন রইল হাদীসসমূহ, অতএব সর্বপ্রথম এ বিষয়টি চিন্তা-ভাবনার দাবী রাখে যে, কুরআন করীমের মোকাবেলায় হাদীসাবলীর কী মর্যাদা এবং কোনো হাদীস যখন কুরআন করীমের সুস্পষ্ট ভাষ্যের বিরোধী ও পরিপন্থী সাব্যস্ত হয় তখন সেটির আস্থা ও বিশ্বাসযোগ্যতাকে আমরা কতটুকু ওজন ও মূল্য দিতে পারি?

অতএব জানা আবশ্যক যে, কুরআন করীম হলো সন্দেহাতীত ও সুনিশ্চিত 'অহী' (ঐশীবাণী), যাতে বিন্দু বা এক কণা পরিমাণও মানুষের হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই। এটি নিজস্ব শব্দ ও অর্থাবলীসহ অবতীর্ণ 'কালাম' (খোদার মুখনিঃসৃত বাণী)। ইসলামের কোনো ফির্কার পক্ষেই এটি না মানলেই নয়। এটি স্বীকার করা ছাড়া তাদের কারোও গত্যন্তর নেই। এর প্রতিটি আয়াত সর্বোচ্চ মাত্রায় নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা সম্পন্ন। এটি সেই পঠিত অহি, যার প্রতিটি অক্ষর গণিত, (সংরক্ষিত)। এটি নিজ অলৌকিকতার কারণেও সার্বিক নিরাপদ অবস্থানে অবস্থিত। কিন্তু হাদীসসমূহ তো মানুষের হস্তক্ষেপে ভরপুর। এদের মাঝে যেগুলো সহীহ্ বা প্রামাণ্য বলে আখ্যায়িত, সেগুলোরও এটুকু মর্যাদা নেই যে, একটি আয়াতের মোকাবেলায় এরকম এক কোটি সংখ্যক হাদীসেও সেই রঙ ও রূপ, সেই শান ও মর্যাদার উন্মেষ ঘটতে পারে যা আল্লাহ্ 'জাল্লাশানুহু'র অনন্য, অনুপম ও সাদৃশ্য বিহীন এই কালামে বিদ্যমান। যদিও সকল সহীহ্ হাদীস যা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম থেকে 'মুত্তাসিল সনদ'-এর মাধ্যমে বর্ণিত বলে প্রমাণিত সেগুলোও এক প্রকারের 'অহী' বটে। কিন্তু সেটি এমন তো নয় যা কুরআন করীমের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে।

এ কারণেই কুরআন করীমের জায়গায় কেবল হাদীস পাঠ করে নামায-আদায় সম্পন্ন হয় না। হাদীসসমূহে দুর্বলতার অজুহাত এত বেশি পরিমাণে রয়েছে যে, একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি সেগুলোতে দৃষ্টিপাতে সর্বদা এ বিষয়ের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন যে, সে-রকম হাদীসগুলোকে শক্তি যোগাতে কুরআন করীমের ভাষ্যপ্রসূত ন্যূনকল্পে আবশ্যকীয় একটি ইঙ্গিতই হস্তগত হোক। এটা সত্য যে, হাদীসসমূহ সাহাবা-কিরামের মুখে বর্ণিত। তবুও, কয়েকজন রিওয়ায়েতকারীর মধ্যস্থতায় সহীহ্-হাদীস-গ্রন্থাবলীর সংকলক ইমামগণ পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং এটাও সত্য যে, উল্লিখিত ইমামগণ হাদীসাবলীর পরখ ও নিরীক্ষণে অনেক চেষ্টা প্রয়াস ও যথাসাধ্য পরিশ্রম স্বীকার করেছেন।

কিন্তু তারপরও সংগৃহীত এ সকল হাদীসে সেরকম ভরসা করা উচিত নয়, যেমনটি আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর কালামে করা হয়। কেননা এ হাদীসসমূহ মধ্যবর্তী কয়েকজন বর্ণনাকারীর মাধ্যমে এবং সাধারণ মানুষের হাতে বয়ে আনা পণ্যের মত হয়ে হাদীস-সংকলক ইমামগণের হস্তগত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, একটি হাদীসের রিওয়ায়েতকারী হলেন হযরত উমর (রা.), যিনি রসূল করীম (সা.)-এর মহান খলীফা এবং বিশ্বাসযোগ্য রিওয়ায়েতকারীদের নেতা। যেহেতু মাঝখানে রয়েছেন ছয় সাতজন এরকম রিওয়ায়েতকারী, যাদের আত্মশুদ্ধি ও

পবিত্রচিত্ততা মূলক অবস্থা পুরাপুরি প্রমাণিত নয়, তাদের সত্যপরায়ণতা, খোদাভীরুতা, সততা ও বিশ্বস্ততা যদিও হাল্কা দৃষ্টিতে সুধারণা বশে স্বীকৃত হয়ে থাকলেও পুরোপুরি উন্মোচিত বলে কিছুই প্রমাণিত নয়। কাজেই তাঁরা সত্যপরায়ণতা ও বিশ্বস্ততায় কী করে হযরত উমর (রা.)-এর স্থলাভিষিক্ত বলে বিবেচিত হবেন?

কেন এমনটি মনে করা জায়েয হবে না যে, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে বা ভুলবশত: কোনো হাদীস বর্ণনা ও পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ত্রুটি করে থাকতে পারেন? এ দৃষ্টিকোণ থেকেই কোনো কোনো ইমাম হাদীসাবলীর দিকে কম মনোযোগ নিবদ্ধ করেছেন। যেমন, কুফা নিবাসী 'ইমামে-আ'যম' (হযরত আবু হানীফা) রাযিয়াল্লাহু আনহু। তাঁকে এ কারণে 'আসহাবুর রায়'– স্বকীয় রায়-নির্ভর সিদ্ধান্তদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়েছে এবং তাঁর 'ইজতিহাদ'-প্রসূত (ফিকাহ সম্পর্কিত) সিদ্ধান্ত প্রদানকে (অজ্ঞতা বশত:) সহীহ্ হাদীসাবলীর পরিপন্থী বলে মনে করা হয়েছে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাস্তব ঘটনা হলো, স্বনামধন্য ইমাম সাহেব তাঁর 'ইজতিহাদ' বা উদ্ভাবনী বিচারশক্তি ও 'দিরায়েত' (তথা স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে রিওয়ায়েতের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম বিষয়াদি অনুধাবন)-এর মত সকল ক্ষেত্রে বাকি তিন জন ইমামের চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। খোদা প্রদত্ত তাঁর বিচার-ক্ষমতা এত এগিয়ে ছিল যে, তিনি প্রমাণিত ও অপ্রমাণিত এ দু'য়ের মাঝে সুষ্ঠুভাবে পার্থক্যকরণে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর প্রতিভা ও বোধশক্তি পবিত্র কুরআন উপলব্ধির ব্যাপারে এক বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন ছিল। তাঁর প্রকৃতি ও স্বভাব খোদা তা'লার কালামের সঙ্গে বিশেষ ভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। তিনি 'ইরফান' বা খোদা-পরিচিতিমূলক সূক্ষ্ম জ্ঞানতত্ত্বের উচ্চমার্গে উপনীত ছিলেন। এ কারণেই উদ্ভাবন ও প্রতিপাদনে তাঁর সেই অতি উচ্চ মার্গ সর্বস্বীকৃত ছিল, যেখানে পৌঁছতে অন্য সবাই অক্ষম ছিলেন। সুব্‌হানাল্লাহ! এই বিচক্ষণ ও 'রব্বানী' (–ঐশী সান্নিধ্য ও সমর্থনপুষ্ট) ইমাম কীরূপে একটি আয়াতের অন্তর্নিহিত একটি ইশারার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষাকে শ্রেয় ও উচ্চতর জ্ঞান করে এর বিরোধী ও পরিপন্থী বহু সংখ্যক হাদীসকে অকেজো জ্ঞান করে পরিহার করেছেন এবং অজ্ঞদের তিরস্কারকে মোটেই ভয় করেন নি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, আজ এমন এক যুগ এসে উপস্থিত, যখন ভিত্তিহীন উক্তি সমূহকে কুরআন করীমের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং অলীক 'রেখা'কে 'ইজমা' (সর্ববাদী সম্মত অভিমত) বলে নির্ধারণ করা হয়। যদিও কুরআন করীমের সুস্পষ্ট ভাষ্যসমূহের সামনে হাদীসাবলীর উল্লেখ এমনই, যেমন সূর্যের মোকাবেলায় জোনাকীদের উপস্থাপন করা।

কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে, এ মর্মে একটি হাদীসও খুঁজে পাওয়া যায় না যাতে প্রমাণিত হয় যে, মসীহ্-ইবনে-মরিয়মকে সত্যি-সত্যি এ পার্থিব দেহসহ আকাশের দিকে জীবিতাবস্থায় উঠানো হয়েছে। তবে এ মর্মে বহু হাদীস রয়েছে যাতে লিখা আছে: 'ইবনে-মরিয়ম আসবেন'। কিন্তু এ কথা কোথাও লেখা নেই: 'সেই ইস্রাঈলী নবী যার ওপর ইঞ্জিল নাযিল হয়েছিল– যাকে কুরআন করীম মৃত বলে ঘোষণা করেছে সেই ইবনে-মরিয়ম পুনরায় জীবিত হয়ে আসবেন।' তবে এটাও সত্য যে, আগমনকারী মসীহ্‌কে নবী বলেও বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু সেই সাথে 'উম্মতি' বলেও বর্ণনা করা হয়েছে। বরং সুসংবাদ দেয়া হয়েছে: 'হে মুসলিম উম্মাহ্‌র লোকেরা! তিনি (ইবনে মরিয়ম) তোমাদেরই মধ্যকার একজন এবং তোমাদেরই ইমাম হবেন'। কেবল কথায়ই তাঁর উম্মতি হওয়া ব্যক্ত করা হয় নি, বরং কার্যতও দেখিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তিনি এ উম্মতের অন্তর্গত লোকদের মত কেবল আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এরই অনুশাসন মেনে চলবেন। দ্বীন-ইসলামের কঠিন ও সূক্ষ্ম বিষয়াদির সুষ্ঠু সমাধান তিনি নবুওয়াতের মাধ্যমে দেবেন না, বরং ইজতিহাদের মাধ্যমে দেবেন এবং নামায অন্যের পেছনে পড়বেন।

উল্লিখিত এ যাবতীয় ইঙ্গিত দ্বারা স্পষ্টত প্রকাশমান যে, তিনি মৌলিক ও পরিপূর্ণ নবুওয়াতের গুণে গুণান্বিত হবেন না। তবে অমৌলিক ও অপূর্ণ নবুওয়াতের গুণে গুণান্বীত হবেন। যা অন্য কথায়, 'মুহাদ্দাস' (তথা বিপুল ঐশীবাণী ও ঐশী বার্তার বাহক) হওয়ার বৈশিষ্ট এবং পরিপূর্ণ নবুওয়াতের শান ও মর্যাদাসমূহের একটি শান ও মর্যাদা তাঁর মাঝে বিরাজ করবে। অতএব, তাকে একাধারে উম্মতি এবং নবী বলেও চিহ্নিত করা হয়েছে– এ বিষয়টি এদিকে ইঙ্গিত বিশেষ যে, আগমনকারী মসীহ্‌র মাঝে 'উম্মতিয়্যত' ও 'নবুওয়াত'- এ উভয় মর্যাদা বিরাজ করবে। যেমন কিনা 'মুহাদ্দাসে'র মাঝে উল্লিখিত উভয় মর্যাদা বিদ্যমান থাকা আবশ্যকীয়। কিন্তু 'পরিপূর্ণ নবুওয়াত'-এর অধিকারী মহাপুরুষ কেবল একটি গুণ তথা নবুওয়াতের মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে থাকেন। মোট কথা, 'মুহাদ্দাসীয়্যত' যেহেতু (উম্মতীয়্যত ও নবুওয়াত) উভয় রঙে রঙীন হয়ে থাকে, এ কারণেই খোদা তা'লা 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থেও এ অধমকে একাধারে উম্মতি এবং নবী বলেও অভিহিত করেছেন।

(চলবে)

ভাষান্তর: **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.)

জুমুআর খুতবা

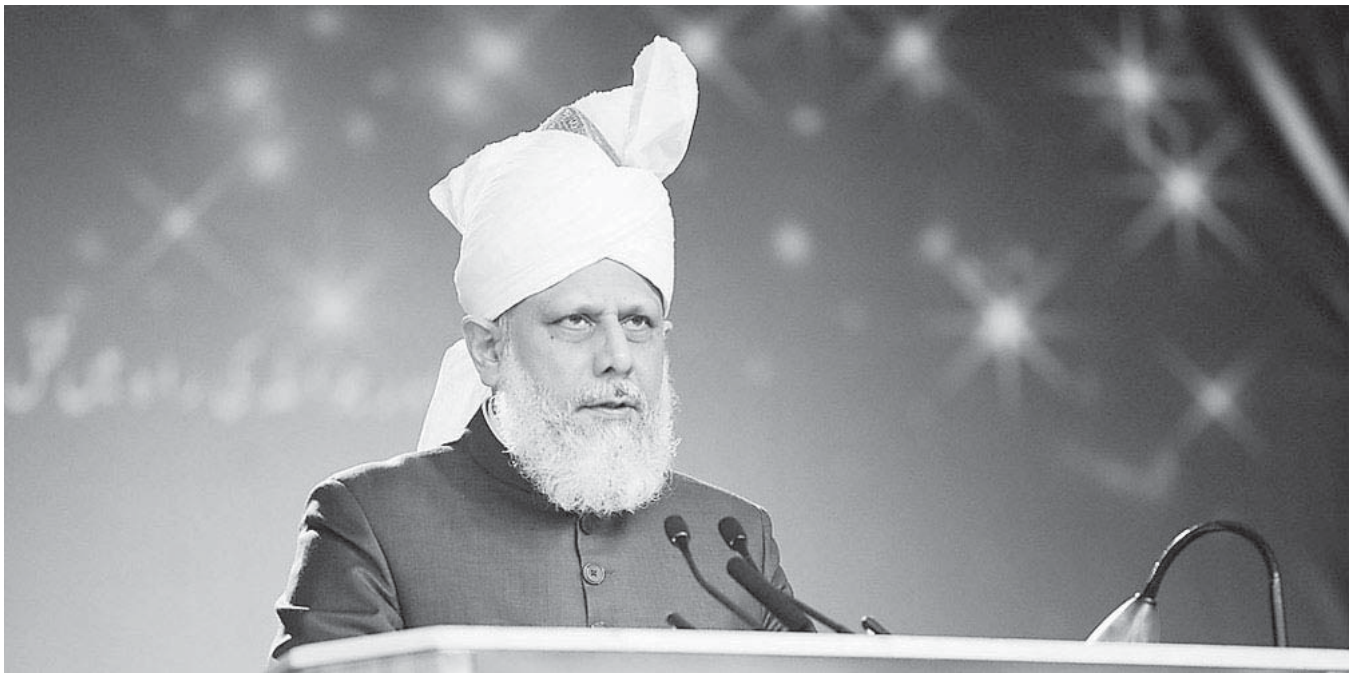

‘লাভাগ’ বা বৃথা এবং অলাভজনক কথাবার্তা সম্পর্কে আল্-কুরআনের শিক্ষা

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু’মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬’র জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

পৃথিবীতে অনেক মানুষ অনেক কথা অযথা এবং অকারণে বলে থাকে। কেউ কেউ হাসি-ঠাট্টার ছলে কাউকে বাজে কোন কথা বলে বসে যার ফলে ঝগড়া বিবাদ এবং সমস্যার সূত্রপাত হয়। অনেক সময় মিটিং বা বৈঠকে এমনসব কথা বলা হয় যা নিরর্থকবা কেবল কথার খাতিরে কথা হয়ে থাকে।অনেক সময় বিদ্রুপাত্মক এমন কথাও বলা হয় যার ফলে অন্যের কষ্ট হয় অথবা এমন অনর্থক বা বৃথা কথাবার্তা হয় যা কোনভাবেই কারো জন্য লাভজনক হয় না। শুধুমাত্র সময়ের অপচয় বৈ কিছু নয়।

‘লাগাভ’ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, বৃথা এবং অ-লাভজনক কথাবার্তা বলা বা চিন্তাভাবনা ছাড়াই অবিবেচকের মতো কথাবার্তা বলা,নিরর্থক কথা বলা ও নির্বোধের মতো কথা বলা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা’লা মু’মিনদের এমন কর্মকাণ্ড থেকে বারণ করেছেন যা ‘লাগাভ’ অর্থাৎ যা কি-না বৃথা ও বাজে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় খোদা তা’লার এই নির্দেশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করতেন। তিনি বলেন,

وَ اِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا

(সূরা আল্ ফুরক্বান: ৭৩) এখানে মু’মিনের এই পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে যে, সে যখন বৃথা কোন কার্যকলাপ দেখে তখন তা সসম্মানে এড়িয়ে যায়। এখানে তিনি মহিলাদের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বলেন,অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো মহিলারা সবসময় বৃথা কার্যকলাপের প্রতিই আকৃষ্ট থাকে, যদিও পুরুষদের অবস্থাও আজকাল তথৈবচ। দৃষ্টান্তস্বরূপ তারা অকারণে পরস্পরকে জিজ্ঞেস করে

বেড়ায় যে, এই কাপড় কত টাকায় ক্রয় করেছ, এই গয়না কোত্থেকে বানিয়েছ ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ছোট ছোট কথাগুলোও বৃথা কার্যকলাপের অন্তর্গত। এই কথাগুলো নিছক বস্তুবাদিতামূলক কথা যার কোন লাভজনক দিক নেই। অনেক সময় পাশে বসে থাকা মহিলাদের ওপর এর বিরূপ প্রভাব পড়ে থাকে। তিনি বলেন, এর পুরো ইতিহাস বা আদ্যপান্ত যতক্ষণ উদ্‌ঘাটন না করবে ততক্ষণ মহিলারা স্বস্তি পায় না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শোনাতেন যে, একজন মহিলা একটি আংটি বানিয়েছিল, কিন্তু কেউ সেই আংটির প্রতি দৃষ্টিপাত করেনি। সেটি স্বর্ণের খুবই আকর্ষণীয় একটি আংটি ছিল। অবশেষে সে বিরক্ত হয়ে নিজেই নিজের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। মানুষ তাকে জিজ্ঞেস করে যে, আগুন থেকে আদৌ কিছু রক্ষা পেয়েছে কী? সে বলে, এই আংটিটি ছাড়া আর কোন কিছুই রক্ষা পায়নি। তখন এক মহিলা তাকে জিজ্ঞেস করে, বোন! এই আংটি তুমি কবে বানিয়েছিলে, এটি তো খুবই সুন্দর আংটি। সে তখন বলে, তুমি যদি এই কথাটি আমাকে পূর্বে জিজ্ঞেস করতে তাহলে আমার ঘরই পুড়তো না।

অতএব হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এই বদভ্যাস কেবল মহিলাদের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয় বরং পুরুষদের মাঝেও এমন বদভ্যাস রয়েছে।অনেক সময় তারা অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে আরম্ভ করে। 'আসসালামু আলাইকুম' বলার পর জিজ্ঞেস করা আরম্ভ করে যে, কোত্থেকে এসেছ, কোথায় যাবে, কত আয় কর? প্রশ্ন হলো, এমন বিষয়ে অন্যের নাক গলানোর প্রয়োজনই বা কী? এরপর তিনি পাশ্চাত্যের বিভিন্ন জাতির দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন যে, ইংরেজদের ক্ষেত্রে কখনো এমন হয় না যে, তারা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কোথায় চাকরি কর, তোমার শিক্ষাগত যোগ্যতা কী, বেতন কত পাও ইত্যাদি, ইত্যাদি। খুটিয়ে খুটিয়ে কথা জিজ্ঞেস করার ধারণা তাদের মাথায়ই আসে না। [মসতুরাত সে খিতাব (মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ), আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড: ১৫, পৃ: ৩৯৭]

অতএব 'লাগাভ' শুধু এমন বিষয় নয় যা অন্যের জন্য ক্ষতিকর বরং প্রতিটি অলাভজনক বিষয়ই 'লাগাভ' এর শ্রেণীভুক্ত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বিষয়টি এভাবেও ব্যাখ্যা করেছেন যে, **"এটি এমন কাজ যার বিশেষ কোন লোকসান বা ক্ষতি নেই।"** (ইসলামী উসূল কি ফিলসফী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১০, পৃ: ৩৪৯) অর্থাৎ যেসব কথা বা বিষয়ের কারণে বিশেষ কোন ক্ষতিই হয় না সেগুলোই 'লাগাভ' বা বৃথা। এটি হলো এর অর্থ।

অতএব মু'মিন হওয়ার জন্য শর্ত হলো, তারকথা সবসময় (গঠনমূলক) উদ্দেশ্য নিয়েহবে আর তা সকল প্রকার বৃথা কার্যকলাপ থেকে মুক্ত থাকবে। কিন্তু আমরা যদি যাচাই করি তাহলে দেখা যায়, অনেক মানুষ এমন আছে যারা অহেতুক কথাবার্তায় রত থাকে।

এখন আমি আরো কিছু শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি,যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করেছেন আর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তা উপস্থাপন করেছেন।

তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি চুটকি বা কৌতুক শোনাতেন যে, এক মেথর ছিল। সে একবার লাহোর শহরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে গ্রামে বসবাস করত। বোঝা বহনের কাজ করত বা আবর্জনা ইত্যাদি পরিষ্কার করত। সে দেখলো যে, শহরে প্রচণ্ড হৈচৈ পড়ে গেছে আর গোলমাল হচ্ছে। হিন্দু ও মুসলমান নর-নারী ক্রন্দনরত। সে কাউকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তাকে জানানো হয় যে, মহারাজা রঞ্জিত সিং মৃত্যু বরণ করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এমনিতে তো শিখদের শাসনের খুবই দুর্নাম ছিল। সে যুগে তাদের মাঝে এমন অনেক রাজাও ছিল যাদের চরম দুর্নাম রয়েছে। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছেও আমি বারংবার শুনেছি যে, মহারাজা রঞ্জিত সিং-এর রাজত্বকালে শান্তির রাজ প্রতিষ্ঠিত হয় আর তিনি অশান্তির কারণগুলো অনেকটাই দূরীভূত করেছিলেন। মুসলমানদের ওপর শিখদের অত্যাচারের যেসব ঘটনা বর্ণনা করা হয়ে থাকে তা ভিন্ন যুগের, যখন রাজত্ব বহুধা বিভক্ত ছিল, লুটপাট হচ্ছিল আর সর্বত্র নৈরাজ্য বিরাজ করছিল। মহারাজা রঞ্জিত সিং সর্বদা শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চেষ্টা করতেন এবং মুসলমানদের সাথেও তিনি অনেকটা ভালো ব্যবহার করতেন। [তিনি (রা.), এর আরো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন,] তার মন্ত্রীদের মাঝেও মুসলমান ছিল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পিতা, অর্থাৎ আমাদের দাদাও তার একজন জেনারেল ছিলেন এবং আরো অনেক মুসলমান ব্যক্তিবর্গ বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত ছিল। অতএব তার কারণে দেশে যে শান্তি আসে এবং তার পূর্বে বিরাজমান নৈরাজ্যকে স্মরণ করে,সবাই তার মৃত্যুতে দুঃখ-ভারাক্রান্ত ছিল এবং মানুষ কাঁদছিল।সেই মেথর এই কোলাহলের কারণ জিজ্ঞেস করলে কেউ তাকে বলে যে, মহারাজা রঞ্জিত সিং মৃত্যুবরণ করেছেন। এতে অবাক হয়ে সেই ব্যক্তির মুখের দিকে সে তাকিয়ে থাকে এবং জিজ্ঞেস করে, মানুষ তার মৃত্যুতে এত ব্যাকুল কেন? আমার পিতার মতো মানুষ যেখানে মারা গেছেন সেখানে মহারাজা রঞ্জিত সিং কোন ছাড়? এই চুটকি বা কৌতুক শুনিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন যে, যার কাছে যে জিনিসের মূল্য থাকে সেটিই তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। সেই মেথরের পিতা যেহেতু তাকে অনেক ভালোবাসতো তাই তার কাছে সে-ই প্রিয় ছিল। মহারাজা রঞ্জিত সিং লক্ষ লক্ষ মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করলেও এই ব্যক্তি যেহেতু সেই লক্ষ মানুষের অন্তর্ভুক্ত ছিল না আর তার চিন্তাধারার গণ্ডিও যেহেতু ব্যাপক ছিল না, যার কল্যাণে সে হয়তো বুঝতে পারতো যে, দেশের কল্যাণ এবং নিরাপত্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর ব্যক্তিস্বার্থ এর সামনে কোন অর্থই রাখে না, তাই তার ধারণা ছিল প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যায়নের যোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন আমার পিতা,যাকে আমার মূল্যায়ন করা উচিত। তিনিই যখন মারা গেছেন তাই মহারাজা

রঞ্জিত সিং মারা গেলে কিইবা আসে যায়। (আলফযল, ৬ জুন ১৯৫২, খণ্ড: ২৪/৬, সংখ্যা: ১৩৫, পৃ: ৫)

অতএব পৃথিবীতে নিজের প্রয়োজনে অনেক ছোট জিনিসও বড় হয়ে যায় আবার অনেক বড় জিনিসকেও জ্ঞান শুন্যতার কারণে মানুষ অবজ্ঞা করে। এক শিশুকে খুবই মূল্যবান হীরা দিয়ে দিলেও সে এর মূল্য কিইবা বুঝবে!

অতএব এক মু'মিনের স্বীয় আচার-আচরণ, ব্যবহার, অন্যের উপকারে আসা এবং অন্যের ওপর অনুগ্রহ করার মাধ্যমে নিজের গুরুত্ব স্পষ্ট করার চেষ্টা করা উচিত। তার গুরুত্ব যেন সীমিত না হয় যে, কেবল তার নিকটাত্মীয়রাই তার জন্য কাঁদবে বরং সে যেখানে থাকে, যে সমাজে বাস করে, সেখানে যেন তার গুরুত্ব গৃহীত ও স্বীকৃত হয়। সবারই নিজ নিজ গণ্ডি রয়েছে আর সেই গণ্ডিতে কোন আহমদীর পরিচিতি বা সুপরিচিতির গণ্ডি শুধু তার নিজের ব্যক্তিসত্তা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না বা কেবল তার জন্যই কল্যাণকর হয় না বরং জামা'তের জন্যও তা সুনামের কারণ হয় আর এভাবে তবলীগের পথও উন্মোচিত হয়, পৃথিবীবাসী জানতে পারে। একজন আহমদী যদি ভালো প্রভাব বিস্তারকারী হয় তাহলে পৃথিবীর মানুষ জানতে পারবে যে, ইসলামের প্রকৃত অর্থ এবং মর্ম কী, আর পৃথিবীর শান্তি এবং নিরাপত্তার জন্য এযুগে ইসলামী শিক্ষাই হলো একমাত্র শিক্ষা যা প্রকৃত নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে। অতএব পৃথিবীর মানুষের জ্ঞানের যে অভাব রয়েছে বা জ্ঞানশূন্যতা রয়েছে, সেই জ্ঞান সৃষ্টির জন্য আমাদের সবারই স্ব-স্ব গণ্ডিতে চেষ্টা করা উচিত।

কিছু লোক সামান্য ত্যাগ স্বীকার করে মনে করে যে, আমরা অনেক কিছু করে ফেলেছি, বা কিছু এমনও থেকে থাকে যারা কোন কুরবানী না করেই মনে করে, আমরা ত্যাগ স্বীকার করেছি বা অন্যের ওপর অনুগ্রহ করেছি। এমন লোকদের সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি ঘটনা বর্ণনা করতেন যে, "এক ব্যক্তি কাউকে নিমন্ত্রণ করে আর নিজের সাধ্য অনুযায়ী তার সেবায় কোন প্রকার ত্রুটি করেনি। অতিথি যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন ঘরের মালিক তার কাছে ক্ষমা চাইতে গিয়ে বলে যে, আমার স্ত্রী অসুস্থ ছিল এবং আরও কিছু সমস্যা ছিল বলে আমি আপনার পুরোপুরি সেবা করতে পারি নি। আশা করি আপনি আমায় ক্ষমা ও মার্জনা করবেন। এটি শুনে অতিথি বলে, আমি জানি তুমি কোন উদ্দেশ্যে একথা বলছো। তুমি চাও আমি যেন তোমার প্রশংসা করি এবং তোমার অনুগ্রহের কথা স্বীকার করি। এটি ছিল অতিথির চিন্তাধারা। এরপর সেই অতিথি বলে, তুমি আমার কাছে এই আশা করো না বরং তোমার উচিত আমার অনুগ্রহ স্বীকার করা। নিমন্ত্রণকারী বলেন, আমার উদ্দেশ্য মোটেই এটি দেখানো নয় যে, আপনাকে কোন অনুগ্রহ স্মরণ করাবো বা খোটা দেবো। আমি সত্যিই লজ্জিত যে, ভালোভাবে আপনার সেবা-যত্ন করতে পারি নি, তবে আমার প্রতি আপনার যদি কোন অনুগ্রহ থেকে থাকে তাহলে তাও আপনি উল্লেখ করতে পারেন, আমি তার জন্যও আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো। তখন অতিথি বলে, তুমি যা-ই বল, তোমার মনের খবর আমার ভালোভাবে জানা আছে (অর্থাৎ হৃদয়ে কী আছে তা-ও তিনি জেনে গেছেন)। স্মরণ রেখ!তুমি আমাকে শুধু খাবারই খাইয়েছ (এর বেশি তুমি আমার প্রতি আর কী অনুগ্রহ করেছ?)। কিন্তু তোমার প্রতি আমার অনুগ্রহ অনেক বড়। তুমি তোমার কামরার দিকে একটু তাকাও। যে কক্ষে অর্থাৎ ড্রয়িংরুমে তুমি আমাকে বসিয়েছ সেখানে বেশ কয়েক হাজার রুপির আসবাবপত্র রয়েছে। তুমি যখন খাবার আনার জন্য ভেতরে গিয়েছিলে আমি চাইলে দিয়াশলাই এর আগুনে এসব পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারতাম। এখন তুমিই বল, আগুন লাগিয়ে দিলে এক পয়সার জিনিসও কি রক্ষা পেত? কিন্তু আমি এমনটি করিনি। সেই মেহমান বলে, তোমার প্রতি আমার এই অনুগ্রহ কি কোনভাবে খাটো করে দেখার মতো? একথা শুনে গৃহকর্তা বলেন, সত্যিই আপনার অনুগ্রহ অনেক বড়, আমি এর জন্যও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে, আপনি আমার ঘর জ্বালিয়ে দেননি। অতএব দেখ! এমন মানুষও আছে, যে অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহকে বোঝা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পরিবর্তে মনে করে যে, আমিই অনুগ্রহ করছি বা ইহসান করছি।" (খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড: ১৩, পৃ: ৫৯২) অতএব একজন মু'মিনের সত্যিকার অর্থে অনুগ্রহকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, সেই ব্যক্তির মতো অকৃতজ্ঞ হওয়া উচিত নয়।

এক জায়গায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মুরব্বী বা মুবাল্লিগদেরও নসীহত করেন আর একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করতেন। তিনি বলেন, হযরত সাহেব [অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)] বলতেন, এক বাদশাহ্ কোন পীরের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত ছিল আর নিজের মন্ত্রীকে বলত যে, আমার পীরের সাথে সাক্ষাৎ কর। কিন্তু মন্ত্রী যেহেতু সেই পীরের স্বরূপ জানতো, তাই বিষয়টি এড়িয়ে যেতো। অবশেষে একদিন পীরের কাছে যাওয়ার সময় বাদশাহ্ মন্ত্রীকেও সাথে নিয়ে যায়। পীর সাহেব বাদশাহ্‌কে সম্বোধন করে বলে, বাদশাহ্ সালামত! ধর্মসেবা খুবই ভালো একটি কাজ। আলেকজান্ডার বাদশাহ্ ইসলামের অনেক সেবা করেছেন যার ফলে আজ পর্যন্ত তার সুখ্যাতি রয়েছে। (পূর্বেও অন্য কোন বরাতে আমি এটি বর্ণনা করেছি।) একথা শুনে মন্ত্রী বলেন, দেখুন হুযূর! পীর সাহেব ওলী হওয়ার পাশাপাশি ইতিহাসেও অনেক পারদর্শী। আলেকজান্ডার ইসলামের (আবির্ভাবের) অনেক পূর্বেই অতিবাহিত হয়েছে অথচ পীর সাহেব তার (ইসলাম সেবার) কথাই বলছেন। অর্থাৎ আপনার এই পীর সাহেব কেবল ওলীআল্লাহ্‌ই নন বরং মনে হচ্ছে তিনি অনেক বড় ঐতিহাসিকও, কেননা তিনি নতুন ইতিহাস রচনা করছেন। এর ফলে সেই পীরের প্রতি বাদশাহ্‌র ঘৃণা জন্মে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই কাহিনী বর্ণনা করে বলতেন, বৈঠকে আলোচিত বিষয়ের জ্ঞান থাকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর জ্ঞান যদি না থাকে তাহলে মানুষ অন্যের দৃষ্টিতে হেয় প্রমাণিত হয়।

অনুরূপভাবে সভার নিয়মকানুন বা আদবের প্রতিও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। দৃষ্টান্তস্বরূপ কোন পরামর্শসভা চলাকালে একজন বড় আলেম যদি সেখানে গিয়ে সবার সামনে শুয়ে পড়ে তাহলে কেউ তার জ্ঞানের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না বরং মানুষের মনে তার সম্পর্কে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হবে। তাই যে সভাই হোক না কেন বা যেমন সভাই হোক না কেন, একজন মুবাল্লিগ এবং মুরব্বী যখন সেই সভায় যোগ দিবে তার সেই বৈঠক সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তাই প্রত্যেক মুবাল্লিগের উচিত ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, চিকিৎসা শাস্ত্র, কথা বলার রীতিনীতি, বৈঠকের নিয়মকানুন ইত্যাদির অন্ততঃপক্ষে ততটুকু জ্ঞান থাকা যতটা ভদ্রলোকদের বৈঠকে অংশ গ্রহণের জন্য আবশ্যক। আর এটি কঠিন কিছু নয়। স্বল্প পরিশ্রমেই তা আয়ত্ত হতে পারে। এর জন্য জ্ঞানের সব শাখার প্রারম্ভিক পুস্তকাদি পড়ে নেয়া উচিত।" (হিদায়াতে যাররেঁ, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড: ৫, পৃ: ৫৮৪-৫৮৫) এছাড়া আজকাল আমাদের মুরব্বী ও মুবাল্লিগদেরকে বর্তমান যুগের চলমান অবস্থা সম্পর্কে বা কারেন্ট এফেয়ার্স সংক্রান্ত প্রশ্ন করা হয়। অনেক সময় তারা যেহেতু রীতিমত পত্রপত্রিকা পড়ে না তাই সঠিক জ্ঞান থাকে না বা খবর শুনে না বিধায় জানা থাকে না অথবা কোন বিষয়ের গভীরে যেহেতু অবগাহন করে না তাই অনেক সময় বৈষয়িক মনমানসিকতার অধিকারী ব্যক্তিদের ওপর এর বিরূপ প্রভাব পড়ে থাকে। অনেক স্থান থেকে এমন অভিযোগও আসে। তাই চলমান অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান রাখা আর যে সভায় যায় সেই সভাসংক্রান্ত কিছুটা জ্ঞান অবশ্যই তাদের অর্জন করে যাওয়া উচিত।

"হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। তিনি বলতেন, এক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল। সেই ব্যক্তি তাদের উভয়ের মাঝে তার ধনসম্পদ বণ্টন করে দেয়। ছোট ছেলে তার সব সম্পদ নিয়ে সুদূর কোন এলাকায় চলে যায় আর সেখানে পুরো সম্পদ সে অপকর্মে নষ্ট করে। অবশেষে সে কোন ব্যক্তির রাখাল হিসেবে চাকরি নেয়। (অর্থাৎ তার সবকিছু হারিয়ে যায়। অবশেষে তাকে মজদুরি করতে হয়।) এমতাবস্থায় তার মনে পড়ে, আমার পিতার অনেক শ্রমিক বা মজদুর রয়েছে যারা বেহিসাব খাবার পাচ্ছে এবং অঢেল পরিমাণে পাচ্ছে। কিন্তু আমি এখানে মজদুরি করা সত্ত্বেও ক্ষুধায় মারা যাচ্ছি। তাই পিতার কাছে গিয়ে আমি একথা কেন বলি না যে, আমাকেও নিজের শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত করুন। এরপর সে তার পিতার কাছে যায়। পিতা তাকে দেখে খুবই আনন্দিত হয় এবং তাকে বুকে টেনে নেয় আর ভৃত্যদের বলে যে, খুব মোটা তাজা বাছুর এনে জবাই কর যেন আমরা তা খেতে পারি এবং আনন্দ-উল্লাস করতে পারি। যখন তার দ্বিতীয় ছেলে আসে,(তাকেও সম্পদ দেয়া হয়েছিল এবং সে নিজের ব্যবসায় ভালো করছিল) তার কাছে এটি খুবই খারাপ লাগে (অর্থাৎ যে সবকিছু লুটিয়ে ফিরে এসেছে তার এত যত্নআত্তি!)। সে তার পিতাকে বলে, আমি এত বছর ধরে আপনার সেবা করছি, কোন সময় আপনার নির্দেশ অমান্য করিনি, কিন্তু আপনি কখনো একটি ছাগলের বাচ্চাও আমাকে দেননি যে, নিজ বন্ধুদের নিয়ে এটি উপভোগ কর। কিন্তু যখন আপনার এই ছেলে এসেছে, যে আপনার সম্পদ বিলাসিতায় নষ্ট করেছে তার জন্য আপনি আপনার পালিত বাছুর জবাই করিয়েছেন। তার পিতা তখন বলেন, তুমি সবসময় আমার কাছে আছ, আর আমার যা কিছু আছে সবই তোমার। কিন্তু তোমার এই ভাইয়ের আগমনকে আমরা এজন্য উদযাপন করছি যে, সে মৃত ছিল, এখন জীবন ফিরে পেয়েছে, হারিয়ে গিয়েছিল, এখন তাকে ফিরে পেয়েছি। অতএব কোন ব্যক্তি যদি ভুল করে আর ভুলের পর আল্লাহ্‌র দরবারে ফিরে আসে এবং আল্লাহ্ তা'লার সামনে বিনত হয়ে নিজের ভুল স্বীকার করে আর অনুশোচনা করে তখন আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই এমন ব্যক্তির তওবা গ্রহণ করেন এবং তার প্রতি পূর্বের চেয়ে অধিক করুণা প্রদর্শন করেন।" (খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড: ১২, পৃ: ৩৭৫)

অতএব এক মু'মিন, যে চায়, খোদা তালা আমার সাথে এমন ব্যবহার করুন, তারও উচিত খোদার এই বৈশিষ্ট্যাবলী ধারণ, গ্রহণ এবং অবলম্বন করে, যেখানেই সে দেখবে যে, তার আপন ভাই, যারা কোন ভুল ত্রুটি করেছে, তারা যদি প্রকৃত আন্তরিকতার সাথে ক্ষমা চাইতে আসে এবং ভুলত্রুটি স্বীকার করে তাহলে তাদেরকে তার মার্জনা করা উচিত। একই সাথে তাদের জন্যও দোয়া করা উচিত যারা ক্ষমা চায় না, যাতে আল্লাহ্ তা'লা তাদের এবং আমাদেরও ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করেন এবং আমাদেরকে মার্জনা করেন। মানুষের স্বভাব-চরিত্র সবসময় সুদৃঢ় এবং উন্নত হওয়া উচিত। এমন হওয়া উচিত নয় যে, কখনো এক প্রকার আচরণ করব আর কখনো ভিন্ন আচরণ।

"হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, এক রাজা একবার বেগুন খেয়ে খুবই স্বাদ পায়। (অনেকেই এই গল্প শুনে থাকবেন।) দরবারে এসে সে বলে যে, বেগুন কতই না ভালো বা সুস্বাদু। রাজার একজন মোসাহেব বা সহচর ছিল, সেও তখন বেগুনের প্রশংসা করতে আরম্ভ করে। সে বলে, বাকি কথা বাদই দিলাম, এর চেহারা দেখুন! কত সুন্দর। মাথা এমন যেন কোন পীর সবুজ পাগড়ি বেধে রেখেছে। তার নিলাভ পোষাক যেন আকাশের রঙকেও হার মানাচ্ছে। গাছের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় এমন মনে হয় যেন কোন যুবরাজ দোল খাচ্ছে। (সে এইভাবে প্রশংসা করতে থাকে।) চিকিৎসা শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে বেগুনের যত উপকারী দিক ছিল তার প্রতিটি সে গুণে গুণে তুলে ধরে। এসব কথা শুনে রাজার আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং কিছুদিন পর্যন্ত সে কেবল বেগুনই খেতে থাকে। বেগুন যেহেতু গরম হয়ে থাকে তাই সেগুলো গরম প্রভাব ফেলে আর রাজা অসুস্থ হয়ে পড়েন।একদিন রাজা বলেন, বেগুন খুবই বাজে জিনিস। এর ফলে সেই একই মোসাহেব বা সহচর তখন বেগুনের দোষ বর্ণনা করা আরম্ভ করে। সে বলে, এর চেহারা দেখুন, কত কালো মুখ! আর পা নীল। এরচেয়ে বেশি এর আর কীখারাপ দিক হতে পারে যে, উল্টো ঝুলে আছে যেন কেউ তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন যে, প্রত্যেক জিনিসের উপকারী দিকও থাকে, আর অপকারী দিকও থাকে, সে অনুসারে সেই মোসাহেব বা সহচর তখন চিকিৎসা শাস্ত্রের দিক থেকে এর যত মন্দ দিক ছিল তা-ও বর্ণনা করে।পাশে বসে থাকা একজন বলে, ব্যাপার কী, সেদিন তো তুমি বেগুনের খুবই প্রশংসা করছিলে আর আজ এর দোষত্রুটি বর্ণনা করছো। অন্ততপক্ষে সত্য কথা বলা শেখো। সেই মোসাহেব তখন উত্তর দেয় যে, আমি রাজার চাকর, বেগুনের চাকর নই। (খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড: ১০, পৃ: ৭৭-৭৮)

অধুনা মুসলিম বিশ্বে সচরাচর এমনটিই চোখে পড়ে আর এদেরকে দেখে আমাদেরও শিক্ষা নেয়া উচিত। চরিত্রের দিক থেকে বা আচারব্যবহারের দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে উন্নত চরিত্র মুসলমানের হওয়া উচিত কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজ এরাই চরিত্রের দিক থেকে সবচেয়ে হীন এবং অধঃপতিত। সত্যের ওপর অবিচল থাকার তো প্রশ্নই উঠে না, এরা তো যেখানেই তোষামোদ এবং স্বার্থ দেখে সেদিকেই ছুটে, তা সে কোন নেতা হোক বা কোন সাধারণ মানুষই হোক না কেন। সত্যের ওপর অবিচল থাকার দাবি হলো, ন্যায় এবং অন্যায়কে সামনে রেখে সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের মতামত ব্যক্ত করা এবং পরামর্শ দেয়া।

এরপর আমি আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করছি। খোদার সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে। আল্লাহ্‌র সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনই আসলে সমস্যার সমাধান বয়ে আনে আর এই সম্পর্ক সুদৃঢ় হয় তাক্বওয়া বা খোদাভীতির মাধ্যমে। আমরা আহমদীরা, যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনে সঠিক ইসলামী শিক্ষা অনুসারে জীবন যাপন করার দাবি করি, আমাদের তদ্রুপ জীবন যাপনের জন্য সর্বাবস্থায় খোদাতেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত আর তাঁর সাথেই সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত। আমাদের সাফল্য কখনো জাগতিক কথাবার্তায় আসতে পারে না। অতএব আমরা যদি নিজেদের মাঝে খোদাভীতি এবং তাক্বওয়া সৃষ্টি করি তবেই আমাদের সাফল্য আসবে। আর এমনটি হলে ফিরিশ্‌তারা আমাদের চলার পথ সুগম করবে, ইনশাআল্লাহ্।

অতএব আমাদের প্রত্যেকের এই চেতনা থাকা উচিত যে তাক্বওয়া অর্জন করতে হবে এবং খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আমরা দেখি যে, একজন দুনিয়াদার মানুষের সাথে সম্পর্ক একজন জগৎ-পূজারীর জন্য যেখানে কল্যাণকর হয়ে থাকে সেখানে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক তার চেয়ে হাজার বরং লক্ষ গুণ বেশি উপকারী হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি গল্প বা কাহিনী বর্ণনা করতেন যে, এক ব্যক্তি কোন সফরে যাত্রার পূর্বে কাজীর কাছে কিছু টাকা আমানত স্বরূপ রেখে যায়। দীর্ঘদিন পর ফিরে এসে সে যখন টাকা ফেরত চায় তখন কাজীর নিয়্যত বদলে যায়, সে বলে, মিয়া বিবেক বুদ্ধি খাটাও, কোন্ টাকা আর কিসের আমানত? তুমি আবার আমার কাছে কখন টাকা রেখেছিলে? সে কোন কিছু লিখিত নেয় নি কেননা সে মনে করেছিল কাজী সাহেবের ব্যক্তিত্বই যথেষ্ট।

কিন্তু কাজী সাহেব বলে, যদি কোন টাকা রেখে গিয়ে থাক তাহলে প্রমাণ নিয়ে আস, কোন রশীদ দেখাও বা কোন সাক্ষী নিয়ে আস। সে স্মরণ করানোর অনেক চেষ্টা করে কিন্তু কাজী এটিই বলতে থাকে যে, কিছুই নেই, তোমার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে। তুমি কোন টাকা রেখে যাও নি। অবশেষে সে বাদশাহ্‌র কাছে অভিযোগ করে। বাদশাহ্ বলে, বিচারিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমি তোমার পক্ষে কিছুই করতে পারব না। তোমার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দিতে আমি বাধ্য, কেননা লিখিত কোন প্রমাণ নেই, সাক্ষী নেই আর প্রমাণও নেই। হ্যাঁ, একটি কৌশল তোমাকে আমি বলে দিচ্ছি, তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে তাতে তোমার উপকার হতে পারে। অমুক দিন আমার শোভাযাত্রা বের হবে আর কাজীও তার গৃহের সামনে উপস্থিত থাকবে। অর্থাৎ সেদিন বাদশাহ্ শহরে ঘুরবেন। তুমিও তার পাশে কোন স্থানে দাঁড়িয়ে পড়বে। আমি তোমার কাছে পৌঁছে তোমার সাথে অকৃত্রিমভাবে কথা-বার্তা বলব যে, তুমি আমার সাথে দেখা করতে কেন আসনি? দীর্ঘকাল সাক্ষাৎ হয় নি। উত্তরে তুমি আমাকে বলো যে, কিছু দুশ্চিন্তা ছিল তাই উপস্থিত হতে পারি নি। সেই ব্যক্তি কার্যত এমনটিই করে আর শোভাযাত্রার দিন সে কাজী সাহেবের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। বাদশাহ্ আসেন এবং কাজী সাহেবের পরিবর্তে সেই ব্যক্তিকে সম্বোধন করে কথা বলা আরম্ভ করেন আর বলেন, তুমি চলে গিয়েছ, দীর্ঘদিন সাক্ষাৎ হয়নি। সে ব্যক্তি তার সফরের বৃত্তান্ত শোনায়। এরপর বাদশাহ্ জিজ্ঞেস করেন, ফিরে এসে কেন দেখা কর নি? সে বলে, এমনিতেই কিছু সমস্যা ছিল, কিছু উসুলী বা টাকা উঠানো ইত্যাদির কাজ ছিল। বাদশাহ্ তাকে বলে, না না,তবুও তোমার দেখা করা উচিত ছিল। ঘন ঘন দেখা করতে এসো। বাদশাহ্‌র শোভাযাত্রা যখন চলে যায় তখন কাজী সাহেব সেই ব্যক্তিকে বলে, মিয়া কথা শোন! তুমি সেদিন আমার কাছে এসেছিলে আর কোন আমানতের কথা বলছিলে। আমি এখন বয়োবৃদ্ধ হয়ে গেছি, স্মৃতিশক্তি খুব একটা কাজ করে না। আমাকে কিছু লক্ষণাবলীর কথা স্মরণ করাও, তাহলে মনে পড়তে পারে। পূর্বে কাজীকে যেসব কথা বলেছিল সেসব কথারই সে পুনরাবৃত্তি করে। কাজী সাহেব তখন বলে আচ্ছা, অমুক ধরনের থলি ছিল, সেটি তোমার ছিল। তা আমার কাছে পড়ে আছে। এসে নিয়ে যাও, আর তা এনে টাকাসহ তাকে দিয়ে দেয়।

এই কাহিনী শুনিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, এই পৃথিবীর বিরোধিতায় কিসের ভয়। বড় থেকে বড় কোন জেনারেলও কেবল তরবারি এবং গুলি ইত্যাদি দ্বারাই ক্ষতি সাধন করতে পারে, কিন্তু এগুলো সবই আমাদের খোদার (নিয়ন্ত্রনাধীন) ।যদি তিনি বলেন, এদিকে আঘাত হানবে না, তাহলে কে করতে পারে? অতএব বান্দার কেবল খোদার সাথেই বন্ধুত্ব করা উচিত, তাঁকেই ভালোবাসা উচিত, ভয় করলে বা মরলে-মারলে কোন কার্য সিদ্ধি হতে পারে না।

উন্নতির উপায় হলো নিজেকে খোদার হাতে সমর্পণ করা আর তিনি যে দিকে নিয়ে যেতে চান সেদিকে ধাবিত হওয়া। (খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড: ১৫, পৃ: ২৭৪-২৭৫)

একজন প্রকৃত মু'মিনের পরিচয় কী? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সত্যিকার মু'মিনের তুলনা করতেন সত্যিকার বা প্রকৃত বন্ধু হিসেবে। তিনি বলতেন, এক সম্পদশালী ব্যক্তি ছিল, তার ছেলের কিছু ভবঘুরে বন্ধু ছিল। বাউন্ডুলে ছেলেরা তার বন্ধু ছিল। তার পিতা তাকে বুঝায় যে, এরা তোমার প্রকৃত বন্ধু নয়, এরা শুধু লোভের বশবর্তী হয়ে তোমার কাছে আসে, নতুবা তাদের একজনও তোমার প্রতি বিশ্বস্ত নয়। কিন্তু সেই ছেলে তার পিতাকে উত্তর দেয়, মনে হয় আপনি জীবনে কোন সত্যিকার বন্ধু পান নি, তাই সবার সম্পর্কেই আপনি একই ধারণা পোষণ করেন। আমার বন্ধুরা এমন নয়, তারা অনেক বিশ্বস্ত এবং আমার জন্য প্রাণও বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। পিতা তাকে পুনরায় বুঝান যে, সত্যিকার বন্ধু পাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। পিতা বলেন, সারা জীবনে আমি একজন মাত্র সত্যিকার বন্ধু পেয়েছি।

কিন্তু সেই ছেলে তার হঠকারিতায় অনড় থাকে। কিছুদিন পর সে পিতার কাছে খরচের জন্য কিছু টাকা চাইলে পিতা বলেন, আমি তোমার খরচ চালাতে পারব না, তুমি তোমার বন্ধুদের কাছে চাও, আমার কাছে এখন কিছুই নেই। আসলে তার পিতা তার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করতে চাচ্ছিলেন যেন সে তার বন্ধুদের পরীক্ষা করে দেখে। ঘরে পিতা যখন না করে দেন,বন্ধুরা জানতে পারে যে, ঘর থেকে তাকে না করে দেয়া হয়েছে; তখন তারা তার কাছে যাতায়াত বন্ধ করে দেয়, মেলা-মেশা ছেড়ে দেয়। নিরূপায় হয়ে এই ছেলে নিজেই বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাদের ঘরে ঘরে যায়। কিন্তু যে বন্ধুর দরজাতেই কড়া নাড়তো, ভেতর থেকেসে সংবাদ পাঠাতো যে, সে ঘরে নেই, কোথাও বাইরে গিয়েছে বা সে অসুস্থ, এখন দেখা করা সম্ভব নয়। এভাবে সে সারা দিন ঘুরে বেড়ালেও কোন বন্ধুই তার সাথে দেখা করার জন্য বাহিরে আসে নি। অবশেষে সন্ধ্যা বেলা সে বাসায় ফিরে আসে। পিতা জিজ্ঞেস করেন যে, বল! বন্ধুরা কী উত্তর দিয়েছে? সে বলে, সবাই হারামখোর বা অকৃতজ্ঞ, কেউ কোন বাহানা করেছে, কেউ অন্য কোন অজুহাত দেখিয়েছে। পিতা বলেন, আমি কি তোমাকে পূর্বেই একথা বলিনি যে, এরা বিশ্বস্ত নয়। ভালো হয়েছে যে, তোমারও অভিজ্ঞতা হয়েছে। এখন এসো! আমার বন্ধুর সাথে তোমার সাক্ষাৎ করাই। এরপর তারা পাশেই এক জায়গায় যায়।তার বন্ধু সিপাহী ছিল। কোন এক চৌকিতে কাজ করত। পিতা-পুত্র উভয়ে তার ঘরে পৌঁছে দরজার কড়া নাড়ে। ভেতর থেকে আওয়াজ আসে যে, আমি আসছি। অনেক সময় পার হয়ে গেলেও দরজা খোলার জন্য কেউ আসেনি। তখন ছেলের হৃদয়ে বিভিন্ন চিন্তাধারার উদয় হতে থাকে। সে তার পিতাকে বলে, আব্বু! মনে হয় আপনার বন্ধুও আমার বন্ধুদের মতই। পিতা বলেন, কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। এরপর আরও কিছুটা সময় কেটে যায়। এরপর দরজা খুলে সেই বন্ধু যখন বাইরে আসে তখন তার গলায় একটি তরবারি ঝুলছিল। এক হাতে ছিল একটি থলি আর অন্য হাতে স্ত্রীর হাত ধরে রেখেছিলেন। দরজা খুলেই তিনি বলেন, আমায় ক্ষমা করবেন, আপনার অনেক কষ্ট হয়েছে, আমি তাড়াতাড়ি আসতে পারিনি। দ্রুত আসতে না পারার কারণ হলো, আপনি যখন দরজায় কড়া নাড়েন তখনই আমি বুঝতে পেরেছি যে, নিশ্চয় কোন বিশেষ কারণ আছে যে কারণে আপনি নিজেই এসেছেন নতুবা আপনি কোন চাকরকেও পাঠাতে পারতেন। আমি যখন দরজা খুলতে চাইলাম তখন হঠাৎ আমার মনে পড়লো, হয়ত কোন সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমার কাছে এই তিনটি জিনিসই ছিল, একটি তরবারি আর একটি থলি যাতে আমার এক বছরের সঞ্চয় রয়েছে, কয়েকশত রুপি আছে। (ভাবলাম) হয়ত আপনার পরিবারের কোন সমস্যা থাকতে পারে তাই আমার স্ত্রী সেবার জন্য এসেছে। দেরী হওয়ার কারণ হলো আমার এই থলিটি মাটির নিচে পুঁতে রাখা ছিল যা বের করতে সময় লেগেছে।

এরপর ভাবলাম, হয়ত এমন কোন সমস্যার উদয় হয়েছে যেখানে কোন সাহসী ব্যক্তি কাজে আসতে পারে, তাই আমি তরবারি সাথে নিয়ে এসেছি যেন জীবনের প্রয়োজন হলে আমার জীবনও উৎসর্গ করতে পারি। পুনরায় আমি চিন্তা করলাম, যদিও আপনি সম্পদশালী মানুষ কিন্তু হয়ত এমন কোন সমস্যা দেখা দিয়েছে যার ফলে আপনার সকল সম্পদ হারিয়ে গেছে আর আমি হয়ত অর্থের মাধ্যমে আপনার সাহায্য করতে পারি, তাই আমি এই থলি সাথে এনেছি। এরপর আমি ভাবলাম, রোগ-ব্যাধি মানুষের নিত্য সাথী, হতে পারে আপনার ঘরে বা আপনার স্ত্রীর কোন সমস্যা হয়েছে, তাই আমি আমার স্ত্রীকেও সাথে নিয়ে এসেছি যেন সে সেবা করতে পারে। সেই সম্পদশালী ব্যক্তি বলেন, হে আমার বন্ধু! আমার এখন কোন সাহায্যের প্রয়োজন নেই আর এই মুহূর্তে আমি কোন সমস্যারও সম্মুখীন নই, বরং আমি কেবল আমার ছেলেকে শিক্ষা দিতে নিয়ে এসেছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, এটিই হলো প্রকৃত বন্ধুত্ব আর এর চেয়েও ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব আল্লাহ্ তা'লার সাথে মানুষের করা উচিত এবং নিজ প্রাণ, সম্পদ এবং নিজের সব কিছু উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। এক বন্ধু যেভাবে কখনো মানে আবার কখনো মানায়, অনুরূপভাবে মানুষের জন্য আবশ্যক হলো, আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহ্ তা'লার পথে ত্যাগ স্বীকার অব্যাহত রাখা। খোদা তা'লা আমাদের কত কথা মানেন। দিবা-রাত্র আমরা তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতরাজি ভোগ করি। তিনি আমাদের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, আমরা সেগুলো ব্যবহার করি। কোন্ অধিকার বলে আমরা এগুলোকে উপভোগ করছি বা ভোগ করছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কত বাসনা পূর্ণ করেন। আর দু'একবার নিজের ইচ্ছা-পরিপন্থী কিছু হলেই মানুষ খোদা সম্পর্কে কত কু-ধারণা পোষণ করতে আরম্ভ করে। আসল বিষয়হলো, স্বাচ্ছন্দ্য হোক বা অস্বাচ্ছন্দ্য, আর সুখ হোক বা দুঃখ, সর্বাবস্থায় অবিচল থাকা এবং এ ক্ষেত্রে কখনো

দোদুল্যমান না হওয়া। (আব আমল অওর সিরফ আমল করনে কা ওয়াক্ত হ্যা, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড: ১৮, পৃ: ৩৮২-৩৮৪)

অতএব যারা যথাযথভাবে নামায পড়ে না তাদের আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত। এমন মানুষ, যারা ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার অঙ্গীকার রক্ষা করে না, তাদের আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত। এমন মানুষ যারা আহমদীয়াতের কল্যাণে এখানে এসেছে, কিন্তু এখানে এসে তারা ভুলে গেছে যে, আহমদীয়াতের সুবাদেই তারা এখানে থাকার এবং নাগরিক সুযোগ-সুবিধার অধিকার পেয়েছে, এমন লোকদের অধিক হারে জামা'তের সেবার জন্য এগিয়ে আসা উচিত। কিন্তু তারা এটি ভুলে যায় বরং কখনো কখনো আপত্তিও করতে আরম্ভ করে। এমন মানুষ ভালো ইবাদতকারীও নয় এবং বিশ্বস্তও নয়। বিশ্বস্ততা হলো, যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, সাচ্ছন্দ্য-অস্বাচ্ছন্দ্য, সুখ-দুঃখ উভয় অবস্থায় এর উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। খোদা তা'লার জন্য সর্বাবস্থায় এবং সর্বদা তাঁর দ্বারে উপস্থিত থেকে ত্যাগ স্বীকারে নিজেকে প্রস্তুত রাখা উচিত।

বন্ধুত্বের দাবি রক্ষাকারী যেই ব্যক্তির ঘটনা আমি এই মাত্র শুনিয়েছি তা কীভাবে নবীগণ এবং খোদার বান্দাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় তা-ও হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) খুব সুন্দরভাবে এবং চিত্তাকর্ষক ভাষায় তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, যেখানে ভালোবাসা থাকে সেখানে যুক্তি প্রমাণ চাওয়া হয় না। সেখানে মানুষ প্রথমে আনুগত্যের ঘোষণা দেয় এরপর চিন্তা করে যে, এই নির্দেশ আমি কীভাবে পালন করব। নবীদের অবস্থাও এমনই হয়ে থাকে। খোদার প্রথম বাণী যখন অবতীর্ণ হয় তখন তাদের হৃদয়ে খোদাপ্রেম এমন পর্যায়ে উপনীত থাকে যে, তারা কোন যুক্তি প্রমাণ দাবি করেন না। খোদার বাণী যখন তাদের কানে পৌঁছে তখন তারা একথা বলেন না যে, হে খোদা! তুমি কি আমাদের সাথে হাসিঠাট্টা করছ? কোথায় আমরা আর কোথায় এই কাজ? বরং তারা বলেন, হে আমাদের প্রভু! খুব ভালো কথা আর একথা বলে সেই কাজ করার জন্য দাঁড়িয়ে যান এবং এরপর চিন্তা করেন যে, এখন তাদের কর্মপন্থা কী হওয়া উচিত। মহানবী (সা.) তা-ই করেছেন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও সে রাতে এমনটিই করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেছিলেন, উঠো এবং পৃথিবীর হিদায়াতের জন্য দণ্ডায়মান হও। তিনি (আ.) তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হন এবং এরপর চিন্তা করতে আরম্ভ করেন যে, এখন আমি এ কাজ কীভাবে সমাধা করব। অতএব আজ থেকে পঞ্চাশ বছর [(হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যখন একথা বলছিলেন, তখন পঞ্চাশ বছর ছিল কিন্তু আজকে এই কথার প্রায় ১২৫ বছর কেটে গেছে বরং ১২৬ বা ১২৭ বছর হবে)] পূর্বের সেই ঐতিহাসিক রজনী যা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ বিপ্লবসমূহের জন্য সফল অস্ত্র প্রমাণিত হবে, যা ভবিষ্যতে গঠিত ম্যনব জগতের জন্য প্রথম রাত এবং প্রথম দিন আখ্যায়িত হতে যাচ্ছে, সেই রাতের কথা আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে নিশ্চিতভাবে আমাদের হৃদয় এই আনন্দকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখবে। আমাদের মাঝে ক'জন এমন আছে যারা চিন্তা করে যে, এই আনন্দ কোন্ বিশেষ মুহূর্তের কারণে তারা লাভ করেছেন? অর্থাৎ যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছেন, এই আনন্দঘন মাহেন্দ্রক্ষণ কোন্ কর্মগুণে তাদের লাভ হয়েছে আর কোন্ অমানিশার পর তাদের জীবনে সফলতার এই প্রভাত উদিত হয়েছে? অনেক মানুষ মসীহ্ মওউদের অপেক্ষা করতে করতে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে, কিন্তু যারা গ্রহণ করেছে তারা এটি ভাবে আর এভাবে ভাবে যে, এই আনন্দ, এই প্রশান্তি, এই সফলতা এবং এই সাফল্যের দিন সেই বিশেষ মুহূর্ত এবং সেই রাতের কল্যাণে তাদের লাভ হয়েছে যাতে এক নিঃসঙ্গ বান্দা যিনি পৃথিবীর দৃষ্টিতে তুচ্ছ এবং সমস্ত জাগতিক উপায় উপকরণ থেকে বঞ্চিত, তাকে আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, উঠ এবং বিশ্ববাসীর হিদায়াতের জন্য দণ্ডায়মান হও আর তিনি উত্তর দেন, হে আল্লাহ্! আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। এই ছিল সেই বিশ্বস্ততা, এটি ছিল ভালোবাসার সেই পরম বহিঃপ্রকাশ যেটিকে খোদা তা'লা গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা দিয়েছেন এবং নিজ অপার করুণায় তাকে সিক্ত করেছেন। হাসি এবং ক্রন্দন উভয়টি খোদা তা'লার সত্তার ক্ষেত্রে অকল্পনীয়। খোদা হাসেনও না আর কাঁদেনও না, কিন্তু ভালোবাসার সংলাপে এবং ভালোবাসার আলাপচারিতায় এমন কথা এসেই যায়। যেভাবে হাদীসেও আছে যে, একজন সাহাবী যখন আতিথ্য করেন তখন খোদা তা'লা তাদের কাজে আনন্দিত হন এবং হাসেন। (বুখারী, কিতাব মানাকেবুল আনসার, হাদীস: ৩৭৯৮) যাহোক তিনি বলেন, অতএব আমি বলছি যে, খোদারও যদি কাঁদার রীতি থাকতো বা হাসার রীতি থাকতো তাহলে আল্লাহ্ তা'লা যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বলেছিলেন যে, আমি তোমাকে জগদ্বাসীর সংশোধনের জন্য দণ্ডায়মান করছি এবং তিনি (আ.) তাৎক্ষণিকভাবে দাঁড়িয়ে যান, তিনি এতটুকুও ভাবেন নি যে, এ কাজ আমার দ্বারা কীভাবে সাধিত হবে? যদি তখন খোদার জন্য কাঁদার রীতি থাকত তাহলে আমি নিশ্চিত যে, খোদা কেঁদে উঠতেন আর খোদার জন্য যদি হাসার নিয়ম থাকত তাহলে অবশ্যই তিনি হেসে উঠতেন। তিনি হাসতেন বাহ্যত এই নির্বুদ্ধিতা-প্রসূত দাবির কারণে যা সারা পৃথিবীর মোকাবিলায় এক দুর্বল এবং অক্ষম বান্দা করেছে। আর কাঁদতেন সেই ভালোবাসার প্রেরণা দেখে যা সেই নিঃসঙ্গ এবং সহায়সম্বলহীন ব্যক্তি খোদার জন্য প্রকাশ করেছে। এই প্রকৃত বন্ধুত্বই খোদার দরবারে গৃহীত হয়েছে। এই সত্যিকার বন্ধুত্বই অর্থাৎ এমন প্রকৃত বন্ধুত্বই এই পৃথিবীতেও কাজে আসে। এরপর তিনি সেই ঘটনা বর্ণনা করেন যা আমি শুনিয়েছি অর্থাৎ ধনী ও দরিদ্র দুই বন্ধুর ঘটনা। তিনি বলেন, পৃথিবীর মানুষের ভাষায় এটি বন্ধুত্বের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এমন আন্তরিক আবেগ দেখে মানুষ নিজের হৃদয়ে এক প্রবল আবেগ ও উত্তেজনা অনুভব না করে পারে না। কিন্তু এরূপ বন্ধুত্বের বহিঃপ্রকাশ সেই বন্ধুত্বের মোকাবিলায় কিছুই নয় যা নবীগণ আল্লাহ্

তা'লার জন্য প্রকাশ করে থাকেন। সেখানে প্রতিটি পদক্ষেপে থাকে সমস্যা। সেখানে প্রতিটি পদক্ষেপে ত্যাগ স্বীকার করতে হয় আর প্রতিটি পদক্ষেপে সমস্যায় জর্জরিত হতে হয়। অতএব খোদার প্রতি নবীদেরউত্তর এমনই বরং তার চেয়েও অনেক মহান হয়ে থাকে যা সেই দরিদ্র ব্যক্তি ধনী ব্যক্তিকে দিয়েছিল। আমরা সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি তাকাই আর যুক্তির নিরিখে যদি এসম্পর্কে প্রণিধান করি, তাহলে সেই দরিদ্র ব্যক্তির এই আচরণ হাস্যকর মনে হয় কেননা সেই ধনী ব্যক্তির সহস্র সহস্র কর্মচারী ছিল, তাদের বর্তমানে তার স্ত্রী অতিরিক্ত কী আর সেবা দিতে পারত? অনুরূপভাবে তার লক্ষ লক্ষ রুপি ছিল, একশ' বা দেড়শ' রুপির থলিতে তার কিইবা লাভ হতো? এছাড়া তার অনেক পাহারাদার এবং নিরাপত্তারক্ষী ছিল, সেই বন্ধুর তরবারি তার কী উপকার করতে পারত? কিন্তু ভালোবাসার আতিশয্যে সে একথা চিন্তা করেনি যে, আমার তরবারি কী কাজে আসবে। আমার সামান্য রুপিতে কী উপকার হবে। আমার স্ত্রী কিইবা সেবা করবে। সে শুধু একথাই চিন্তা করেছে যে, আমার কাছে যা কিছু আছে তা আমার উপস্থাপন করা উচিত। ভালোবাসার পরম আবেগ যখন উথলে উঠে তখন বিচারবুদ্ধি কাজ করে না, ভালোবাসা বিচারবুদ্ধিকে হার মানায় আর নিজেই সামনে এসে যায় যেমনটি কিনা চিল যখন মুরগীর ছানার ওপর হামলা করে তখন মুরগী তার ছানাদের একত্রিত করে নিজ ডানার নিচে লুকিয়ে ফেলে। অনেক সময় ভালোবাসা এমন এমন কাজ সাধন করায় যে, জগতের মানুষ সেটিকে উন্মাদনা-প্রসূত কাজ আখ্যা দেয় কিন্তু সত্যিকার অর্থে সেই উন্মাদনা পৃথিবীর সকল বিবেকবুদ্ধির চেয়ে বেশি মূল্যবান হয়ে থাকে আর পৃথিবীর সকল বিবেককে সেই এক উন্মাদনা-প্রসূত কাজের জন্য উৎসর্গ করা যেতে পারে। কেননা প্রকৃত বিবেকবুদ্ধি সেটিই যা ভালোবাসার ফলে প্রকাশ পায়। এটি স্মরণ রাখার মত কথা যে, প্রকৃত বিবেকবুদ্ধি সেটিই যা ভালোবাসার ফলে সৃষ্টি হয়। নবীও যখন আহ্বান শুনেন যে, সেই আল্লাহ্ যিনি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, যিনি সম্মান এবং মাহাত্ম্যের স্রষ্টা, যিনি বাদশাহ্‌দের ফকির আর ফকিরদের বাদশাহ্ বানানোর মালিক, যিনি রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা বা রাজত্ব ধ্বংসকারী খোদা, যিনি সম্পদদাতা এবং সম্পদ প্রত্যাহারকারী খোদা, যিনি জীবিকা দাতা এবং জীবিকা প্রত্যাহারকারী খোদা, যিনি আকাশ এবং পৃথিবীর প্রতিটি অণু-পরমাণু এবং পুরো বিশ্বজগতের খোদা, তিনি এক দুর্বল ও অক্ষম মানুষকে বলছেন যে, আমি সাহায্যের মুখাপেক্ষী, আমার সাহায্য কর, তখন সেই দুর্বল এবং নিরুপায় ব্যক্তি যুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন না। তিনি একথা বলেন না যে, হুযূর! কি বলছেন, আপনি সাহায্যের মুখাপেক্ষী, হে আল্লাহ্ আপনি সাহায্যের মুখাপেক্ষী? আপনি তো আকাশ এবং পৃথিবীর স্রষ্টা। আমি কাঙাল, দরিদ্র এবং অক্ষম মানুষ, আমি আপনার কী সাহায্য করতে পারি? সে এসব কথা বলে না, বরং সেই দুর্বল, অক্ষম এবং জীর্ণ-শীর্ণ দেহ নিয়ে সে দাঁড়িয়ে যায় আর বলে, আমি উপস্থিত, হে আল্লাহ্! আমি উপস্থিত। শুধু সেই ব্যক্তি ব্যতিরেকে যে এই প্রেমের স্বাদ কিছুটা হলেও পেয়েছে আর কে আছে যে এই আবেগের গভীরতার ধারণা করতে পারে? তিনি বলেন, যেমনটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আজ থেকে ৫০ বছর পূর্বে, (তখন ছিল ৫০ বছর পূর্বে কিন্তু আজকের নিরিখে ১২৬ বছর পূর্বে) একই খোদা পুনরায় এই আওয়াজ উত্তোলন করেন এবং কাদিয়ানের নিভৃত কোণে বসবাসকারী এক ব্যক্তিকে বলেন, আমার সাহায্যের প্রয়োজন, আমাকে পৃথিবীতে লাঞ্ছিত করা হয়েছে আর পৃথিবীতে আমার কোন সম্মান নেই, পৃথিবীতে আমার নাম নেওয়ার কেউ নেই, আমার কোন সঙ্গী বা সাহায্যকারী নেই। হে আমার বান্দা! আমাকে সাহায্য কর। তখন সেই বান্দা এই কথা চিন্তা করেননি যে, কে কথা বলছেন। যিনি সম্বোধন করছেন তিনি কে আর যাকে সম্বোধন করা হচ্ছে সে কে? তার বিচারবুদ্ধি এই প্রশ্ন উঠায়নি যে, যিনি আমাকে ডাকছেন তাঁর কাছে তো সর্বশক্তি রয়েছে, আমি তাঁর কী সাহায্য করতে পারি। তাঁর প্রেম অর্থাৎ খোদাপ্রেম তার হৃদয়ে এক প্রকার অগ্নি সঞ্চার করে। যখন খোদার পয়গাম পান তখন খোদার ভালোবাসা তার হৃদয়ে আগুন লাগিয়ে দেয় আর তিনি পাগলপ্রায় হয়ে খালি হাতেই আবেগের আতিশয্যে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, হে আমার প্রভু! আমি উপস্থিত, হে আমার প্রভু! আমি উপস্থিত। হে আমার খোদা! আমি ধর্মকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করব। (আল ফযল, ২৫ জানুয়ারি ১৯৪০, খণ্ড: ২৮, সংখ্যা: ১৫, পৃ: ৮-১০)

অতএব আজ আমরা যারা খোদার ভালোবাসায় নিবেদিত এবং খোদার বাণীকে পৃথিবীময় প্রচারের অঙ্গীকার নিয়ে দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে মানার দাবি করি, আজকে আমরা যারা আল্লাহ্ তা'লার প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ দাসের হাতে বয়আতের দাবি করি, যদি আজকে আমরা মনে করি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের মাধ্যমে খোদার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে এবং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে আর ইসলাম রেনেসাঁর যুগে প্রবেশ করেছে, আরএখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে এটি পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছবে, যদি আমরা এ কারণে তাঁর হাতে বয়আতের এই অঙ্গীকার করে থাকি যে, আমরা তাঁর কাজে তাঁর সাহায্যকারী হব; তাহলে সর্বশক্তি দিয়ে, যা-ই আমাদের কাছে আছে, তা স্বল্প হোক বা বেশি, আমাদের তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসা উচিত।আল্লাহ্ তা'লা, তাঁর রসূল (সা.) এবং তাঁর মসীহ্‌র প্রতিও আমাদের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করা উচিত। নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থায় পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করা উচিত। নিজেদের বিশ্বস্ততার মান উন্নত করা উচিত। আর সেভাবেই সকল ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকা উচিত যেভাবে সেই দরিদ্র বন্ধু তার ধনী বন্ধুর জন্য সবকিছু উজাড় করে দিতে প্রস্তুত ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন। (আমীন)

(সূত্র: আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৮-২৪ মার্চ ২০১৬, খণ্ড: ২৩, সংখ্যা ১২, পৃ. ৫-৯)

বিশ্বশান্তি: সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান

হযরত মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

(কিস্তি-৩৮)

ইসলামিক রাষ্ট্র শাসন পদ্ধতি

আমার গবেষণা সুস্পষ্টরূপে আমার কাছে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছে যে, পবিত্র কুরআন সরকার পরিচালনার বিষয়টি সম্পর্কে বলতে গিয়ে মুসলিম ও অমুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে কোন প্রকারেই কোন পার্থক্য করেনি।

রাষ্ট্র কীভাবে পরিচালিত হবে, সে সম্পর্কিত নির্দেশাবলী মানবজাতির সবার জন্যই অভিন্ন, যদিও সেজন্য প্রাথমিকভাবে মু'মিনদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে কুরআন শরীফে। পবিত্র কুরআন যে রাষ্ট্র শাসন পদ্ধতির কথা বলে, তা হিন্দু, শিখ্, বৌদ্ধ, কনফুসিয়াস, খৃষ্টান, ইহুদী, মুসলিম ইত্যাদি সকলের জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য।

এই নির্দেশের মর্মকথা যে সমস্ত আয়াতে বলা হয়েছে সেগুলি আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করে এসেছি এখন আমরা অনুরূপ আরও দু'একটি আয়াতের উদ্ধৃতি দেব এখানে:

"কিন্তু না তোমার প্রভুর কসম! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সেই সকল বিষয়ে তোমাকে বিচারকরূপে মান্য করবে যে সকল বিষয়ে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ হয়, এবং যে সকল বিষয়ে তুমি ফয়সালা কর তাতে তারা সংকোচ বোধ না করবে এবং পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করবে।" (আন্ নিসা, ৪:৬৬)

"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সুবিচারের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও আল্লাহ্‌র জন্য সাক্ষী হিসাবে, যদিও (তোমাদের সাক্ষ্য) তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতার বা আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধেই যায়। (যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়া হবে) যদি সে ধনী হয় বা দরিদ্র হয়, তাহলে আল্লাহ্ তাদের উভয়েরই সর্বাধিক শুভাকাঙ্খী। সুতরাং, তোমরা হীন কামনার অনুসরণ করো না যাতে তোমরা ন্যায় বিচার করতে পার। এবং যদি তোমরা কথার মারপ্যাঁচে (সত্যকে) গোপন কর অথবা এড়িয়ে যাও, তাহলে (জেনে রেখো) তোমরা যা কিছু কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত আছেন।" (আন্ নিসা, ৪:১৩৬)

হযরত রসূলে পাক (সা.) এর হাদীসও এ বিষয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি প্রত্যেক রাজা বা শাসনকর্তা এবং কর্তৃপক্ষকে এই বলে দায়ী করেছেন যে, তারা তাদের প্রজাদের অথবা অধীনস্থদের প্রতি কীরূপ আচরণ করেছে সে ব্যাপারে তাদের প্রত্যেককেই খোদাতা'আলার কাছে জবাবদিহি হতে হবে। কিন্তু, এ বিষয়ের আলোচনা যেহেতু আমরা পূর্বেই করে এসেছি সেহেতু এ নিয়ে আর আলোচনার দরকার নেই।

এই গবেষণার সার কথা হচ্ছে, ইসলাম এমন এক কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠার কথা বলে, যা হবে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ; এবং যার রাষ্ট্র শাসন পদ্ধতির সকল কাজকর্ম রাষ্ট্রের সকল প্রজাসাধারণের জন্য অভিন্নভাবে এবং সমভাবে প্রযোজ্য হবে। এবং সরকারের কোন কর্মকান্ডে ধর্মীয় মত পার্থক্যের কোন ভূমিকাই থাকতে পারবে না।

ইসলাম মুসলমানদেরকে সুনিশ্চিতরূপে এই উপদেশ দেয় যে, তাদেরকে পার্থিব প্রতিটি ব্যাপারে অবশ্যই আইনের শাসন মেনে চলতে হবে:

"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা

আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর তাঁর এই রসূলের এবং তাদেরও যারা তোমাদের মধ্যে আদেশ দেওয়ার অধিকারী। অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা মতভেদ কর, তাহলে তোমরা তা আল্লাহ্‌ এবং তাঁর এই রসূলের প্রতি সমর্পণ কর যদি তোমরা আল্লাহ্‌ এবং শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখ। ইহা বড়ই কল্যাণজনক এবং পরিণামের দিক দিয়ে অতীব উত্তম"। (আন্‌ নিসা, ৪:৬০)

কিন্তু মানুষের সঙ্গে আল্লাহ্‌র সম্বন্ধের যে ক্ষেত্রটি তা সম্পূর্ণরূপেই ধর্মের জন্য একচেটিয়া এবং সংরক্ষিত। এক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করবার কোনও অধিকার নেই রাষ্ট্রের। ধর্মের প্রতি বিশ্বাস এবং তার প্রকাশের ও পালনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে মনের ও হৃদয়ের। মানুষের এটা একটা মৌলিক অধিকার যে, সে যাকে খুশী বিশ্বাস করবে; সে চাইলে আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে নয়তো তার ধর্মের বা পৌত্তলিক বিশ্বাসের নির্দেশ অনুসারে প্রতিমার পূজা করবে।

সুতরাং ইসলামের মতে, রাষ্ট্রের একচেটিয়া ক্ষেত্রগুলিতে যেমন হস্তক্ষেপ করবার অধিকার ধর্মের নেই, তেমনি,সব ধর্মের একচেটিয়া ক্ষেত্রগুলিতেও হস্তক্ষেপ করবার অধিকার ও দায়িত্বকে ইসলামে এত পরিষ্কারভাবে সংজ্ঞায়িত করা আছে যে, এতদুভয়ের মধ্যে সংঘাতের কোন অবকাশ নেই। এ সম্পর্কে কুরআন করীমের অনেকগুলি আয়াতের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে ধর্মীয় শান্তি সম্পর্কিত আলোচনায়।

দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক সময়, অনেক ধর্মনিরপেক্ষ বা সেক্যুলার রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় যে, তারা তাদের স্বাভাবিক সীমারেখার বাইরেও তাদের ধর্মনিরপেক্ষকরণ বা সেক্যুলারাইজেশনের পরিধিটা বাড়াতে চান। একই প্রবণতা, অপরপক্ষে ধর্মতান্ত্রিক অথবা যাজক বা মোল্লাতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। ধর্মীয় উগ্রপন্থীদের সহানুভূতি অনুভব না করলেও, তাদের দ্বারা শাসিত রাষ্ট্রগুলোর কাত হয়ে পড়া বা অস্থিতিশীল অবস্থাকে যে কেউ খানিকটা হলেও অনুভব না করে পারবে না। কিন্তু কেউ যখন সেক্যুলার দেশগুলোর তথাকথিত উন্নত উদার মনের জনগণেরও অনুরূপ অপরিণত মনোবৃত্তি দেখতে পান, তখন তা বিশ্বাস করাই তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। এটাই শুধু মানুষের রাজনৈতিক আচরণের একমাত্র দিক নয়, যা বুঝে উঠা দুষ্কর। রাজনীতি যতক্ষণ পর্যন্ত শুধু জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে একত্র অনড়ভাবে আবদ্ধ থাকবে এবং তার সেই দর্শনকেই কাজে লাগাবে, ততক্ষণ নিরংকুশ নৈতিকতা বলতে কিছু থাকবে না। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী যতক্ষণ পর্যন্ত বদ্ধ জাতীয় সংস্কার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকবে, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের বুঝমত জাতীয় স্বার্থের সংঘাত হলেই–সত্য, সাধুতা, ন্যায়পরায়ণতাকে জলাঞ্জলি দিবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এটাই থাকবে রাষ্ট্রের প্রতি কোন নাগরিকের আনুগত্যের মানদন্ড, ততক্ষণ মানুষের রাজনৈতিক আচরণ থাকবে সন্দেহজনক, বিতর্কিত এবং আপাতঃবিরোধী।

পবিত্র কুরআন সরকার ও জনগণের দায়িত্বাবলীর কথা বলেছে। এর মধ্যে কতগুলো দায়িত্বের উল্লেখ করা হয়েছে এই বক্তৃতার পূর্ববর্তী অংশগুলোতে। যেমন– খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়ের কথা বলা হয়েছে, বলা হয়েছে নাগরিকদের মৌলিক চাহিদাসমূহের কথা; আন্তর্জাতিরক সাহায্য সম্পর্কিত নীতির কথা; নিরংকুশ সুবিচারের কথা; এবং সমস্যার প্রতি জনগণের স্পর্শকাতরতা এবং যাতে করে তাদের কোন দাবী-দাওয়ার ব্যাপারে তাদেরকে আওয়াজ তুলতে না হয়, তারও কথা।

সরকার যদি সত্যিকার অর্থে ইসলামিক পদ্ধতির হয়, তাহলে এটা সরকারেরই দায়িত্ব যে, সব সময়ে সতর্ক থাকবে যাতে করে জনসাধারণকে তাদের অধিকার আদায়ের জন্য হরতাল করতে না হয়, শিল্প কারখানায় ধর্মঘট করতে বা বিক্ষোভ করতে না হয়, কিংবা অন্তর্ঘাতমূলক কাজে লিপ্ত হতে না হয়। এক্ষণে, আমরা অন্যান্য আরও কিছু দায়িত্বের প্রতি কিছুটা দৃষ্টি দেব। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

"এবং যদি তুমি কোন জাতির পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা কর তাহলে সেক্ষেত্রে তুমিও সমানভাবে (তাদের অঙ্গীকার) তাদের দিকে নিক্ষেপ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ বিশ্বাসঘাতকদেরকে ভালবাসেন না।" (আল্‌ আনফাল, ৮:৫৯)

যারা শাসন করবে তাদেরকে এমনভাবে শাসন করতে হবে যাতে কোন প্রকার অরাজকতা, বিশৃংখলা, দুর্ভোগ এবং দুঃখদৈন্যের সৃষ্টি না হয়; বরং তাদেরকে এমন অধ্যবসায় সহকারে কার্যকরভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে হবে যাতে সমাজের প্রতিটি স্তরে শান্তি স্থাপিত হয়।

"অথবা, কে উদ্বিগ্নচিত্ত ব্যক্তির দোয়া শোনেন, যখন সে তাঁর নিকট দোয়া করে এবং (তিঁনি) তার কষ্ট দূর করে দেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করে দেন? তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ কর।" (আন্‌ নমল, ২৭:৬৩)

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, নিরংকুশ সুবিচারের নীতি সকলের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য

এমন কি, আজকের রাজনৈতিক নেতা ও রাজনীতিবিদদেরও ইসলামিক শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। এ এমন এক ধর্ম, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও যার ভিত্তিপ্রস্তর হচ্ছে নিরংকুশ সুবিচার বা ইনসাফ।

"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায়পরায়ণতার উপর সাক্ষী হিসেবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও, এবং কোন

জাতির শত্রুতা যেন তোমাদেরকে আদৌ এই অপরাধ করতে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায় বিচার না কর। তোমরা সুবিচার কর, এটাই তাক্‌ওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। এবং আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, এবং তোমরা যে কাজ কর্ম করছো তার সম্পর্কে আল্লাহ্‌ সবিশেষ অবহিত।" (আল্‌ মায়েদা, ৫:৯)

আমি এটা দাবী করতে পারি না যে, দুনিয়ার সব বড় বড় ধর্মগুলোর সবকিছুই আমি পড়ে ফেলেছি। তবে, এ কথা বলাও ঠিক হবে না যে, আমি সেগুলির কিছুই জানি না। এইসব ধর্মের উপর পড়ালেখা করতে গিয়ে আমি এগুলির ধর্মগ্রন্থসমূহে এমন একটি নির্দেশও খুঁজে পাইনি যা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত নির্দেশের অনুরূপ। এমন কি, ঐ সব ধর্মগ্রন্থে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উল্লেখ নেই বললেই চলে। যদি অনুরূপ কোন শিক্ষা অন্য কোন ধর্মেও পাওয়া যায়, তাহলে আমি আপনাদেরকে এই নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, ইসলাম সেই শিক্ষার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হবে, কেননা ইসলামের শিক্ষার মধ্যেই নিহিত রয়েছে বিশ্বশান্তির মূল চাবিকাঠি।

বিশ্বশান্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে আজ সারাটা পৃথিবী উদ্বিগ্ন। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ও যুগান্তকারী পরিবর্তন এবং পরাশক্তিরগুলোর মধ্যে সম্পর্কের ক্রমোন্নতির ফলে একটা ক্ষীণ আশার আলো ফুটে উঠেছে। তাই বিশ্ব এখন একটা খোশ-মেজাযেই আছে। বড় বড় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে যে সাধারণ ঐকমত্য সূচিত হয়েছে তাকে অতিশয় আশাব্যঞ্জক বলে মনে হচ্ছে, এমনকি, যে সব অতি গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবী পরিবর্তন এখন আমরা প্রত্যক্ষ করছি, তার সম্ভাব্য ফলাফলের প্রেক্ষিতে তা সুখকর বলেও প্রতীয়মান হচ্ছে।

বিশেষতঃ পাশ্চাত্য জগৎ, মনে হচ্ছে, অতি-আস্থাশীল ও উল্লাসিত হয়ে উঠেছে। এই উল্লাস চেপে রাখা আমেরিকানদের পক্ষে তো কষ্টসাধ্যই হয়ে পড়েছে; এবং তাদের এই উল্লাস দিনে দিনে বৃদ্ধিও পাচ্ছে। তারা মনে করে যে, কম্যুনিষ্ট জগতের উপরে তাদের একটা সর্বাত্মক বিজয় হয়েছে, যাকে অনেকেই মনে করে, অশুভের বিরুদ্ধে শুভের বিজয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের বিজয়।

বর্তমান সময়ের আঞ্চলিক-রাজনীতির (Geo-Political) পরিস্থিতি এবং তার সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করাটা এখানে প্রাসঙ্গিক হবে না। তবে, এই বিষয়টার উপরে আমি হয়তো ঘন্টা কয়েক সময় দিতে পারবো, এ বছর (১৯৯৪) জুলাইয়ের শেষে অনুষ্ঠিতব্য যুক্তরাজ্যের আহমদী মুসলিম সম্প্রদায়ের বার্ষিক জলসাতে।

(চলবে)

আমাদের ধর্ম বিশ্বাস

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন,

"আমরা মুসলমান। এক-অদ্বিতীয় খোদা তা'লার প্রতি ঈমান রাখি এবং **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌** কলেমায় আমরা বিশ্বাসী। আমরা কুরআনকে খোদার কিতাব এবং তাঁর রসূল খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মানি। আমরা ফিরিশ্‌তা, কিয়ামত অর্থাৎ পুনরুত্থান দিবস, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাসী। আমরা নামায পড়ি ও রোযা রাখি এবং কিবলামুখী হই। যা কিছু আল্লাহ্‌ ও রসূল (সা.) 'হারাম' তথা নিষিদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন সেগুলোকে হারাম জ্ঞান করি এবং যা কিছু 'হালাল' তথা বৈধ করেছেন সেগুলোকে হালাল আখ্যা দেই। আমরা শরীয়তে কোন কিছু সংযোজনও করি না, বিয়োজনও করি না এবং এক বিন্দু পরিমাণও কম-বেশী করি না। যা কিছু রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি– আমরা এর হিকমত বুঝি বা না বুঝি কিংবা এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব নাইবা উদ্ধার করতে পারি– আমরা তা গ্রহণ করি। আমরা আল্লাহ্‌র ফযলে বিশ্বাসী, একত্ববাদী মুসলমান।" ('নূরুল হক', খণ্ড ১, পৃ. ৫)

হযরত মুফ্‌তি মুহাম্মদ সাদিক (রা.)

আমেরিকায় আহমদীয়াতের এক অগ্রদূত

মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ

আমেরিকায় ইসলাম আহমদীয়াতের শুরু ১৯২০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন প্রথম আহমদী মুসলিম মিশনারী হযরত মুফতি মুহাম্মদ সাদিক (রা.) ফিলাডেলফিয়ায় পৌঁছেন। ১৮৭২ সনে ভারতের ভেরা শহরে জন্মলাভকারী হযরত মুফ্‌তি মুহাম্মদ সাদিক (রা.) তারুণ্যের সজীবতায় পূর্ণ এক যুবক, আহমদীয়াতের সাথে ঠিক তখনই তার পরিচয় ১৮৯০ সনে, যখন তার বয়স সবেমাত্র ১৮ বছর। প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর সাক্ষাতের নিমিত্তে তখন তিনি ভারতের কাদিয়ান গমন করেন এবং তাঁর দাবীর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেন।

পরবর্তী দশক জুড়ে হযরত মুফ্‌তি মুহাম্মদ সাদিক (রা.) পড়াশুনা চালিয়ে যান, কিন্তু প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহান্তে ও ছুটির দিনে তিনি কাদিয়ানে ফিরে আসতেন এবং সেখানে অবস্থানকালে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) যা বলতেন, তার নোট নিতেন এবং ফিরে এসে বন্ধুবান্ধবদের সাথে তা শেয়ার করতেন। এরপর ১৯০১ সনে তিনি কাদিয়ানের একটি স্কুলে ইংরেজী ভাষা শেখানো শুরু করেন, যে স্কুলটি ছিল আহমদীয়া মুসলিম জামাত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। তারপর থেকেই 'বদর' পত্রিকার সম্পাদক হয়ে ১৯০৫ থেকে ১৯১৫ সন পর্যন্ত জামাতের জন্যে তিনি অক্লান্ত শ্রমদান করতে শুরু করেন এবং ১৯০৫ থেকে ১৯০৮ সনে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর ওফাত পর্যন্ত তার ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে কাজ করার তৌফিক পান।

সেবার এই দীর্ঘ রেকর্ড থাকার পরও হযরত মুফ্‌তি মুহাম্মদ সাদিক (রা.) সেবার নতুন এক অধ্যায়ে নিজেকে নিযুক্ত করেন, যখন ১৯১৭ সনে খাঁটি ইসলামের শিক্ষা প্রসারে তিনি যুক্তরাজ্যে গমন করেন আর সেখানে তিনি এ কাজটি করেছেন যে সারা দেশব্যাপী প্রচারপত্র লিখে আর বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদান করে, যীশু তথা ঈসা (আ.) ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেন নাই, বরং ক্রুশবিদ্ধ হবার পরও তিনি বেঁচেছিলেন এবং ভারতে হিজরত করেছিলেন, সে ধারণাসহ বৃটেনের লোকদেরকে ইসলামের সাথে পরিচিত করান।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) কর্তৃক নির্দেশ পাবার পর হযরত মুফ্‌তি মুহাম্মদ সাদিক (রা.) ১৯২০ সনে আমেরিকায় ইসলাম আহমদীয়াতের বিস্তারে মহান কতিপয় কামিয়াবী হাসিল করেন। ফিলাডেলফিয়ায় অবতরণের পর তাৎক্ষণিকভাবে এ সন্দেহে তাকে নযরবন্দী করা হয় যে তিনি সেখানে বহু বিবাহ প্রথা প্রচারের জন্যে গেছেন, যা ছিল আমেরিকার আইনের পরিপন্থী। যাহোক, কৃতকার্যতার সাথে তিনি এর এ ব্যাখ্যা দানে সমর্থ হয়েছিলেন যে, ইসলাম বহু বিবাহের অনুমতি দিলেও কখনোই এটা আবশ্যকরূপে নির্ধারণ করে না, আর মুসলমানের জন্য এটা প্রাথমিক ও প্রধান এক দায়িত্ব হল, যে দেশে সে বাস করে, সে দেশের আইন সে মেনে চলবে।

MOSLEMS CELEBRATE FEAST OF ID-UL-FILTR.

Left to right: Kalil Bizry, Mufti Mohammed Sadiq and Hussien Karoub. These three Moslem shieks were central figures in the parade celebrating the opening of the new Mohammedan mosque. Dr. Sadiq, because of his higher rank, was entitled to wear green canonicals, while the others wore white. In the inset is the smallest Mohammedan in the parade. His a Bedouin and was garbed in native costume.

Mohammedanism had its day in Highland Park Tuesday. From early in the morning, when several hundred of the faithful knelt in prayer on rugs spread upon the mud floor of the incompleted mosque at 241 Victor avenue, until the middle of the afternoon, when the parade of Moslems disbanded, the day was one round of festivity.

prayer service, which did not differ materially in form from a Christian church service, except that the members of the congregation removed their shoes before entering the presence of the altar. The building was so far from completion that the cement had not yet been laid on the basement floor, but linoleum and rugs were spread upon the wet dirt, and a temporary altar was erected.

হাইল্যাণ্ড পার্ক: জুলাই ১৯২১, মসজিদের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে হযরত মুফ্‌তি মুহাম্মদ সাদিক (রা.)

আটক অবস্থায় দুই মাস অতিবাহিত করার পর মুফতি মুহাম্মদ সাদিক (রা.) নিউইয়র্ক চলে যান এবং বক্তৃতা দান ও লেখালেখির কাজ অব্যাহত রাখেন। এরপর তিনি নিউইয়র্ক থেকে মিচিগান যান এবং সেখান থেকে সিকাগোয় পাড়ি জমান, যেখানে তিনি আমেরিকার সর্বপ্রথম মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেন। তার লেখা বক্তৃতা-প্রদান এবং আরবী ও হিব্রু ভাষায় গভীর জ্ঞান সেসব লোককেই প্রভাবিত করে যাদের সংস্পর্শে তিনি এসেছেন এবং তার বার্তা-অর্থাৎ ইসলামের বার্তা যেটি ছিল গোত্রীয় সমতা আর মিলনের বার্তা এমন এক সময়ে প্রতিধ্বনিত হয় যখন আমেরিকা গোত্রীয় কোন্দল আর বর্ণবৈষম্যমুলক দাঙ্গার কারণে একান্তই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিল। এসব বৈশিষ্ট্য তাকে লিংকন জেফারশন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানপ্রদ ডক্টরেট খেতাব প্রদান করে, আর এর ফলে মাত্র সাড়ে তিন বছর সময় তার আমেরিকায় বসবাসকালে ১০০০ মানুষকে আহমদীয়াতে দীক্ষা দানের সুযোগ হয়। বস্তুত: তার সদগুণ বিস্তারী প্রভাব আমেরিকায় তার সংক্ষিপ্ত অবস্থানের বিপরীতে ইসলামের অনেক বড় এক উন্নতি দান করে।

হযরত মুফতি মুহাম্মদ সাদিক (রা.)-এর চলমান আরেকটি নৈসর্গিক ফল হলো 'দি মুসলিম সানরাইজ' নামক সেই সাময়িকী, যা আজো প্রকাশিত হয়ে চলছে। ১৯২১ সনে শুরু হয়ে এ সাময়িকীটি দেশটিতে এই জামাত কর্তৃক ইসলামের শিক্ষা প্রসারে বিশাল অগ্রগতি দান করেছে। আহমদীয়াতের জন্য আমেরিকায় শক্তিশালী এক ভিত্তি স্থাপনের পর ১৯২৪ সনে তিনি ভারতে ফিরে আসেন। এরপর প্রচার কাজে অধিকতর কর্তব্য পালনে সিংহল গমন সহ অন্যান্য সক্ষমতায় তিনটি মহাদেশের হাজারো মানুষের সংস্পর্শে ধন্য হয়ে ১৯৫৭ সনে পরলোক যাত্রার আগ পর্যন্ত অবিরাম জামাতের কাজ করে গেছেন।

মহান আল্লাহ্ জান্নাতে তার মর্যাদা উত্তরোত্তর বাড়িয়ে দিন। (আমীন)

অগ্রগতি থেমে নেই প্রাসঙ্গিকতা– জলসা সালানা ১৯১৮

ভাষান্তর: **মোহাম্মদ ফজলুর রহমান**

১৯১৮ সনে এ উপমহাদেশটিতে মারাত্মক এক ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রাদুর্ভাব ঘটার কারণে এ বছরের জলসা সালানার সময় পরিবর্তন করে তা এপ্রিল, ১৯১৯ এ নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। গ্রাম্য জামাতগুলোর সুবিধার্থে এ জলসাটি যদিও ১৯১৯ সনের ইষ্টারের ছুটির মধ্যে অনুষ্ঠিত করার ইচ্ছা ছিল, তথাপি মার্চ মাসেই এটি অনুষ্ঠিত হয়। ১৯১৮ সনের এ জলসার দিনগুলোতে এবং তার অব্যবহিত পরে যেসব ঘোষণা প্রদান করা হয়, সেগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হল, যা শতবর্ষ পূর্বে অনুষ্ঠিত জলসার সারাংশ ও গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদেরকে এক অন্তর্দৃষ্টি দান করে এবং জলসার গুরুত্ব অনুধাবন করায়।

জলসা সালানা, কাদিয়ান ২০১৭

১৯১৮ সনের জলসা, যা ১৫-১৭ মার্চ ১৯১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়, সেটির কর্মসূচী ছিল নিম্নরূপ :-

১৫ মার্চ, ১৯১৯, রোজ শনিবার (সকালের অধিবেশন): বক্তাবৃন্দ– (১) মৌলভী মাহফুজুল হক সাহেব, (২) হাকিম মৌলভী খলিল আহমদ সাহেব। এরপর নামাযের জন্য বিরতি এবং তারপর শেঠ আব্দুল্লাহ্ আলাদীন সাহেবের সভাপতিত্বে ২য় আরেকটি অধিবেশন শুরু হয়। এতে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর সত্যতার ওপর বক্তৃতা প্রদান করেন হাফেজ রৌশন আলী সাহেব (রা.)।

শনিবার, ১৬ মার্চ, ১৯১৯: সকালের অধিবেশনটি শুরু হয় সকাল ৯ ঘটিকায় আর এতে সভাপতিত্ব করেন ভাগলপুর কলেজের অধ্যাপক মৌলভী আলী আহমদ সাহেব, যিনি সংক্ষিপ্ত এক ভাষণও দান করেন। এরপর নিম্নবর্ণিত প্রতিবেদনগুলো উপস্থাপন করা হয়:

১। ড: খলিফা রশিদ উদ্দীন সাহেব (রা.)

(সেক্রেটারী, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া), যিনি আঞ্জুমানের দায়িত্বাবলী তুলে ধরে একটি রিপোর্ট পেশ করেন।

২। নাযেমে আলা হিসেবে হযরত মৌলভী শের আলী সাহেব (রা.) একটি রিপোর্ট পেশ করেন।

৩। উমুরে আমা'র ওপর মৌলভী শেখ আব্দুর রহমান সাহেব একটি রিপোর্ট পেশ করেন।

৪। শেখ মুহাম্মদ মুবারক ইসমাঈল সাহেব, নায়েব নাযের তা'লীম ও তরবিয়ত। তিনি তার বিভাগের একটি রিপোর্ট পেশ করেন।

এরপর চৌধুরী ফতেহ্ মুহাম্মদ সাইয়াল সাহেব (রা.) এক বক্তৃতা প্রদান করেন। এরপর খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এ জলসায় 'ইরফানে ইলাহী' (খোদা সম্পর্কিত তত্বজ্ঞান)-এর ওপর বক্তৃতা প্রদান করেন।

সোমবার, ১৭ মার্চ, ১৯১৯ঃ

হযরত মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব (রা.) এর সভাপতিত্বে এ দিনের প্রথম অধিবেশনের প্রারম্ভিক বক্তৃতাটি প্রদান করেন হযরত হাফেজ রৌশন আলী (রা.), এবং এরপর সংক্ষিপ্ত এক বক্তব্য রাখেন হযরত মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব (রা.)। এ জলসাটি শেষ হয় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এর সমাপ্তি ভাষণের মাধ্যমে।

আমাদের জলসা দুনিয়াবী কোন উৎসব নয়, বরং এর উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে অনুপম (অদ্বিতীয়)। এ জলসা সালানার উদ্বোধন হওয়ার একদিন আগে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) জুমুআর খুতবা প্রদান করেন এবং তাতে জলসা থেকে সবিশেষ উপকৃত হবার ওপর জোর দিয়ে হুযূর বলেন: "এ জলসায় যারা আসে, তারা যদি জলসার অধিবেশনে সমবেত না হয়ে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘুরে বেড়ায়, তবে এভাবে তারা তাদের সময় নষ্ট করে ফেলে। তাদের উচিত এ বিষয়টি স্মরণ রাখা যে, এটি দুনিয়াবী কোন উৎসব নয়। এ জলসাটি ঐশী ইচ্ছার অধীনে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যাতে কয়েক শতাব্দীর সেই অবক্ষয়, যা মানুষের অন্তরকে আবৃত করে ফেলেছে, তা বিধৌত হয় এবং যারা অন্ধকার ও জুলুমে নিমজ্জিত হয়েছে, তাদেরকে আলোর দুর্গে উত্তোলন করা যায়। এ উদ্দেশ্যেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ মানুষকে এ স্থানে জড়ো করেছেন, যাতে তিনি (আল্লাহ্) তাদেরকে পবিত্র করতে পারেন। সেসব লোক, যারা এসব উদ্দেশ্য পূরণ করে না, তাদের ঈমান বিপদগ্রস্ত। আমাদের হাতে খুব অল্প সময়ই আছে। অতএব আপনাদের উচিত, এ সময়টি ভালভাবে খরচ করা আর এথেকে অধিক সুবিধা অর্জন করা আর এ খুতবার মাধ্যমে আপনাদেরকে যেসব উপদেশ দান করা হয়েছে, তা মেনে চলা" (খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এর জুমুআর খুতবা, ১৪ মার্চ, ১৯১৯, আল ফজল, ১ এপ্রিল, ১৯১৯ এ প্রকাশিত)।

জলসার পূর্বে যেসব মানুষ কাদিয়ানে উপস্থিত হয়, তাদেরকে স্বাগত জানিয়ে জামাতের পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীতে বিভিন্ন প্রবন্ধ ছাপা হয়, যাতে আহমদীদেরকে জলসায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা যায় এবং এমন এক সমাবেশে যোগদানে আধ্যাত্মিক যেসব উপকার রয়েছে, সে বিষয়ে তাদেরকে স্মরণ করানো হয়। উপরন্তু, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর অতিথিদের আতিথেয়তা দানে সকল প্রচেষ্টা নিয়োজিত রাখতে কাদিয়ানের অধিবাসীদেরকেও বারংবার উৎসাহিত করে একথাই স্মরণ করাই যে, "কাদিয়ানের ভূমিটি এখন শ্রদ্ধার একটি স্থান; জন সমাগমে এটি পবিত্র এক ভূমিতে পরিণত হয়েছে। আপনারা, যারা কাদিয়ানের পবিত্র ও সম্মানিত এ ভূমিতে আগমন করেছেন, আমি আপনাদেরকে আন্তরিকতা ও ভালবাসার সাথে স্বাগত জানাচ্ছি। উত্তেজনার সেই ঢেউ, যা পূর্ণ-ঈমান আর সঙ্কল্পের সাথে আপনাদের ধমনীর রক্তে তরঙ্গায়িত হচ্ছে, তা বিজলীর প্রভাবের মত অন্যদের অন্তরকেও আলোড়িত করছে। এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, আপনারা খোদার প্রিয় ও শ্রদ্ধাস্পদ ভূমিতে শ্রদ্ধা আর তাজিমের সাথে বিচরণ করছেন এবং এর মাঝে খোদার নিদর্শনাদি প্রত্যক্ষ করছেন। এতে কী সন্দেহ আছে যে, আপনাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই হচ্ছেন খোদা তা'লারই এক নিদর্শন? কাদিয়ানের অধিবাসী প্রতিটি মানুষই কেবলমাত্র এ কারণেই আপনাদেরকে খোদার এক নিদর্শন স্বরূপ দেখছেন এবং আপনাদের সম্মান আর তাজিমকে তাদের ঈমানের অংশ হিসেবে বিবেচনা করছেন। ঐশী-ইলহাম মোতাবেক '...নবী'গণের পোশাকে সজ্জিত আল্লাহ্‌র রসূল, [অর্থাৎ– প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)] বর্ণনা করেন– "দূর দূরান্তের প্রত্যেক স্থান থেকেই তারা তোমার কাছে আগমন করবে'।

অতএব, যত দূর-দূরান্ত থেকেই এবং যারাই আসবে, সেই একই অনুপাতে তারা ঐশী এ নিদর্শনের গুরুত্ব ও শক্তির এক বৃহদাংশে পরিণত হবে। আমাদের অন্তর ভালবাসায় সিক্ত, আর এটিকে আমরা এ কারণে আমাদের সম্মান জ্ঞান করি যে, এমন এক বৃহৎ সংখ্যায় আমরা সর্বশক্তিমান খোদার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করছি।" অতএব, এ জামাতের পুরনো এক সদস্য হিসেবে আমি আপনাদেরকে যখন যে অভিবাদন জানাই, সেটি ভান করে কিংবা কেবলই প্রথা মোতাবেক নয়, বরং তা নিয়ন্ত্রণহীন এক আবেগের কারণেই, যা সর্বশক্তিমান খোদার আশীর্বাদ দর্শনে হৃদয়ে জাগ্রত হয়। অতএব, আমি আরো একবার বলি– 'আহলাওঁ ওয়া সাহালাওঁ ওয়া মারহাবা'– সর্বশক্তিমান খোদা আপনাদের এ সফরটিকে সব দিক দিয়েই ফলপ্রসূ ও আশীর্বাদ মন্ডিত করুন" [হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.), আল হাকাম, ৭ মার্চ, ১৯১৯]।

জলসায় যোগদানকারীদের জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর ৯টি দোয়াঃ

ঐশী আশিসমন্ডিত এ জলসায়

যোগদানের জন্য যারা ভ্রমণ করবেন, তাদের জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) নিম্নোক্ত দোয়া করেছেন:-

(১) সর্বশক্তিমান খোদা তাদের সাথী হোন, (২) তিনি (আল্লাহ্) তাদেরকে পুরস্কৃত করুন, (৩) তিনি তাদের ওপর কৃপা বর্ষণ করুন, (৪) তিনি তাদের সব অসুবিধা দূর করুন এবং তাদের ভার লাঘব করুন, (৫) তিনি (আল্লাহ্) তাদের ভয়-ভীতি দূর করুন; (৬) তিনি (আল্লাহ্) তাদেরকে প্রত্যেক দুঃখ-কষ্ট থেকে রেহাই দিন, (৭) তিনি (আল্লাহ্) তাদের ইচ্ছাসমূহ পুরণের সব রাস্তা খুলে দিন, (৮) বিচার দিবসে তিনি (আল্লাহ্) তাদেরকে তাঁর এমন সব দাসের সাথে উত্থিত করুন, যাদেরকে তিনি আশীর্বাদমন্ডিত করেছেন এবং যাদের প্রতি তিনি করুণা করেছেন, (৯) তাদের অনুপস্থিতিতে তিনিই (আল্লাহ্) তাদের খলীফা হোন, যতক্ষণ না তাদের ভ্রমণ শেষ হয়; হে প্রভু! হে গৌরবময় সেই সত্তা, যিনি দান করে থাকেন, যিনি দয়ালু; সকল অসুবিধা তুমিই দূর করো, এসব দোয়া তুমি গ্রহণ করো, আমীন [আল হাকাম, ৪ মার্চ, ১৯১৯ সন]।

দ্বিতীয় খিলাফত কালের প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত জলসা সমূহের প্রতি এক ঝলক:

১৯১৮ সনের জলসা সালানার পর জলসার রিপোর্ট ও কার্যবিবরণী আল-হাকাম-এর প্রকাশিত সংখ্যাগুলোয় বিধৃত হয়। তাতে বিশেষ এক প্রবন্ধে জামা'ত যে দ্রুত উন্নতি করে চলছে, বিশেষ করে জলসার ব্যবস্থাপনা যে উন্নত হচ্ছে, সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। তাতে উল্লেখ করা হয় যে, "দ্বিতীয় খিলাফতের আবির্ভাবটি এমন এক সময়ে সংঘটিত হয়, যেটি ছিল কেবল পরীক্ষা আর দারুন ক্লেশের সময়। কারো চলার পথে প্রতিবন্ধকতা আর কাঠিন্য যত বেশী থাকে, তার সফলতার যশ ও জাঁকজমক হয় ততটাই খ্যাতিমান। খলিফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.) এর তিরোধানের অব্যবহিত পরেই জামাতের ভিতরে যে বিবাদ উত্থিত হয়, তা দেখে হৃদয় প্রকম্পিত হয়। কিন্তু এসব পরীক্ষা আর ক্লেশে নিপতিত খাঁটি ও সঠিক ভাবে পরিচালিত খিলাফতের স্বপক্ষেই সর্বশক্তিমান খোদা তাঁর রায় প্রদান করেন, যাতে এটি সমৃদ্ধি লাভ করে এবং এর ভয়-ভীতির অবস্থা শান্তিতে পরিবর্তিত হওয়াটি যেন পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পায় আর যাতে এটিও পরিষ্কার হয় যে, আল্লাহ্-ই হচ্ছেন একমাত্র সেই সত্তা, যিনি খলীফা নিয়োগ করেন। দ্বিতীয় খিলাফতকালে প্রথম জলসা সালানাটি অনুষ্ঠিত হয় ডিসেম্বর, ১৯১৪ সনে। সেই একই সময়ে পরীক্ষাস্বরূপ যা শুরু হয়, সেটি হয়েছিল ১৩ মার্চ, ১৯১৪ সনে। এভাবে এটিই ছিল সেই প্রথম জলসা, যেটি, পরীক্ষাটি শুরুর ৯ মাস পর অনুষ্ঠিত হয়, অথচ এর পাশাপাশি আরেক জলসাও অনুষ্ঠিত হয় লাহোরে, আর তাতে লোক সমাগমের সম্ভাব্য সার্বিক প্রচেষ্টাই চালানো হয়।

এরপর ১৯১৪ সনে জামাতের সদস্যগণকে অবিরত ভাবেই কাদিয়ান পরিদর্শন করতে হয়। অধিকাংশ লোকই ১৯১৪ সনের শুরুতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.) কে তার অসুস্থাবস্থায় অবিরত ভাবেই দেখতে যেতেন, কিন্তু ১৯১৪ সনের মার্চ মাসে তার ওফাতের সময় বিরাট সংখ্যক লোক কাদিয়ানে একত্রিত হয়। পরবর্তীতে এপ্রিল, ১৯১৪ সনে খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) যখন 'মনসব-ই খিলাফত' (খিলাফতের মর্যাদা) নামে জামাতের সংগঠনের জন্য সহায়ক এক বক্তৃতা প্রদান করলেন, তখন জামাতের বিশাল এক জনসংখ্যা একত্রিত হয়। এরপর তৃতীয়বারও মানুষ জলসা সালানায় একত্রিত হয়েছে। যাহোক, সর্বশক্তিমান খোদা তাঁর সমর্থনের হাত দ্বারা তাদেরকেই সহায়তা দান করলেন, যাদের সাথে তিনি ছিলেন। এভাবে সর্বশক্তিমান খোদার তরফ থেকে আগত এ ওহীর স্বচ্ছ প্রমাণটি দৃশ্যমান হোল, যেটি ছিল এই বিভাজন কালে উদ্ধার প্রাপ্তির এক প্রকাশ। **"খোদা রয়েছেন দু'টি দলের মধ্যে একটি দলের সাথে"**।

প্রথম জলসা সালানার পূর্বেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধটি শুরু হয়, আর এটিই ছিল বিশ্বব্যাপী ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার এক মাধ্যম। জামাত থেকে যারা নিজেদেরকে আলাদা করে ফেলেছিল, তাদের কঠোর বিরোধিতার পাশাপাশি আমাদেরকে চলমান দুর্ভিক্ষ, মুদ্রাস্ফীতি, অর্থনৈতিক দুর্ভোগ আর বায়ুমন্ডলীয় দূষণের শিকার হতে হয়েছিল, যা যুদ্ধের কারণেই ঘটেছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও কাদিয়ানের পবিত্র ভূমিতে যারা জড়ো হচ্ছিল, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চললো, আর প্রতিটি জলসা-ই পূববর্তী বছরের তুলনায় যশ ও শক্তিতে বৃহত্তর হয়ে চললো"।

"এ জলসার অনুপম এক বৈশিষ্ট ছিল এই যে, মহিলারাও এক বিশাল সংখ্যায় এতে যোগদান করে, যে কারণে এ উপলক্ষ্যে তাদের সম্মেলনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করতে হয়। মহিলাদের জলসাগাহ্‌টির স্থান সাধারণত: হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেবের বাড়ীতেই দেয়া হোত। যাহোক, এ উপলক্ষ্যে সেই স্থানটিও অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হয় এবং তাদের জলসাটি মসজিদে আকসায় অনুষ্ঠিত হয়, যার মধ্যে সম্মানিত মৌলভী গোলাম রসূল রাজেকী সাহেব, সম্মানিত হাফেজ রৌশন আলী সাহেব, সম্মানিত মৌলভী গোলাম রসূল উজিরাবাদী সাহেব এবং মৌলভী মুহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেবের বক্তৃতা সমূহ ছাড়াও হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)ও সেখানে বক্তৃতা প্রদান করেন। জামাতের কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য মহিলারা বড় আকারের একটি চাঁদা প্রদান করে। 'মহিলাদের জন্য এ জলসায় যোগদান করা জরুরী, কারণ একটি শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা মায়েদের সাহচর্যেই হয়ে থাকে। জামাতের মহিলাদেরকে যদি আমরা এ জামাতের উদ্দেশ্য ও মাহাত্ম্যের সাথে পরিচিত করতে পারি, তবে এটি

হবে এক বিশাল প্রাপ্তি, আর আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মরা তাদ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হবে। প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর দাবীর প্রাথমিক পর্যায়ে এমন একটি সময় ছিল, যখন খুব স্বল্পসংখ্যক মানুষই কাদিয়ান দেখতে আসতো।

বস্তুত। সেসব দিনে, এমনকি এর আগেও প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর দর্শনার্থীদের ঘন ঘন আগমনের শুভসংবাদ দান করা হয়েছিল এবং এসব লোকের সাথে সাক্ষাতের ক্ষেত্রে ক্লান্ত হতে বারণ করা হয়েছিল। আর এর পরের ইলহামটিতে (আরবী ভাষায়) হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ওপর ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, "লোকেরা দেখতে আসবে–আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবদের থেকে তুমি তোমার মুখ ফিরিয়ে নিবে না আর লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করার ক্ষেত্রে ক্লান্ত হবে না"। এ ভবিষ্যদ্বাণীর যে বিশালতা, তা দিন দিনই বাড়তে থাকে আর তখনকার দিনে এমন এক সংখ্যায় মানুষ স্থানটি পরিদর্শনে আসতো যে, সাক্ষাতের পদ্ধতিটিকে বিশেষ এক ব্যবস্থাপনার অধীনে প্রদান করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অতএব, সাক্ষাতের এ পদ্ধতিটি চিঠিপত্র বিভাগের আওতায় নেয়া হয়" (আল-হাকাম, ২১-২৮ মার্চ, ১৯১৯)।

আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব প্রকাশমূলক তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ এক বক্তৃতা (ইরফান-ই-ইলাহী):

এ জলসার দ্বিতীয় দিনে (১৭ মার্চ, ১৯১৯) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এক বক্তৃতা প্রদান করেন, পরবর্তীতে যেটি 'ইরফানে-ই-ইলাহী' নামে এক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই বক্তৃতাটির গুরুত্ব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) নিম্নবর্ণিত শব্দগুচ্ছের মাধ্যমে বর্ণনা করেন : "বিষয়বস্তুটিই ছিল খুবই কঠিন, আর শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন নিরক্ষর কৃষক থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গও। অধিকন্তু, কেবল আহমদীরাই নয়, বরং উপস্থিত বিশাল সংখ্যার অ-আহমদী যুবকরাও এই খলীফার শিক্ষাগত দক্ষতার কথা শ্রবণ করে এবং এ জামাতের সদর দপ্তরের অসাধারণ আধ্যাত্মিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা শুনে বিচলিত হয়ে পড়ে (সোয়ানেহ্ ফযলে ওমর, খন্ড-২, পৃ: ২৩৫-২৩৬)। দি হিন্দু নিউজ পেপার, পারকাশ-এ জলসা সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত মত প্রকাশ করে: "এ জলসার প্রতি বিশেষভাবে প্রলুব্ধ হবার একটি কারণ হোল মির্যা মাহমুদ আহমদ সাহেবের বক্তৃতাটি। আহমদী বন্ধুদের ঈমান ও ধৈর্যের প্রশংসা এজন্যে আমাদের করা উচিত যে, মির্যা সাহেবের বক্তৃতা ৫ ঘন্টা ধরে চলে আর তারা তা শুনতে থাকে। জলসার সফলতার কারণে আমরা আমাদের আহমদী ভাইদেরকে অভিনন্দন জানাই" (আল-হাকাম, ৭ এপ্রিল, ১৯১৯)।

১৯১৮ সনে এ জলসাটি যদিও বাতিল করতে হয়, আর যদিও সংক্ষিপ্ত এক সময়ের মধ্যে জলসার ব্যবস্থা গ্রহণের কাজ সম্পন্ন করতে হয়, তথাপি ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টিপাত করলে এটা দৃশ্যমান হয় যে, প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এ জামাতটি এর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক উন্নতি করে চলছে। অধিকন্তু, এ জলসাটি শেষ হবার পর মাত্র কয়েকটি মাস যেতে না যেতেই ১৯১৯ সনের জলসার প্রস্তুতি নেয়া শুরু হয় আর এভাবে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আমাদের উন্নতি কখনো থেমে থাকে না।

তথ্যসূত্র: **আল হাকাম আর্কাইভ**

"আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিক-নির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার প্রকাশক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর,
মাহবুব হোসেন, প্রকাশক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

আমি কিভাবে আহমদী হলাম

মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

(কিস্তি-২৮)

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) এর খেদমতে পুরান মসজিদ শহীদ করে নতুন মসজিদ নির্মাণের অনুমতি চাওয়া হলে হুযুর বললেন, ৬৩ লক্ষ টাকার প্রজেক্ট ৩ লক্ষ টাকা হাতে নিয়ে আরম্ভ করা যায় না। এই পয়গাম পাওয়ার পর আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের আমীর সাহেব হুযুর (রাহে.) এর সমীপে লিখলেন, তিন লক্ষ টাকা মসজিদ ফান্ডে জমা আছে, হুযুরের অনুমোদন পেলে আমরা জামাতকে মসজিদ ফান্ডে টাকা দিতে আহবান জানাব। তখন আরো টাকা আসবে ইনশাআল্লাহ। দশ লক্ষ জমা হলে তারপর আমরা কাজ আরম্ভ করব। হুযুর দোয়া করবেন।

হুযুর (রাহে.) এর অনুমোদন পাওয়ার পর সঠিক অর্থে কাজ শুরু হল। মজলিসে আমেলার মিটিং-এ বিস্তারিত আলোচনার পর তহবিল সংগ্রহ কমিটি বানানো হলো। তারা সকলের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করবেন। তহবিল সংগ্রহ কমিটি নিম্নরুপ:

১. ডা. আসাদুজ্জামান সাহেব- চেয়ারম্যান।

২. জনাব সিদ্দিক রহিম সাহেব- মেম্বার।

৩. জনাব মনসুর আহমদ সাহেব- কায়েদ, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া।

৪. জনাব মোরশেদ আলম সাহেব- হিসাব রক্ষক।

এবার সবচেয়ে কঠিন কাজের দায়িত্ব আমার উপর চাপানো হল। মসজিদে জুমু'আর নামাযে ঘোষণা দিতে হবে যে, আপনারা মসজিদ ফান্ডে টাকা জমা দিতে আরম্ভ করেন। শীঘ্রই কাজ আরম্ভ হতে যাচ্ছে।আমি বারবার বললাম, এটি আমীর সাহেবের কর্তব্য। কিন্তু সবাই চাপ দিলেন যে, এ কাজ আমাকেই করতে হবে।

আমি এ কাজ করতে ভয় পাচ্ছিলাম। কারণ অনেক সময় কাজ শুরু হয়েও বন্ধ হয় যায়। যেমন ১৯৮১ সনে মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর রাখা হয়েছে, কিন্তু কাজ আরম্ভ হয় নি, ইতোমধ্যে কয়েকজন বড় ব্যবসায়ীর ব্যবসায় ধ্বস নেমে গেছে। খুলনাতেও এমন হয়েছিল। এখনএখানেও একই অবস্থা। আগে বড় কয়েকজন ব্যবসায়ীর ব্যবসা ভাল চলছিল, এখন তাদের ব্যবসা নেই। আর এখন কাজ আরম্ভ হচ্ছে।

কাজ আরম্ভ হবার পরও সমস্যা হতে পারে। কোন সমস্যা হলে সবাই আমাকে দোষ দিবে। এখানে বড় সমস্যা এই যে, একটি ভাল মসজিদ আছে। কাজ চলছে। এখন এ মসজিদ ভেঙ্গে কোথাও অস্থায়ী নামাযের স্থান করতে হবে। তারপর পুরান মসজিদের স্থানে নতুন মসজিদ আরম্ভ করতে হবে। এটি কেবল চট্টগ্রাম শহরের কেন্দ্র নয় বরং চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। আল্লাহ না করুন, বর্তমান মসজিদ শহীদ করার পর নতুন মসজিদের একতলা ঘর নির্মাণ সম্পূর্ণ হবার পূর্বে যদি কোন সমস্যা সৃষ্টি হয়ে যায়-তখন কী হবে? সবাই ভয় পাচ্ছিলেন।

টাকা কোথা থেকে আসবে এটি একটি বড় প্রশ্ন। কিন্তু মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব সাহসী ছিলেন। তিনি পুরান মসজিদ শহীদ করে কাজ আরম্ভ করতে সাহস জোগালেন যে, কাজ আরম্ভ হলে কাজ থেমে থাকবে না। আল্লাহ সাহায্য করবেন।

ঘোষণা করার দিন এসে গেল। শুক্রবারে এলান বা ঘোষণা দিতে হবে। বৃহঃস্পতিবার এসে গেল আমি সাহস পাচ্ছিলাম না। অবশেষে শুক্রবার ভোরে স্বপ্ন দেখলাম। তারপর মন পরিষ্কার হয়ে গেল। সাহস পেলাম। এটি আল্লাহ্‌র কাজ। আমাদের কারোরই অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। একান্তই জামাতের বৃহত্তর স্বার্থে এ কাজ আরম্ভ করতে হবে।

আল্লাহর নাম নিয়ে খুৎবার শেষ অংশে বললাম যে, আপনাদের বিরাট ধৈর্য্য ও সাহস দেখাতে হবে। জুমু'আর পর ওয়াদা লেখাতে ও টাকা দিতে আরম্ভ করুন। একবার ওয়াদা করে একবারে পুরো পরিশোধ নয়। এখন সাধ্যমত ওয়াদা করুন। তারপর পরিশোধ করুন। তারপর আবার ওয়াদা করুন আবার পরিশোধ করুন। যতদিন কাজ শেষ না হবে ধৈর্য্যের সাথে কুরবানী করে যেতে হবে।

মসজিদ বায়তুল বাসেত এর কন্সস্ট্রাকশন
বাঁ থেকে এস. এ. নিযামী (তৎকালীন আমীর– চট্টগ্রাম), লেখক,
মোবারক হোসেন এবং মির্যা মোহাম্মদ আলী

আজকের পর কেউ এ পরিকল্পনার বিপরীত কোন কথা বলবেন না। সবাই ঐক্যবদ্ধ, দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকতে হবে। দোয়া করে যেতে হবে।

শেষে বললাম, ব্যক্তিগতভাবে আমার কোন টাকা-পয়সা নাই। সম্পত্তিও নাই। আমি আমার স্ত্রীর একটি সোনার হার যা 'হক মোহর' বা দেনমোহর হিসেবে দিয়েছিলাম,আমার পরিবারের পক্ষ থেকে মসজিদ ফান্ডে দিলাম। আমার কথায় আবেগ ছিল, আবেদন ছিল। মনে হল, মসজিদের সবার মনে গভীর দাগ কেটেছে। আল্লাহর কৃপায় সবাই মুক্ত হস্তে মসজিদ ফান্ডে দান করতে শুরু করলেন। আলহামদুলিল্লাহ।

আমার স্মরণ আছে, একজন বয়স্ক সম্মানিত বুযুর্গ যার ব্যবসা ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছেন, এখন কোনমতে কিছু আয়-উপার্জন করেন, একদিন আমাকে বললেন, আমি কী করতে পারি? আমার তো ওয়াদা করতে সাহস হয় না। আমি বললাম, আপনি ওয়াদা না করেন। প্রত্যেক জুমু'আর নামাযে আসার সময় ১০০-২০০ টাকা যা পারেন নিয়ে আসবেন। মসজিদ ফান্ডে দিয়ে যাবেন।

খোদা সাক্ষী-এটি কোন একজন বা কয়েকজন ধনী ব্যক্তির দানের মসজিদ নয়। এটি প্রত্যেক আহমদীর আল্লাহ্‌র ভালবাসায় সিক্ত হয়ে আন্তরিকতাপূর্ণ কুরবানীর মসজিদ। এর সাথে একটি অলৌকিক অদৃশ্য সাহায্যের হাত দেখা গেল। কোন ব্যক্তি আব্দুস সালাম নামে নিজের আসল নাম গোপন রেখে ৩ লক্ষ টাকার ব্যাংক ড্রাফট আমাদের মসজিদ ফান্ডের জন্য রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে পাঠালেন। এতে করে সাড়ে ৮ লক্ষ টাকা ক্যাশ হয়ে গেল। আরো নিশ্চিত হওয়া গেল যে, শীঘ্রই আরো প্রায় ৪ লক্ষ টাকা এসে যাবে। ঐ তিন লক্ষ টাকার ড্রাফট কে পাঠিয়েছিলেন তা আজও জানা যায় নি।

ন্যাশনাল আমীর সাহেবের অনুমোদন নিয়ে এবং হুযুরের দোয়া নিয়ে ১১ই ডিসেম্বর ১৯৯৩ আমরা পুরাতন মসজিদ শহীদ করে দিলাম।

পূর্ব সিদ্ধান্ত মতে ব্যবস্থা নেয়া হল। সৈয়দ খাজা আহমদ সাহেবের বড় ছেলে সৈয়দ ইব্রাহিম সোলেমান সাহেবের বাড়ির সামনে উঠানে শামিয়ানা টাঙিয়ে জুমু'আর নামাযের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল।এখানে প্রায় একবছর আমরা জুমআর নামায পড়েছি। এম.টি.এ. দেখার ব্যবস্থাও এখানেই করা হয়েছিল। আল্লাহ্‌তা'লা তাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।

নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয়েছিল ১৯৯৪ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে। কারণ এ সময় সাধারণত: বৃষ্টি হয়না। কাজ আরম্ভের পরে একের পর এক সমস্যা আর কষ্টদায়ক ঘটনা ঘটতে থাকল। যেমন ভিত্তি রাখতে মাটি কেটে প্রায় ৬/৭ ফুট গর্ত করতে হয়েছিল।গর্ত করা হয়ে গেলে কয়েকদিন প্রবল বৃষ্টি হয়ে আমাদের গর্ত ভরে গেল। অনেক কষ্টে গর্তের পানি নিষ্কাশন করে নির্মাণ কাজ আরম্ভ করতে হয়েছিল। এভাবে বাস্তবে নির্মাণ কাজ ২৯ এপ্রিল ১৯৯৪আরম্ভ হয়েছিল।

সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দিল এই যে, soil test-এ আমাদের জমির নিচের মাটি খুব নরম পাওয়া গেল। ফলে ভিত্তি রাখতেই বিপুল পরিমাণ টাকা খরচ হয়ে গেল। এভাবে একটার পর একটা সমস্যা দেখা দিতে থাকল। অনেক পরিশ্রম করে সে সব সমস্যা দূর করতে হচ্ছিল।

আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে সমস্যা দূরীভূত হতে থাকল। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) আমাদের জন্য দোয়া করে যাচ্ছিলেন। অবশেষে আল্লাহ্‌র রহমতে ১৯৯৫ এর শেষে একতলা পর্যন্ত নির্মাণ সম্পন্ন হয়ে গেল।

চৌধুরী মোবারক মোসলেহ উদ্দীন (মরহুম) সাহেব, উকিলুল মাল (সানী) তাহরীকে জাদীদ রাবওয়াহ, সে সময় চট্টগ্রামে এসেছিলেন। আমাদের আবেদনে তিনি ১২ জানুয়ারী ১৯৯৬, শুক্রবার, জুমআর নামায নতুন মসজিদে পড়িয়ে আমাদের মসজিদের উদ্বোধন করেছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ্‌।

(চলবে)

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মন্ডল

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর–৯২)

'ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ' হিসেবে দাবীকারকের সত্যতার প্রমাণ (১২)

বিরোধিতার পর সত্যানুসন্ধানের মাধ্যমে 'বয়আত' (অর্থাৎ দীক্ষা-গ্রহণ)

বিরুদ্ধবাদী আলেমদের মধ্যে অনেকেই প্রকৃত সত্যের সন্ধান পেয়ে মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী 'বয়আত' গ্রহণ করেছেন– এইরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিচে উল্লেখ করা হলো।

(ক) 'যেদিকে কুরআন শরীফ সেদিকে আমি...'

লুধিয়ানা জিলার বাহাসের পর মৌলবী নিযামুদ্দিন সাহেবের বয়আতঃ

মৌলবী নিযামুদ্দিন সাহেব একজন কুরআন-ভক্ত মৌলবী ছিলেন। তিনি ২/৪ জন লোক সঙ্গে নিয়ে আহমদীয়া জামাতের কট্টর বিরুদ্ধবাদী আলেম মৌলবী মোহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী সাহেবকে বললেন: "কুরআন মজীদে কি হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালামের জীবিত থাকার সম্বন্ধে কোন আয়াত নেই?" মৌলবী সাহেব বললেন: "হ্যাঁ, বিশটি আয়াত কুরআন মজীদে বিদ্যমান আছে।' মৌলবী সাহেবের এই জবাব শুনে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে মৌলবী নিযামুদ্দিন সাহেব বললেন: 'মীর্যা সাহেব, আপনার কাছে হযরত মসীহের মৃত্যুর দলিল আছে কি ? হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকা সম্বন্ধে "যদি কুরআন মজীদ থেকে বিশটি আয়াত বের করে দেখাতে পারি, তবে?" হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বললেন: "মৌলবী সাহেব, আপনি একটি আয়াতই নিয়ে আসুন। আমার জন্য এটাই যথেষ্ট।" মৌলবী নিযামুদ্দিন সাহেব বললেন: "দেখবেন, ঠিক থাকবেন। আমি বিশটি আয়াত নিয়ে আসছি।"

এই বলে মৌলবী নিযামুদ্দিন সাহেব কাল বিলম্ব না করে মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব বাটালবীর কাছে গিয়ে বললেন: "মৌলবী সাহেব, আমি মির্যা সাহেব থেকে স্বীকৃতি নিয়ে এসেছি। আমি তাঁকে বলেছিলাম যে, আমি "বিশটি আয়াত" বের করে নিয়ে আসছি। কিন্তু তিনি কেবল এতটুকুই বললেন যে, শুধু একটি আয়াতই যেন নিয়ে উপস্থিত করি। এখন আপনি মসীহ জীবিত থাকা সম্বন্ধে আয়াতগুলো বের করে দিন। আমি এখনই মির্যা সাহেবের কাছে গিয়ে তাকে তওবা করিয়ে আসব।" শ্রোতাগণ মৌলবী সাহেবের এই সাফল্যের কথা শুনে বড়ই প্রীত হলেন। কিন্তু মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন: "তুই মির্যাকে পরাজিত করে আসিস নাই। আমাদের লজ্জিত করেছিস। কুরআন শরীফে মসীহ জীবিত থাকা সম্বন্ধে কোন আয়াত থাকলে, আমি কবেই উপস্থিত করতাম। কুরআন শরীফ তো মির্যার দাবিকে 'তাজা' করে।" মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন-এর এই কথাগুলো শুনে নিযামুদ্দিন সাহেবের চোখ খুলে গেল। তিনি বললেন: "কুরআন শরীফ তোমার সঙ্গে নেই। তবে এত বড় দাবি করেছিলে কেন? এখন আমি কোন মুখে মির্যা সাহেবের কাছে যাব ? যদি কুরআন শরীফ তোমাকে সঙ্গ না দেয়, বরং মির্যা সাহেবের সাথী এবং তাঁর সহায়তা করে, তবে আমি তোমার সাথী হয়ে থাকতে পারি না। এমতাবস্থায়, আমি মির্যার সঙ্গী হব। এটা পার্থিব বিষয় নয়। ধর্মের ব্যাপার। যে দিকে কুরআন শরীফ, সে দিকে আমি।"

অবশেষে, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর খেদমতে মৌলবী নিযামুদ্দীন সাহেব হাজির হয়ে লজ্জাবনত মস্তকে বসে থাকলেন। হযরত আকদাস মসীহ ও মাহদী (আ.) বললেন: "বলুন, বিশ, উনিশ, দশ, পাঁচ, দুই, চার বা একটি আয়াত উপস্থিত করুন।" মৌলবী সাহেব প্রথমে চুপ থাকলেন। তারপর পূর্বের ব্যাপার বিবৃত করে বললেন : "এখন যেদিকে কুরআন শরীফ, সেদিকে আমি।" এই বলে হুযুরের কাছে বয়আত গ্রহণ করলেন। তার বয়আত গ্রহণে মৌলবীদের মধ্যে তীব্র আকারে শোরগোল উপস্থিত হল। ('তাযকিরাতুল-মাহদী', পীর সিরাজুল হক সাহেব নু'মানী প্রণীত এবং 'হায়াতে তাইয়েবা' পুস্তক থেকে সংক্ষেপে উৎকলিত, পৃ. ১১৬)।

(খ) মৌলবী গোলাম নবী সাহেব খেশোবী-এর বয়আত গ্রহণ: "আমি সত্য দেখেছি, সত্য পেয়েছি...। রসুল করীম মুহাম্মদ (সা.)-এর নির্দেশে 'সালাম' জানাচ্ছি...।

মৌলবী গোলাম নবী সাহেব খেশোবী একজন মুত্তাকী ও পরহেজগার ব্যক্তি এবং

একজন বড় আলেম ছিলেন। এই সময়ে তিনি লুধিয়ানা আগমন করেন। লুধিয়ানার মুবাহাসা বশতঃ বিরোধিতা তুমুল আকার ধারণ করেছিল এবং বিরোধিতার ময়দানে তিনিও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হয়ে পড়লেন। তাঁর আহমদীয়াত গ্রহণ প্রসঙ্গে হযরত সাহেবজাদা পীর সিরাজুল হক সাহেব নু'মানী (রা.) লিখেছেন (সংক্ষেপিত):

হযরত মসীহ মাওউদ বিরুদ্ধবাদিতায় মৌলবী গোলাম নবী সাহেব কিছু বাকি রাখলেন না। একদিন ঘটনাক্রমে হযরত আকদাস যে মহল্লায় বাস করছিলেন মৌলবী গোলাম নবী সাহেব সেস্থানে ওয়াজ করেন। সেই ওয়াজ শোনার জন্য হাজার হাজার ব্যক্তি সমবেত হয়েছিল। হযরত আকদাস অন্দর মহলে ছিলেন এবং 'ইযালায়ে আওহাম' কিতাব প্রণয়ন করছিলেন। মৌলবী গোলাম নবী সাহেব ওয়াজ করে এবং বিরুদ্ধাচরণে পুরোপুরি জোর দিয়ে প্রস্থান করছিলেন। সঙ্গে এক বিপুল জনতা ও মৌলবী সাহেবগণ ছিলেন। এদিকে হযরত আকদাস অন্তঃপুর থেকে বাহিরের পুরুষালয়ে যাওয়ার জন্য বাহির হওয়া মাত্র মৌলবী সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ হল। হযরত আকদাস নিজেই 'আস সালামু আলাইকুম' বলে মুসাফাহার জন্য হাত প্রসারিত করলেন। মৌলবী সাহেব 'ওয়াআলাইকুমুসসালাম' বলে করমর্দন করলেন। খোদা জানেন, এই মুসাফাহাতে কি বৈদ্যুতিক আকর্ষণীয় শক্তি ছিল! মৌলবী গোলাম নবী সাহেব এমন আত্মহারা হলেন যে, কোন কথাই বলতে পারলেন না। তিনি সোজা তাঁর হাত হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.)-এর হাতে দিয়ে বৈঠকখানায় আগমন করলেন এবং হযরত আকদাসের সামনে বসে পড়লেন। বাইরে অন্যান্য মৌলবী এবং ওয়াজ শ্রোতাগণ আশ্চার্যান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। এক পর্যায়ে মৌলবী সাহেব প্রশ্ন করলেন: হযরত, আপনি মসীহের মৃত্যুর বিষয় কোথায় পেয়েছেন? হযরত আকদাস: কুরআন শরীফ, হাদিস শরীফ এবং 'উলামায়ে রাব্বানীদের' (ঐশীজ্ঞান প্রাপ্ত আলেমদের) বাক্য থেকে। মৌলবী সাহেব: কুরআন শরীফে মসীহের মৃত্যু সম্বন্ধে কোন আয়াত থাকলে বলুন। হযরত আকদাস: নিন, এই তো কুরআন শরীফ।

এই কথা বলে তিনি কুরআন শরীফের দুই স্থানে কাগজের নিশান করে মৌলবী সাহেবের হাতে সমর্পণ করলেন। একটি স্থানে ছিল 'সুরা আলে ইমরান' তৃতীয় প্যারার তৃতীয়াংশে। দ্বিতীয় স্থানটি ছিল 'সুরা মায়েদার' শেষ রুকু, সপ্তম প্যারা। প্রথম স্থানে ছিল: 'হে ঈসা নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মৃত্যু দিব' এবং দ্বিতীয় স্থানে ছিল: 'যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে, তুমি তাদের পর্যবেক্ষক ছিলে'। মৌলবী সাহেব উভয় স্থানে উভয় আয়াত দর্শনে অবাক হলেন। তারপর বললেন: 'তাদের পুরোপুরি প্রতিফল দিব' বাক্যও তো কুরআন শরীফে আছে। এর অর্থ কি? হযরত আকদাস: আমি যে সব আয়াত উপস্থিত করেছি ওই গুলোর এক অর্থ এবং আপনি যে আয়াত পেশ করেছেন সেটির অন্য অর্থ। কথা হল, এগুলোর এক 'বাব' এবং অপরটির অন্য 'বাব'। একটু চিন্তা করুন। ভাবুন।

মৌলবী সাহেব দুই-চার মিনিট মনোনিবেশ করবার পর বললেন: ক্ষমা করুন। আমারই ভুল। আপনি যা বলেছেন, তা সত্য। কুরআন শরীফ আপনার সাথে আছে।

হযরত আকদাস বললেন: কুরআন মজীদ আমার সঙ্গে আছে। আপনি কার সঙ্গে আছেন?

মৌলবী সাহেবের কান্না এসে গেলো। নিবেদন করলেন: এই অপরাধী, গুণাহ্‌গারও হুযূরের সঙ্গে। অতঃপর মৌলবী সাহেব অত্যন্ত আদবের সাথে বসে থাকলেন। যখন দেরি হতে লাগল, তখন বাইরের অপেক্ষমান লোকেরা ফরিয়াদ শুরু করল। যখন অনেকক্ষণ হয়ে গেলো, তখন তারা অধিক চিৎকার শুরু করল। মৌলবী সাহেব বলে পাঠালেন: তোমরা যাও, আমি সত্য দেখেছি, সত্য পেয়েছি। যদি তোমরা চাও এবং তোমাদের ঈমান সালামত রাখার ইচ্ছা থাকে, তবে আস, অনুতাপ কর এবং এই ইমামকে গ্রহণ কর। আমি এই সত্য ইমাম থেকে কিভাবে বিচ্ছিন্ন হতে পারি? ইনি আল্লাহর প্রতিশ্রুত এবং আঁ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতিশ্রুত ব্যক্তি যাঁকে তিনি 'সালাম' পাঠিয়েছেন।

সেই হাদিসটি হলো: "মান আদরাকা মিনকুম ঈসাবনু মারিয়ামা ফাল ইয়াকরা উহু মিন্নিস সালাম।" অর্থাৎ– "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঈসা ইবনে মরিয়মের সাক্ষাত লাভ করে, সে যেন আমার পক্ষ থেকে তাঁকে সালাম দেয়।"

"মৌলবী সাহেব এই হাদিস পাঠের পর হযরত আকদাসের প্রতি মনোনিবেশ করলেন এবং তাঁর সামনে এই হাদিস আবার উচ্চঃস্বরে পাঠ করে নিবেদন করলেন: আমি এখন আঁ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদেশ অনুসারে তাঁর 'সালাম' জানাচ্ছি এবং আমিও আমার পক্ষ থেকে 'সালাম' বলছি। হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ আলায়হিস সালাম তখন এক প্রকার আশ্চর্যজনক কণ্ঠে 'ও-আলাইকুমুস সালাম' বললেন। মৌলবী সাহেব জবেহ করা মোরগের মত ছটফট করতে লাগলেন। তখন হযরত আকদাসের চেহারা মুবারকও ভিন্ন রূপ ধারণ করল। আমি (ঘটনা বর্ণনাকারী) তা ভাষায় বর্ণনা করতে পারি না। উপস্থিত শ্রোতাগণেরও এক আশ্চর্য সুখময় অবস্থা হল।

অতঃপর, মৌলবী সাহেব বললেন: আউলিয়া কেরাম এবং উম্মতের আলেমগণ সালাম পাঠিয়েছেন এবং এঁরা অপেক্ষায় থেকে ইহধাম পরিত্যাগ করেছেন। আজ আল্লাহ তা'লার লিখন ও প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে। এই গোলাম নবী তাকে কিভাবে ত্যাগ করবে? ইনি মসীহ মাওউদ। ইনিই ইমাম মাহদী মাওউদ। ইনিই সেই, ইনিই সেই। মুশীয় মসীহ ইবনে মরীয়ম যথাসময়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। কোন সন্দেহ নেই, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি আর আসবেন না। যিনি আসার ছিলেন, তিনি এসেছেন। আমার মত তোমরা এসো যেন নাজাত পাও। যার ফলে আল্লাহ তা'লা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন। এবং রসূল তোমাদের দেখে আনন্দিত হোন।

"মৌলবী সাহেবের এই বার্তা যখন দরজার বাইরে পৌঁছালো, তখন অপেক্ষমাণ মৌলবী-মোল্লা, বিশিষ্ট লোক,

সাধারণ লোক, সবারই মুখ থেকে 'কাফের', 'কাফের', 'কাফের'– উচ্চ কলরব শ্রুত হল। অজস্র গালি বর্ষণ হতে লাগল। শোনা যাচ্ছিল 'মির্যা যাদুকর, তার চর গোলাম নবী"। ('তাযকিরাতুল মাহদী' এবং 'হায়াতে তাইয়েবা' থেকে সংক্ষেপিত)।

(গ) একুশটি প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার পর শেখপুরার বাসিন্দা মৌলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ সাহেবের বয়আত গ্রহণের ঘটনা:

উপরোক্ত মৌলবী সাহেব একজন আহলে হাদীস-পন্থি আলেম ছিলেন। এলাকার অনেক বড়ো নেতা ছিলেন। আহমদীয়া বিরোধী দুই কট্টর-পন্থী নেতা মৌলবী মুহাম্মদ হোসাইন বাটালবী এবং মৌলবী নযীর হোসেন দেহলবী সাহেব তাঁকে আঞ্জুমানে আহলে হাদীসের ডেপুটি কমিশনার নির্বাচন করেছিলেন। গুরুদাসপুর জিলার গোলাম নবী নামক আহলে হাদীস নেতা তাঁকে কাদিয়ানের হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর ইলহাম প্রাপ্তির দাবী সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করতে বলেন। ইতিমধ্যে তিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর লিখিত 'জঙ্গে মুকাদ্দাস' এবং 'আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম' বই দুটি পড়েছিলেন যার ফলে তিনি তাঁর অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন। কিন্তু তারপরেও নতুন ২১টি আপত্তি প্রশ্নাকারে নোট করে নেন এবং ১৯০২ সালে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সাথে বিতর্কের জন্য কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখানে গিয়ে সরাসরি মসজিদে মুবারকে উপস্থিত হন। বা-জামাত নামাযের পর এক পর্যায়ে তিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সংগে তাঁকে প্রথম প্রশ্নটি অর্থাৎ ইলহাম প্রাপ্তির বিষয়ে প্রশ্ন করেন।

দীর্ঘ ভূমিকার পর মৌলবী আব্দুল্লাহ সাহেব একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেন হযরত উম্মে আয়মন-এর বরাতে। এতে বলা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর 'ওহী'-এর ধারা বন্ধ হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় কীভাবে 'ওহী' হতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তরে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন: 'কুনতুম খায়রা উম্মাতুন' আয়াত (৩:১১) অনুযায়ী এই উম্মত কি সর্বোত্তম উম্মত? মৌলবী আব্দুল্লাহ সাহেব: হাঁ, আমি স্বীকার করি। তখন হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো উল্লেখ করেন :

"আওহায়তু ইলাল হাওয়ারিয়্যানা" (৫:১১২) এবং 'আওহাইনা ইলা উম্মী মুসা' (২৮:৮) এবং 'ওয়া আওহা রাব্বুকা ইলান-নাহলী' (১৬:৬৯)।

অতঃপর উপরোক্ত তিনটি আয়াত অনুযায়ী তিনি প্রশ্ন করেন: আপনি কি বিশ্বাস করেন যে মসীহ-এর হাওয়ারীগণ, এবং মুসার মাতার প্রতি ওহী হয়েছে এবং মৌমাছির প্রতি ওহী হয়? (উপরোক্ত আয়াতগুলোতে এরূপ ওহী সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন)।

মৌলবী সাহেব এই কথা শোনার পর বললেন: হ্যাঁ, অবশ্যই হতো এবং হয়।

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন: তবে কি মসীহর হাওয়ারী এবং মূসার উম্মতের মহিলারা এবং নিম্ন প্রজাতির প্রাণীর চেয়েও এ উম্মত নিকৃষ্ট? তাদের প্রতি ওহী হতো অথচ মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত, যারা সর্বোত্তম উম্মত তাদের প্রতি ওহী হবে না?

মৌলভী আব্দুল্লাহ সাহেব বললেন: ঐসব ওহীর ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মাঝেও ওহী হবে এটি কি কোন স্থানে উল্লেখ আছে?

তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন: 'যখন আপনি এটি স্বীকার করেন যে, পূর্ববর্তী উম্মতের উপর ওহী হত, আবার এদিকে আল্লাহ্ তা'লা সূরা ফতিহাতে দোয়া শিখিয়েছেন, "সিরাতাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম" অর্থাৎ, খোদা আমাদের সেসব লোকের পথ প্রদর্শন কর যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ। আর সেই ঈমানও আমাদের দান কর। অতএব, পুরস্কার-প্রাপ্ত সেসব লোকের মাঝে যেহেতু ওহীর পুরস্কার বিদ্যমান ছিল, তাহলে প্রশ্ন হল দোয়ার ফলশ্রুতিতে এই উম্মতের মাঝে কেন ওহী হবে না? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বললেন: দ্বিতীয় কথা হল, পবিত্র কুরআনের আয়াত: যারা বলে, আমাদের প্রভু আল্লাহ্ তা'লা এবং এ দাবীর উপর অবিচল থাকে তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার ফিরিশতা অবতীর্ণ হয় এবং তারা বলে, তোমরা চিন্তিত হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে সেই জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে যার অঙ্গীকার তোমাদের সাথে করা হয়েছে। (সূরা হা মীম আস সাজদা : ৩১)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন: এই আয়াত থেকে প্রমাণিত, ফিরিশতার মাধ্যমে এ উম্মতের মু'মিনীন এবং অবিচল ও দৃঢ়চিত্তদের প্রতি ওহী অবতীর্ণ হওয়া অবধারিত। এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন: তৃতীয় আয়াত হলো: ঈমানদার ও তাকওয়াশীল (অর্থাৎ-'খায়রে উম্মতের) মু'মিনরা এই পার্থিব জীবনেও সুসংবাদ লাভ করবে এবং পরকালেও (সূরা ইউনুস: ৬৪-৬৫)। অতএব, এইরূপ সুসংবাদ ওহী না হলে আর কী হবে? হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ওহী অবতীর্ণ হবার প্রমাণ স্বরূপ আরো অনেক আয়াত উপস্থাপন করেন।

এই ধর্মীয় বাহাস চলাকালে মৌলভী আব্দুল্লাহ সাহেব বলেন: হুযুর এটি ঠিক কথা যে, এই আয়াত সমূহ দ্বারা নুযুলে ওহী (ওহী অবতীর্ণ হওয়া) প্রতীয়মান হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, কুরআনে এই উম্মতের জন্য যেখানে ওহী নাযিল হবার প্রমাণ রয়েছে সেখানে হযরত আম্মাজান (উম্মে আয়মান) এটি কেন বললেন, 'ইনকেতাআতুল ওহী' অর্থাৎ আজ ওহী বন্ধ হয়ে গেছে? তিনি এই আয়াতগুলো সম্পর্কে কী জানতেন না? হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন: মৌলভী সাহেব! বলুন তো, এখানে 'আল ওহীর' উপর 'আল' কেন এসেছে? এই 'আল' ঐ ওহীর প্রতি ইশারা করছে যা হুযূর মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হতো আর হুযুর আম্মাজানকে শুনাতেন। তাই সেই কুরআনী এবং শরীয়তবাহী ওহী যা হুযুর (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হত তা নিশ্চিতভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং হয়ে গেছে। এটি কোথায় লিখা আছে যে, কিয়ামত পর্যন্ত সব ধরণের ওহী বন্ধ? অথচ পবিত্র কুরআনে ওহী অবতীর্ণ হবার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। মৌলভী সাহেব এ কথা শুনে নিরব হয়ে যান, এরপর আর নতুন কোন প্রশ্ন করেন নি।

তিনি একুশটি প্রশ্ন থেকে কেবল একটি প্রশ্নই করেন আর নিশ্চিন্ত হয়ে উঠে চলে যান। তারপর হযরত আকদাস (আ.) একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন, তাতে আশ্চর্যজনকভাবে অজান্তেই সেসব প্রশ্নের উত্তর এসে যায় যা মৌলভী সাহেব নোট করে নিয়ে এসেছিলেন এবং তা তার পকেটস্থই ছিল। এই সাক্ষাতের পূর্বে এ প্রশ্নগুলোর কথা তিনি কারো কাছে উল্লেখও করেননি। মৌলভী সাহেব তখন অবাক হয়ে চিন্তা করেন, এসব কথা এবং প্রশ্নের খবর তাঁকে কে দিল। তিনি বলেন, আমি দেখলাম আমার সকল প্রশ্ন যা আমার পকেটে ছিল তার উত্তরও না চাইতেই মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিয়ে দিয়েছেন। তখন আমি কিছুক্ষণ নিরব থেকে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নিকট নিবেদন করি: হুযূর, আপনার হাত দিন– আমি আপনার হাতে বয়আত করতে চাই। অতএব, তিনি সেই মুহূর্তে আল্লাহতা'লার কৃপায় বয়আত করেন এবং পরবতীতে আর কোন দিন তাঁর হৃদয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা সম্পর্কে কোন ধরণের প্রশ্ন জাগে নি। (জুমুআর খুতবা ১৯/১০/১২ থেকে সংগৃহিত পাক্ষিক আহমদী, ১৫/১১/১২, সংক্ষেপিত)।

(ঘ) "হযরত সাহেবকে দেখে আমার অন্তর সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি একজন স্বর্গীয় মানুষ...। ফলতঃ আমাদের পুরো বংশ বয়আত করি।"

হযরত মিয়াঁ রহীম বখ্‌শ সাহেব বর্ণনা করেন, যেদিন অমৃতসরে আব্দুল হক গযনবীর সাথে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মুবাহালা অনুষ্ঠিত হয় সেদিন আমার পিতাও সেই মুবাহালায় উপস্থিত ছিলেন। আমার পিতা বলতেন, হযরত সাহেব যে সময় দোয়া করছিলেন তখন হযরত মাওলানা নূর উদ্দীন সাহেব জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তিনি এত আকুল হয়ে সকাতর চিত্তে দোয়া করেন যে, তা তার সহ্যের বাহিরে চলে যায়। আর এ কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমার পিতা বলেন, হযরত সাহেব (আ.)-কে দেখে আমার অন্তর সাক্ষ্য দেয়, তিনি এ জগতের মানুষ নন, বরং তিনি একজন স্বর্গীয় মানুষ। আমার পিতা চভিন্ডায় ফিরে এসে স্বীয় গোত্রের লোকদের কাছে পুরো বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সে এক অদ্ভুত জামাত, তারা সবাই ফিরিশতা-তুল্য মানুষ। অতএব আমি, আমার পিতা, চাচা বরং বলা যায় আমাদের পুরো বংশ বয়আত করি।" (উপরোক্ত বরাত দ্রষ্টব্য)

(ঙ) "মির্যা হলেন সেই ব্যক্তি যিনি কখনো মিথ্যা বলেন নাই এবং নিজ দাবীর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সত্যবাদী...।

"পাতিয়ালার সাবেক পুলিশ ইন্সপেক্টর শেখ মোহাম্মদ আফজাল সাহেব বয়আত গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করতঃ বলেন: ১৯০০ইং সালের গ্রীষ্মকাল, ডাক্তার হাশমতুল্লাহ্ সাহেব তখন একজন সেবকসহ বয়আত গ্রহণের উদ্দেশ্যে কাদিয়ান যান। হযরত মির্যা সাহেব মাগরিবের নামাযের জন্য বাড়ির ভেতর থেকে বাহিরে আসেন। তখন যেহেতু কিছুটা অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, তাঁকে বেশ মোটাসোটা মনে হল। শয়তান আমার মনকে বিভ্রান্ত করল, যে মোটা হবে না কেন? (নাউযুবিল্লাহ্! হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সম্বন্ধে তার এমন মনে হয়েছে)। শয়তান তার মনে ভ্রান্ত চিন্তাধারা সৃষ্টি করে যে, মোটা হবে না কেন, মানুষের মাংস তো আর কম খায় না! বাড়ির ভেতর থেকে অনেক মহিলার কথার আওয়াজ এলে মনের মাঝে পুনরায় কুধারণা সৃষ্টি হল, শয়তান বিভ্রান্ত করল, তাঁর চরিত্রেরই বা কী বিশ্বাস আছে? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সম্পর্কে প্রবৃত্তি নতুন নতুন নোংরা ধারণার উন্মেষ ঘটাচ্ছিল।

আমি নামাযে দোয়া করলাম, হে আমার খোদা! এ ব্যক্তি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে তবে যেন আমি এখান থেকে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে না যাই। ব্যথিত হৃদয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। তিনি স্বপ্নে একটি দৃশ্য দেখছেন: রাত দু'টো বা তিনটের দিকে এক ব্যক্তি আমাকে গলা ধরে খাটিয়ার উপর দাঁড় করিয়ে দিল। সেই ব্যক্তি এতো জোরে গলা চেপে ধরেছে যে, আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়। আর সে বলল, তুই জানিস না মির্যা কে? ইনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেন নি এবং নিজ দাবীর ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ সত্যবাদী। সাবধান যদি অন্য কোন বাজে চিন্তা করিস! এরপর সেই ব্যক্তি আমাকে ধাক্কা দিয়ে চৌকিতে ফেলে দিল। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর স্বপ্ন ছিল।

তিনি বলেন, ভীত-ত্রস্ত অবস্থায় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তখন আমার চোখে অশ্রু ছিল। মনকে বললাম, মির্যা সাহেবের সত্যতা সম্বন্ধে এখনো কোন সন্দেহ আছে কি? মন বলল, একদম নেই। সকালে মির্যা সাহেবকে দেখে বুঝলাম, যেন আকাশ হতে কোন ফিরিশ্‌তা নেমে এসেছেন– অথচ তিনি সাধারণ গড়নেরই মানুষ ছিলেন। তাঁর আচার-ব্যবহারে প্রাণ উজাড় করতে ইচ্ছে করছিল। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) যখন সামনে আসতেন তখন মনে হতো যেন হুযুর প্রেমাস্পদ আর এই অধম প্রেমিক। আমি প্রসন্ন চিত্তে বয়আত করি। খোদাতা'লা আমাকে শয়তানের খপ্পর থেকে মুক্ত করে এক প্রকার বলপূর্বক মসীহ্‌র দ্বারে এনে দাঁড় করিয়েছেন। নতুবা আমি তো প্রায় পথ হারিয়েই বসেছিলাম। জুমুআর দিন গিয়ে হযরত সাহেবের হাতে বয়আত করি।" (উপরোক্ত বরাত দ্রষ্টব্য)।

(চ) "আমি হানাফী ছিলাম পরে ওয়াহাবী হয়ে গেলাম, কিন্তু শান্তি পাচ্ছিলাম না..."

মিয়াঁ গোলাম আহমদ বাফানদা সাহেব বর্ণনা করেন, আমি হানাফী ছিলাম পরে ওয়াহাবী হয়ে গেলাম, কিন্তু শান্তি পাচ্ছিলাম না। মনে এই বাসনাই ছিল, আল্লাহ তা'লা হযরত ইমাম মাহদীকে আবির্ভূত করলে আমি তার আধ্যাত্মিক সৈন্য দলের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবো। একবার আমাকে স্বপ্নে হযরত আকদাস মির্যা সাহেবের পবিত্র চেহারা দেখানো হয়। আমি কাদিয়ান গেলে তাঁর চেহারা হুবহু তেমনই (স্বপ্নে দেখা চেহারার মত) দেখতে পেলাম এবং বয়আত করে নিলাম।

(বয়আত গ্রহণের এরূপ আরো কতকগুলো ঘটনা সম্পর্কে জানার জন্য হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তক 'হাকীকাতুল ওহী' এবং হযরত খলিফাতুল মসীহ খামেস (আই.) প্রদত্ত ১৯/১০/১২ তারিখের খুতবার অনুবাদ-পাক্ষিক আহমদী, ১৫/১১/২০১২ দ্রষ্টব্য)।

[চলবে]

‘মুহাম্মদ’ নাম ও শব্দের গৌরব গাঁথা

কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম লাভের পূর্ব পর্যন্ত ‘মুহাম্মদ’ শব্দটি পৃথিবীতে ততটা বিখ্যাত ছিল না জন্মের পর মুহাম্মদ (সা.)-এর দাদা তাঁর এই নাম রেখেছিলেন। তিনি নিজেও জানতেন না যে এ মুহাম্মদ শব্দের অন্তরালে কি গুণ গৌরব কিংবা কি মাহাত্ম্য নিহিত রয়েছে। মুহাম্মদ অর্থাৎ তিনি স্বয়ং প্রশংসিত। প্রশংসিত তিনি সাধারণ সকল মানুষের দ্বারা। আগত সকল নবীগণের দ্বারা। ফেরেশ্‌তাগণের দ্বারা এমনকি স্বয়ং স্রষ্টার দ্বারাও। ফলে তিনি হলেন “খাতামান নাবীঈন” নবীগণের মোহর।

মুহাম্মদ অর্থাৎ তিনি প্রশংসিত আর তা একারণেই যে, তাঁর এমন কোন কথা বা কাজ নেই যা কিনা প্রশংসার্হ নহে। এমন কোন আদেশ কিংবা নিষেধ উপদেশ নেই যা কিনা প্রশংসার দাবী রাখে না। মুহাম্মদ এমন মহামহিমান্বিত এক সত্ত্বা যাঁর তুল্য পৃথিবীতে আর কেউ নেই এবং আর কেউ হবারও নয়। তিনি অবশ্যই অনন্য এবং অদ্বিতীয়। তাঁর সত্ত্বা অতুলনীয় এবং অসাধারণ– যাঁর সংস্পর্শে এসে সেদিন আরব ভূমির অধম-নরাধম, তুচ্ছ-নগণ্য, অসম্ভব বদগুণের অসাধুরাও সুমহান গুণের সুখ্যাতজন হয়ে আছেন। স্বর্গজগত কর্তৃক সাধুজন হিসাবে স্বীকৃত হয়ে রয়েছেন। পৃথিবী পৃষ্ঠে অসংখ্য মানুষ এসেছে এবং মরেছে। অত:পর আরো অসংখ্যজন আসবে এবং মরবে কিন্তু কেউ কখনো অনুরূপ গুণের অধিকারী হয়নি এবং হবেও না। মুহাম্মদ কেবলই তিনিই যিনি মক্কার মহীয়ষী মহিলা আমিনার গর্ভে প্রসূত সন্তান। হে বৌদ্ধ ও কৃষ্ণ! মূসা ও ঈসা! তোমরা কেউই মহিমার্ণব মুহাম্মদ তুল্য নহ আর তোমাদের অনুসারীদেরও কেউ তদীয় তুল্য নহে। আর কখনো তোমাদের কেউ কিংবা পৃথিবীর কেউ সেই অপরূপ গুণের মুহাম্মদ হবেনা। তিনি প্রশংসিত-প্রবতাত্মা। তাঁর আনিত ইসলামও সর্বোৎকৃষ্ট এবং প্রশংসার্হ। মুহাম্মদ রহমতুল্লিল আলামীন। বিশ্ব জগতের সকল সৃষ্টির জন্য রহমত স্বরূপ। তিনি সৃষ্টি না হলে স্রষ্টা পৃথিবীটাই সৃষ্টি করতেন না। সুতরাং তিনি শ্রেষ্ঠ তিনি প্রথিম এবং নূরে আলা নূর। জগত-বিশ্বের সর্বেসর্বা। তিনি প্রথম এবং সবার অগ্রে। তিনি প্রবর তাঁর প্রশংসার মাকাম সর্বশেষ। তিনি তুলনাহীন। তাঁর কল্যাণসম্ভার অজস্র এবং অফুরন্ত। দলে দলে শতদল মানুষ যুগে যুগে শতযুগ ধরেও যদি এ ভান্ড থেকে কল্যাণ আহরণ করতে থাকে তবুও তা ফুরাবার নয়। এ নামের মধ্যে স্বর্গীয় গুপ্তজ্ঞানের ব্যাপকতা, গভীরতা, স্পষ্টতা, নিত্যনূতনতা, জনকল্যাণমুখিতা ও বিশ্বস্ততা এতটাই ব্যাপক যে, যারা এর যতই অভ্যন্তরে প্রবষ্টি করবে তাঁর উৎকর্ষতা ও ঔজ্জ্বল্য ততই দর্শন করবে ও তারা ততই মর্যাদামন্ডিত ও গৌরবান্বিত হবে। অতএব মুহাম্মদ প্রথিতযশা। মুহাম্মদের (সা.) প্রেম শত্রু-মিত্র, প্রাণ ঘাতক, ভয়ংকর অত্যাচারী, বালক-বৃদ্ধ, সুজন-দুর্জন, সজন-অজ্ঞাতজন এমনকি বনের পশুপাখী সবার তরেই ছিল সমহার। তাই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মহানুভব। সুতরাং মুহাম্মদ শব্দটি সেই সুবাদেই অসাধারণ প্রশংসার দাবীদার। শব্দটির বৈশিষ্ট্যে রয়েছে অতুলনীয় খোদাপ্রেম, অসম্ভব গুণের ক্ষমার ক্ষমতা, নজীর বিহীন ধৈর্যধারণশীলতা, অনিন্দ্যসুন্দর চরিত্র গঠনের সুনিপুণ শিক্ষা, পুণ্যে শূন্য আত্মাসমূহকে পর্যাপ্ত পুণ্যে পরিপূর্ণ করার অপরূপ গুণ-কৌশল। বিবিধ-বিবাদে ভরা পরিবেশকে সৌহার্দ্য ও ভালবাসার বাঁধনে অত্যোজ্জ্বল শান্তিময় পরিবেশ গড়ার অতুলনীয় গুণের সুমহান ক্ষমতা। অতএব মুহাম্মদ শব্দটি সম্মানের শীর্ষে। এর প্রজ্ঞার রহস্যাবলী পরম মার্গের, তুলনার ঊর্ধে-অতুল্য। সুতরাং এই নামে সকল ধর্মের সকলকেই ভক্ত হয়ে ভক্তিতে আপ্লুত হওয়ার তাগিদ রাখে। এই ভক্তি যদি প্রত্যেকের হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রেম-প্রীতিতে সমৃদ্ধ না হয় তবে সে কম্‌বক্ত। নিকৃষ্টস্তরের অসাধু। তার খোদা সমীপে পৌঁছার চেষ্টা অহেতুক। কেননা, হে যারা মুহাম্মদ শব্দের ভালবাসায় কৃপণ তারা জেনে রাখুন স্বয়ং খোদাও এ শব্দ নামের ব্যক্তিটির স্তুতি গেয়েছেন। যেমনিটে তিনি (আল্লাহ্) বলেছেন–যদি লোকেরা আমার ভালবাসা প্রাপ্তির প্রত্যাশা করে, আমার সান্নিধ্য লাভের বাসনা পোষণ করে তবে হে মুহাম্মদ! তুমি এমনদেরকে বলে দাও তারা যেন তোমাকে অনুসরণ করে। তবেই আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসবেন। অন্যথায় নহে (আল কুরআন ৩:৩২)। খোদা জগতের অন্য আর কোন নামকেই অনুরূপ মহামহিমান্বিত সম্মানে অভিসিক্ত করেননি। অভিভূত হতে হয় এ নামের সম্মান সপক্ষে স্বয়ং খোদার অভিভাষণ শ্রবণে। আমাদের অধম জ্ঞান আন্দাজ করতেও সক্ষম নহে যে মুহাম্মদ অর্থাৎ প্রশংসিত শব্দটির মর্যাদা কতটা উচ্চ। স্বর্গীয় বৈশিষ্ট্যমন্ডিত এ নামের সত্তাকে এক মাসের পথের দূরত্ব এলাকার ওপর প্রভাব বিস্তারের শক্তি প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র কাছে সাফায়াত করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এ নামের সম্মানে সমস্ত জমিনকে মসজিদ ও পবিত্র করা হয়েছে। (৪০টি মহমূল্য রত্ন পুস্তকের ৩নং হাদীস) মুহাম্মদ শব্দটির প্রথম বিকাশই ঘটে আল্লাহ্‌র রসূল সম্মান প্রাপ্তি পূর্বক। আরবের এক বিখ্যাত সম্মানিত কবি হযরত হাসান বিন সাবেত (রা.) তাঁর প্রয়াতে শোকার্ত হয়ে হৃদয় উজাড়ে গেয়েছেন–

“কুন্‌তাস্ সাওয়াদা লিনাযেরী-ফা’ আমীয়া আলায়কান্ নাযেরু
মান্ শায়া বা’দাকা ফালয়ামুত্- ফা’ আলায়কা কুন্‌তু উহাযিরু।”

হে আমার প্রিয় হাবীব (সা.)! আপনি আমার চোখের মণি ছিলেন। আপনার মৃত্যুতে আমার দৃষ্টি অন্ধ হয়ে গিয়েছে। আপনার পরে যে মরে মরুক গিয়ে, আমি

তো কেবল আপনার মৃত্যুকেই ভয় করতাম"। এই হলো ঐ পবিত্র নামের প্রেমে বিলীন হয়ে যাওয়া এক কবির মর্মস্পর্শী কবিতা।

অতঃপর মুহাম্মদ নামের ভালবাসায় বিলীন আরেক ভক্ত মদীনার আনসারগণের সর্দার হযরত মেকদার বিন আমর (রা.)-এর উক্তি প্রণিধান করুন। বদরের যুদ্ধের প্রাক্কালে হযরত (সা.) যখন তাঁর সাহাবাগণের মতামত বলতে আহ্বান করলেন তখন সেই মুহাম্মদ প্রেমীক দীপ্তিমান সাহসী সাহাবী মুহাম্মদকে (সা.) লক্ষ্য করে দীপ্তকণ্ঠে বললেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! (সা.)!... আমরা আপনার পাশে থেকে আপনার ডানে লড়ব। আপনার বামে লড়ব। আপনার সামনে লড়ব। আপনার পশ্চাতে লড়ব। হে আল্লাহ্‌র রসূল! যে দুষ্ট দুশমন আপনার ক্ষতি সাধন করতে এসেছে তারা কস্মিণকালেও আপনাকে স্পর্শ করতে সক্ষম হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আমাদের লাশের ওপর দিয়ে মাড়িয়ে আসে। উক্ত বাক্যাবলী অবশ্যই মুহাম্মদ শব্দের অসাধারণ মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অনুরূপভাবে মুহাম্মদ নামের মহামান্বিত গৌরব গাঁথার আরো একটি ঘটনা অনুধাবন করুন। মুহাম্মদ নামের আরেক প্রেমিক যেকিনা কখনো মুহাম্মদ (সা.)-কে দেখেনি, বুকে বুক রেখে কোলাকুলিও করেনি, হাতে হাত রেখে বয়াত গ্রহণও করেনি। কিন্তু মুহাম্মদ (সা.) নামের ভালবাসায় ছিলেন ব্যাকুল-বেকারার। ইয়েমেন দেশের সাধারণ এক ব্যক্তি স্বীয় বৃদ্ধামাতার একনিষ্ঠ সেবক হযরত ওয়ায়েজ করনী (রহ.) যিনি শ্রুত হয়েছিলেন ওহুদের যুদ্ধে তাঁর প্রিয়ের (মুহাম্মদ সা.) একটি দাঁত শহীদ হয়েছে। সেই শোক ও বেদনায় তিনি প্রচন্ডভাবে বেদনার্থ হয়ে তাঁর মুখের সবকটি দাঁত উপড়ে ফেললেন! হে মুহাম্মদ! তুমি অবশ্যই মহান। অবশ্যই শোভামন্ডিত। খোদা প্রেমিক মানুষের শিরমণি। তুমি উজ্জ্বল, তুমি তপোমূর্তি, তপোধন। তুমি তোমার ভক্ত কুলের শ্রেষ্ঠ আদরের। হে মনস্বী! আমরা পরম প্রত্যয়ে বলছি, তুমি অন্ধের অন্ধত্ব দূরীকরণের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। খোদা বিমুখ নরাধম যারা তোমাকে জেনেছে তাদেরকে খোদামুখী করার প্রয়াসে তুমি ছিলে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। অতএব মুহাম্মদ নামের খ্যাতি সবার উর্ধে। তোমার গৌরব গাঁথা অশেষ-প্রতুল। তোমার গুণমালা তোমার অনুগামীদেরকে সাধারণ মানুষ থেকে অসাধারণ মানুষে পরিণত করার ক্ষেত্রে অকল্পনীয় ক্ষমতা রাখে। সুতরাং তুমি অবশ্যই প্রশংসিত। অবশ্যই তুমি খাতামান নাবীঈন। নিশ্চয় এ খ্যাতিনাম পৃথিবী হতে বিস্মৃত হবে না প্রলয়কাল পর্যন্ত।

এ নামের খ্যাতি গাইতে গিয়ে আমাদের জাতীয় কবি কতই না মধুর গেয়েছেন–

মুহাম্মদ নাম যতই জপি– ততই মুধুর লাগে।
নামে এত মধু থাকে কে জানিত আগে।

সত্য ইহাই যে মুহাম্মদ নাম আসলেই মধুময়। আত্মার তৃপ্তি। অনুসারীদের প্রশান্তি ও সর্বশেষ স্বাদ। এ নামের চূড়ান্ত সম্মান ঘটে, তিনি ছিলেন নবীগণের মোহর তথা খাতাম অর্থাৎ পরিপূর্ণ রাসূল, নবীগণের সৌন্দর্য ও অলঙ্কার। হযরত ঈসা (আ.) কর্তৃক এ নামের মন্তব্য হলো, তিনি মুহাম্মদ (সা.) নামের রাসূলের পাদুকা খোলার যোগ্যতাও রাখেন না। শুধু তা-ই নয়, হযরত মূসা ও ঈসা যদি সে সময় জীবিত থাকতেন তবে অবশ্যই তাঁরা মুহাম্মদ নামের সম্মানিতজনের অনুগমনকারী হতে বাধ্য হতেন, (আল হাদীস)। কারণ মুহাম্মদ কেবলই নূর, দীপ্ত সূর্য। রিসালতের সম্মাননার ধারা মুহাম্মদ পর্যন্ত পৌঁছে এর পরিসমাপ্তি ঘটেছে। ফলেই মুহাম্মদ (সা.) হলো নবী নামের "পাওয়ার হাউজ"। তবে কালান্তর ধর্মের কালাগ্নি দূরীকরণের প্রয়োজনে কালে কালে এ 'শক্তিঘর' হতে শক্তি আহরণ পূর্বক নবী ওলী মোজাদ্দেদ গওছ কুতুব ইত্যাদি নামের বাতি জ্বলবে বটে কিন্তু এ বাতি কখনো গৌরবোজ্জ্বল এ শ্রেষ্ঠ আলোর উৎসের তিলার্ধ তুল্যও হবে না। এটাই হলো মুহাম্মদ নামের নবীর অসাধারণত্ব।

প্রিয় পাঠক! ইতোমধ্যেই লেখার কলেবরকে আমি অনেটাই লম্বা করে ফেলেছি। আর অধিক নয়। এখন শ্রেষ্ঠ প্রশংসিতের শ্রেষ্ঠ প্রশংসাকারী মুহাম্মদী উম্মতের ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর কয়েকটি উক্তি উক্ত করে এ বিষয়ের লেখার ইতি টানছি। এ নামের সুখ্যাতি গাইতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মুহাম্মদ (সা.) ভিন্ন কোন রাসূল নাই। সুতরাং তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার ওপরে কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিওনা, যেন আকাশে তোমরা এর বিনিময়ে মুক্তি প্রাপ্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

প্রকৃত মুক্তি প্রাপ্ত কে? সেই, যে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ সত্য এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁহার এবং তাঁহার সৃষ্ট জীবের মধ্যে যোজক স্থানীয় এবং আকাশের নীচে তাঁহার সম মর্যাদা বিশিষ্ট আর কোন রসূল নাই। অন্য আর কোন মানবকেই খোদা তা'লা চিরকাল জীবিত রাখতে ইচছা করেন নাই। কিন্তু তাঁহার এই মনোনীত নবীকে (মুহাম্মদ নামকে) তিনি চিরকাল জীবিত রাখিয়াছেন।" (কিশতিয়ে নূহ পৃঃ ২৫) তিনি (আ.) আরো বলেন, "মুহাম্মদ (সা.)-এর নামের মানুষটি যদি সৃষ্টি না হতেন তাহলে মানুষ যে ফিরিশতার চেয়ে উত্তম তা কোন ভাবেই প্রমাণিত হতো না।" (বারাহীনে আহমদীয়া ৩য় খন্ড পৃঃ ১২৩)

প্রিয় বন্ধুগণ! প্রকৃত শর্তে মুহাম্মদ নামের অনুগামী হওয়া ও মুহাম্মদ (সা.) প্রদত্ত শিক্ষার পূর্ণ অনুসরণ ব্যতীত আমাদের জন্য মুক্তি নেই। এই উপদেশই হলো পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত। অন্যথায় সংঘাত চলছে, সংঘাত চলবে। রক্তের প্লাবন আরো বইবে, সমাপ্তি হবে না। মুহাম্মদ (সা.)-এর নামধারী অনুসারী হলে চলবে না। নামধারী অনুসারীগণ দিনকে দিন এ নামের মর্যাদাকে কেবলই কলংকিত করছে এবং আরো করবে। যুগের ইমাম, মুহাম্মদ (সা.)-এর গোলাম, আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে মান্য না করা ও ইসলামের স্বর্গীয় সংস্কারক বলে স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত জগত বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার চিন্তা অবশ্যই অবান্তর। হে খোদা! তোমার প্রেরিত মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রকৃতার্থে আমাদেরকে জানার তৌফিক দান কর।

তবলীগের গুরুত্ব ও কল্যাণ

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, বড়চর

মুসলমানদের তথা ইসলামের কলেমা হল "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্"। এই কলেমা সর্বব্যাপক ও তৌহিদের সাথে সম্পৃক্ত। এই কলেমা, পূর্ণ ও চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় মৌলিক কাঠামো এবং বিশ্ববাসীর জন্য সর্বশেষ আদর্শ। মূলত রিসালত, খেলাফত ও মু'মিন– একই বৃক্ষের অংশবিশেষ। রিসালতের সাথে তবলীগ অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত। অন্য কথায় নবীরা আবির্ভূতই হন আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্য। ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হওয়ায়, সেই পরিপূর্ণ ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন করানোর জন্য আল্লাহ্ পাক ইমাম মাহ্‌দী (আ.)কে প্রেরণ করেছেন। খেলাফত রেসালতের স্থলাভিষিক্ত পবিত্র নেতৃত্ব দান করে, আর মু'মিনগণ খেলাফতের আনুগত্যে তা বাস্তবায়নে জীবনপণ সংগ্রামে তার প্রসার ঘটান। ঈমানকে আমলে বাস্তবায়ন করার সাথে সাথে বিশ্বকে সম্পৃক্ত করা ও নেয়ামতের ভাগী করা তবলীগের কাজ। তবলীগ না করার অর্থ হল আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে বিশ্ববাসীকে বঞ্চিত রাখা এবং তবলীগের ফলশ্রুতিতে যে নেয়ামত আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে লাভ করার কথা তা থেকে নিজেদের বঞ্চিত রাখা। তবলীগ জানা, জানানো ও পূর্ণতার প্রতীক। তৌহিদে মানবজাতিকে একত্রিত করা জোরদার তবলীগ ছাড়া সম্ভব হতে পারে না। স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা.) কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ পাক বলেন– "হে নবী! আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি এক সাক্ষী ও সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহ্‌র দিকে তাঁর আদেশে এক আহ্বানকারী ও দীপ্তিমান সূর্যরূপে।" (৩৩:৪৬, ৪৭) "আর তোমাদের মধ্যে এমন এক দল থাকা দরকার যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎ সঙ্গের নির্দেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করবে। আর এরাই সফল হবে"। (৩:১০৫) "তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত যাদের মানবজাতির কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে"। (৩:১১১) অতএব মানবজাতিকে কল্যাণের ভাগী করতে হলে তবলীগ অপরিহার্য। এর বিকল্প নেই। মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর পবিত্র সান্নিধ্যে কিছুদিন অবস্থান করার জন্য বার বার তাগিদ দিয়েছেন, যাতে লোকজন প্রকৃত সত্য জানতে পারে। যারা কল্যাণের ভাগী হয় তাদের দায়িত্ব হল অন্যকে তা পৌঁছে দেওয়া। নির্দেশ আছে ইসলামের কেন্দ্রে কিছুদিন অবস্থান করে পবিত্র কুরআনের জ্ঞান অর্জন করে স্বজাতিকে তা পৌঁছিয়ে দেওয়া আমরা লেখাপড়া জানি না, আমরা জ্ঞানী (আলেম) নই এই ভয় না করে, যা আমরা জেনেছি, যা-ই আয়ত্ব করেছি তা-ই সবাইকে পৌঁছে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। "হে রসূল! তোমার প্রভুপ্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা (মানুষের কাছে ভালভাবে) পৌঁছে দাও। আর তুমি তা না করলে তুমি (যেন) তাঁর বাণী পৌঁছানোর দায়িত্বই পালন করলে না। আর আল্লাহ্ তোমাকে মানুষের কবল থেকে রক্ষা করবেন"। (৫:৮) স্বয়ং রসূলুল্লাহর প্রতি এ নির্দেশ পালন করা প্রত্যেক মু'মিনের ও দায়িত্ব। কারণ "সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, ও রসূলের আনুগত্য কর এবং (অবাধ্যতা থেকে) সাবধান থাক। আর তোমরা ফিরে গেলে জেনে রাখ শুধুমাত্র স্পষ্টভাবে বাণী পৌঁছানোই আমাদের রসূলের দায়িত্ব"। (৫:৯৩) অতএব বাণী পৌঁছানোর দায়িত্ব মু'মিনদেরও। ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর আবির্ভাবের ফলে স্বজাতি ও বিজাতিদের তবলীগ করার দায়িত্ব আহমদীদের স্কন্ধেই বর্তেছে। অতএব এ দায়িত্ব আমাদের যথাযথ পালন করা উচিত। নিজ নিজ পরিবারবর্গ স্বজাতী ও বিশ্ববাসীর জন্য আর আহমদীয়াতই রক্ষা কবচ। কেবল নিজেকে রক্ষা করলেই পূর্ণ সংরক্ষণ হবে না, যতক্ষণ সার্বিক ভাবে রক্ষার উদ্যোগ ও ব্যবস্থা না নেওয়া হয়। "বিগত ২৩ জুন ২০১৮ তারিখের খুতবায় হযরত আমিরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন, "প্রত্যেকটি বিভাগই তাদের বিজস্ব ধারণা অনুযায়ী– যেহেতু বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, তাই আমি এ বিষয়টি পরিষ্কার করতে চাই যে, তবলীগ বিভাগের কাজটি হচ্ছে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা খুতবা সমূহে যেভাবে অনেকবারই আমি বলেছি, কেবলমাত্র পবিত্র নবী (সা.) এর মাধ্যমেই পরিপূর্ণ ও চিরস্থায়ী এক শিক্ষা এবং নিখুৎ এক শরীয়ত নাযেল হয়েছে। তারপর প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর দুর্গটি হচ্ছে সেই দুর্গ, যখন সংবাদ মাধ্যম এবং আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির অন্যান্য উপায় আবির্ভাবের মাধ্যমে নিখুৎ সেই শিক্ষাটির, এর শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছা নির্ধারিত ছিল। এভাবে আমরা হচ্ছি সেসব সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, যারা মহিমান্বিত সেই যুগে বাস করছি, যার মধ্যে নিখুৎ ধর্ম ইসলামের বিস্তৃতি এর সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছা নির্ধারিত, আর তাই আমাদের তবলীগ প্রচেষ্টাগুলো হচ্ছে আমাদের জামাতের সহায়তা এবং উন্নতির মৌলিক বিষয়। এটা হচ্ছে এক ঐশী প্রতিষ্ঠান, আর তাই কখনোই এটাকে হাল্কাভাবে গ্রহণ করবেন না।" তবলীগ করার ফলে নিজেদের জ্ঞানার্জন, জ্ঞান বৃদ্ধি, বক্তব্যে সুস্পষ্টতা এবং মানুষের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি ও দৃঢ় হয়। তবলীগকারীরা আল্লাহ্ পাকের সাহায্যে সম্পৃক্ত হন এবং আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহ প্রত্যক্ষকারী হয়ে যান। বিশ্বে ইসলামকে বিজয়ী করতে তবলীগের গুরুত্ব অপরিসীম সেই সঙ্গে তাঁর নিয়ামতও গণনাতীত। আল্লাহ্ পাক আমাদের দুর্বলতাসমূহ দূর করে আমাদের তবলীগকারীতে পরিণত করুন।

যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট

ওয়াশিংটন ডি. সি.

রবার্ট পি. ক্যাজি. জুনিয়র
পেনসিলভ্যানিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

১৮ অক্টোবর ২০১৮ সন

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রিয় বন্ধুগণ,

সর্বজনমান্য হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-কে পেনসিলভ্যানিয়ার কমনওয়েলথ-এ স্বাগত জানাতে পেরে এবং ফিলাডেলফিয়ায় আপনাদের নির্মাণকৃত সুন্দর একটি মসজিদের উদ্বোধনে অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে পেরে আমি নিজে সম্মানিত বোধ করছি।

সেসব মানুষ, যারা আহমদীয়া ধর্ম-বিশ্বাসের অনুশীলন করে, তারা যখন তাদের সে ধর্মবিশ্বাসের কারণে নির্যাতনের শিকার হতে থাকে, তখনও তারা সেবার প্রতিশ্রুতি দানের মাধ্যমে শান্তি ও সমতার বার্তা প্রসারিত করে চলে। পেনসিলভ্যানিয়ার আহমদীয়া জামা'তকে আমি অভিনন্দন জানাই, যারা গুরুত্বপূর্ণ এ উপলক্ষ্যে মিত্র ফেডারেলীয় এক রাষ্ট্রব্যবস্থার চেতনায় এতোটা সমৃদ্ধি দান করতে পেরেছে।

একই সাথে, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও আন্তঃধর্মীয় সমঝোতার জন্য বিশ্বব্যাপী তাদের যে প্রচেষ্টা বিদ্যমান, সেটিকে বেগবান করতে তাদের সাথে একযোগে কাজ করতে আমরাও অবশ্যই আমাদের প্রচেষ্টাগুলোকে দ্বিগুণ মাত্রায় বর্ধিত করবো। আজ আপনারা যেভাবে এ দিনটি উদযাপন করছেন, তাতে জেনে রাখুন যে, আমাদের সমাজে আপনাদের চলমান এ কর্তৃত্ব ও নির্মাণকর্মকে আমরা গভীর কৃতজ্ঞতাবোধের সাথে প্রশংসা করি।

ফলপ্রসূ এ অনুষ্ঠানের জন্য আমি আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আপনাদের বিশ্বস্ত
রবার্ট পি. ক্যাজি. জুনিয়র
যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ-এর ৪৭তম বার্ষিক ইজতেমা সফলতার সাথে সমাপ্ত

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের ৪৭তম বার্ষিক ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয় গত ১৯ অক্টোবর ২০১৮ইং রোজ শুক্রবার সকাল ১১.০০টায় হিমালয় কন্যা পঞ্চগড়ের ধাক্কামারা ইউনিয়নের আহমদনগর গ্রামে বিশাল খোলা মাঠে। দেশের দূর-দূরান্ত হতে প্রায় দুই হাজার খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্য এতে অংশগ্রহণ করেন।

১৯ অক্টোবর সকাল ১১টায় জাতীয় ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। পতাকা উত্তোলন করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর মোহতরম আলহাজ্জ মোবাশ্বের উর রহমান এবং মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের সদর জনাব মুনাদিল ফাহাদ। পতাকা উত্তোলনপর্ব শেষে জনাব এখতিয়ার উদ্দিন শুভ এর পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত এবং জুবায়ের আহমদ রিয়াদ এর নযম পাঠের মাধ্যমে উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। এতে বক্তব্য রাখেন ৪৭ বার্ষিক ইজতেমার নাযেম আলা জনাব মাহবুব রহমান জেপী। তিনি তার বক্তৃতায় বলেন, পরস্পরের মাঝে ব্যাপকভাবে সালাম বিনিময় করুন। এছাড়া সকলকে সুশৃঙ্খলভাবে ইজতেমার সকল অনুষ্ঠানে যোগদানের প্রতিও আহ্বান জানান। এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখেন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ-এর সদর জনাব মুনাদিল ফাহাদ। ইজতেমা উপলক্ষ্যে আগত সকলকে স্বাগত জানিয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন-আপনারা অনেক কষ্ট করে এই ইজতেমায় এসেছেন। তাই ইজতেমার যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তা যেন ভুলে না যান। এটি মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বাজেটের ইজতেমা এবং নিজস্ব প্রাঙ্গনে তা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই ইজতেমা আয়োজনের ক্ষেত্রে হুযূর (আই.) আমাদের বাজেট বৃদ্ধি করেছেন আর এজন্যই আজ আমরা এমন একটি সুন্দর স্থানে ইজতেমা করতে পারছি। তাই আমরা হুযূর (আই.)-এর কাছে কৃতজ্ঞ।

এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মুবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। তিনি তার বক্তৃতায় বলেন, আমাদের অনেক বেশি দোয়া করা উচিত। বিশেষ করে এই দোয়াগুলো নিয়মিত পড়ুন-রাব্বে আদ খিলনী মুদখালা সিদকিউ ওয়া আখরেজনী মুখরাজা সিদকিউ ওয়াজ আললী মিল্লাদুনকা সুলতানান নাসীরা। রাব্বি আনজিলনী মুনযালাম মুবারাকান ওয়া আনতা খায়রুল মুনজেলীন। রাব্বি আনজিলনী মুনযালাম মুবারাকান আইনা মা কুনতু। রাব্বি আনজিলনী মুনযালাম মুবারাকান হাইসু মা কুনতু। এছাড়া তিনি আরো বিশেষ কিছু দোয়া পড়ার প্রতি আহ্বান জানান।

এরপর বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল আমীর মোহতরম আলহাজ্জ মোবাশশের উর রহমান। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর ঈমান উদ্দীপক বক্তব্য প্রদান করেন যা ইজতেমায় আগত সকল সদস্যগণকে বিশেষভাবে উজ্জীবিত করে। তিনিও তার বক্তৃতায় বলেন, আপনারা এত কষ্ট সহ্য করে বাংলাদেশের দূর দূরান্ত থেকে ইজতেমায় এসেছেন এজন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আপনারা এখানে সুশৃঙ্খলভাবে বসে আছেন যা অন্য কোন সংগঠনের ক্ষেত্রে চিন্তাই করা যায় না। এছাড়া তিনি শৃংখলা, প্রেমপ্রীতি ও ভালোবাসার মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। দোয়ার মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

ইজতেমা উপলক্ষ্যে পঞ্চগড় জেলার জনপ্রতিনিধি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে ২০ অক্টোবর শনিবার দুপুরে এক প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়। খাবারের পূর্বে সংক্ষিপ্ত এক আলোচনা সভা

জনাব মাহমুদ আহমদ সুমনের উপস্থাপনায় শুরু হয়। সভাপতিত্ব করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মোবাশ্বের উর রহমান। এতে উপস্থিত ছিলেন নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মুবাল্লেগ ইনচার্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী এবং মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের সদর জনাব মুনাদিল ফাহাদ।

এই প্রীতিভোজে ৮নং ধাক্কামারা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব আওরঙ্গজেব, সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য, প্রশাসনের কর্মকর্তা, সাংবাদিকবৃন্দ সহ আরো বিশিষ্ট্য ব্যক্তিবর্গ। আলোচনা পর্বের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মওলানা মুহাম্মদ সোলায়মান। এরপর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের সদর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার কার্যক্রমের এক ঝলক প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তুলে ধরেন। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পরিচিতিমূলক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী এবং ন্যাশনাল আমীর সাহেব। শেষে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জনপ্রতিনিধি ও সাংবাদিকবৃন্দ।

বক্তাগণ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তারা বলেন, আহমদীয়া জামাত একটি শান্তিপূর্ণ ও শান্তিপ্রিয় জামাত। এ জামাতের সদস্যরা অন্যদের জন্য আদর্শ। প্রতিটি সদস্য যেন সুশৃঙ্খল ও ভাল মনের অধিকারী। বক্তাগণ আরো বলেন, যার যার ধর্ম তারা নিজ রীতি অনুসারে পালন করবে এটা আমাদের প্রত্যাশা। তারা বলেন, আমরা এটা চাই না যে, কেউ কাউকে অমুসলমান ঘোষণার জন্য দাবি জানাক। সবাই নিজ নিজ ধর্ম শান্তিপূর্ণভাবে পালন করবে।

শুভেচ্ছা বক্তৃতায় জনাব মনোয়ার হোসেন, সদস্য জেলা পরিষদ, পঞ্চগড় বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যরা যে আসলেই শান্তিপ্রিয় তা আহমদীয়া জামাতের কার্যক্রমেই প্রমাণিত হয়। যার যার ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন আক্তারুন্নার সাকী, সংরক্ষিত মহিলা সদস্য। তিনি তার শুভেচ্ছা বক্তৃতায় বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যরা অত্যন্ত শান্তিপ্রিয়। আমি এত সুশৃঙ্খলা অন্য কোন সংগঠনের মাঝে দেখি নি।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে বাংলাদেশ টেলিভিশনের পঞ্চগড় জেলা প্রতিনিধি প্রবীণ সাংবাদিক মোহাম্মদ আমির খসরু লাবলু বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের শান্তিপূর্ণ এ শিক্ষা সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। বোদা প্রেস ক্লাবের সভাপতি জনাব নজরুল ইসলাম তার শুভেচ্ছা বক্তৃতায় বলেন– সমাজে সবাই শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করবে এটাই আমাদের কাম্য।

ইজতেমায় জনাব মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, মেয়র, পঞ্চগড় পৌরসভা অংশগ্রহণ করেন এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। তিনি তার শুভেচ্ছা বক্তৃতায় ইজতেমার সফলতা কামনা করেন এবং যুবকদেরকে মাদক থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমি আশা রাখি, দেশকে ভালোবেসে এদেশের যুবকরা মাদকমুক্ত থেকে সমৃদ্ধ দেশ গড়তে ভূমিকা রাখবে।

এছাড়া ৮নং ধাক্কামারা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব আওরঙ্গজেব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

খাবার ও দোয়ার মাধ্যমে প্রীতিভোজের সফল সমাপ্তি হয়।

২০ অক্টোবর সন্ধ্যায় এজলাসে আম্মা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের উদ্যোগে এক তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান, মুরব্বী সিলসিলাহ এবং মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মুবাল্লেগ ইনচার্জ, বাংলাদেশ। এছাড়া স্মৃতিপাতা থেকে ইজতেমা উল্লেখ করে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, ন্যাশনাল সেক্রেটারী রিশতানাতা, বাংলাদেশ।

অপর দিকে মজলিস আতফালুল আহমদীয়া বাংলাদেশের উদ্যোগে ইজতেমা উপলক্ষ্যে আগত সকল আতফালদের নিয়ে আতফাল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর মোহতরম আলহাজ্জ মোবাশ্বের উর রহমান, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের সদর জনাব মুনাদিল ফাহাদ এবং মজলিস আতফালুল আহমদীয়া বাংলাদেশের মোহতামীম আতফাল জনাব রিয়াজ উদ্দিন সাগর।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া মজলিসের আতফালুল আহমদীয়ার সদস্য ওয়াহিদুর রহমান অন্তু-এর পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আতফাল সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু হয়। সম্মেলনে আতফালদের উদ্দেশ্যে নসীহতমূলক বক্তৃতা করেন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের সদর জনাব মুনাদিল ফাহাদ। তিনি আতফালদের উদ্দেশ্যে শিক্ষনীয় কয়েকটি গল্প শোনান। তিনি সকলকে সত্য বলার অভ্যাস, অন্যকে সহযোগিতা করা এবং কাউকে হেও প্রতিপন্ন না করা সহ আরো বিভিন্ন বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব আতফালদের কেমন লাগছে তা তাদের কাছ থেকে শুনেন এবং তাদের সুখৃঙ্খলতার প্রশংসা করেন। তিনি সবাইকে বন্ধুত্বপূর্ণ সুস্পর্ক গড়ে তোলার আহ্বানও করেন। এছাড়া তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথাসময়ে পড়া এবং ভালভাবে পড়ালেখা করে আদর্শ আহমদী এবং দেশের সুনাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য আতফালদের উপদেশ প্রদান করেন। এছাড়া একজন আহমদী শিশুর জীবন কেমন হওয়া চাই এ বিষয়ে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তিনি বুঝিয়ে বক্তব্য রাখেন। আতফাল সম্মেলনে ৪শতাধিক আতফাল উপস্থিত ছিলেন। সকল আতফালকে টিশার্ট দেয়া হয়। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব কৃতি ছাত্রদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। দোয়ার মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে।

ইজতেমার সমাপ্তি অধিবেশন পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে শুরু হয় ২১ অক্টোবর বিকাল ৩টায়। এতে শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন ৪৭তম ইজতেমার নায়েম আলা জনাব মাহবুবুর রহমান জেপী। বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, নায়েব আমীর ও মুবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ। আরো বক্তব্য রাখেন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের সদর জনাব মুনাদিল ফাহাদ এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মোবাশ্বের উর রহমান।

ন্যাশনাল আমীর সাহেব তার বক্তৃতায় বলেন, আজকে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে খুব সুন্দরভাবে ৪৭তম বার্ষিক ইজতেমার সমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এই তিন দিন আমরা দেখেছি আপনাদের ইজতেমার কার্যক্রম খুব সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে আর প্রথমবার এই খোলা জায়গায় এই ধরণের একটি ইজতেমা করতে গিয়ে যে আশঙ্কা ছিল ভুলত্রুটির তার বড় কিছু ঘটেনি, হয়তো ছোট ছোট কিছু ভুল ত্রুটি হয়েছে কিন্তু সহ্যের ভিতরে আমার মনে হয়েছে। তিনি আরো বলেন, যদি আল্লাহকে ভুলে যাই আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যদি আমরা কাজ না করি তাহলে আমাদের সকল কাজ বৃথা, কোন মূল্য নাই। সেজন্য

৪৭তম ইজতেমা উপলক্ষ্যে পঞ্চগড় ২ আসনের সংসদ সদস্য জনাব এ্যাড. নুরুল ইসলাম সুজন, পঞ্চগড় জেলা প্রশাসক সাবিনা ইয়াসমিন এবং পঞ্চগড় পৌর মেয়র জনাব মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলামকে জামা'তের বিভিন্ন বইপুস্তক উপহার দেয়া হয়

প্রতিদিন শেষে রাত্রিবেলায় শোয়ার সময় একবার নিজেকে যাচাই করা দরকার আজ যে সারা দিন কাজ করেছি তা কি জন্য করেছি? আমার নামের জন্য? আমাকে লোকে বড় বলুক সে জন্য? আমাকে লোকে জ্ঞানী বলুক সেজন্য? এই প্রশ্নটা করলেই বের হয়ে যাবে যে আমি সারাদিন কি উদ্দেশ্যে ব্যায় করেছি। কুরআন শরীফে সূরা ফাতেহায় 'ইয়াকানাবুদু ওয়া ইয়া কানাস্তাঈনের মাঝে এই কথাগুলো বলা আছে। শুধু তোমারই ইবাদত করি। সুতরাং শুধু তোমারই যদি ইবাদত করি তাহলে অন্য কোন উদ্দেশ্যে কাজ করলে সেটি আর আল্লাহর ইবাদত হবে না। তাই আমাদেরকে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই কাজ করতে হবে।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের সদর জনাব মুনাদিল ফাহাদ তার বক্তৃতায় বিগত এক বছরে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের বিভিন্ন অর্জন উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আমাদের সবাইকে ভাবতে হবে আমরা বছরের শুরুতে যেমন ছিলাম এখনও সেই অবস্থানেই আছি কি না। আমার মাঝে পবিত্র পরিবর্তন আনতে হবে। দেখতে হবে আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করছি কি না, প্রতিদিন পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করছি কি না। হুযূরের খুতবা শোনার প্রতি আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হচ্চে কি না। আমাদেরকে বিশ্ববাসীকে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে। আমাদের নিজেদের মাঝে যদি পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি না হয় তাহলে আমরা কীভাবে বিশ্ববাসীকে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাব।

এরপর পুরস্কার বিতরণ ও ন্যাশনাল আমীর সাহেব এর দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে ৪৭তম ইজতেমার কার্যক্রম শেষ হয়।

ইজতেমার সংবাদ ৪টি জাতীয় অনলাইনে ছবিসহ প্রকাশ হয় এবং ইউটিউবে ইজতেমার অনুষ্ঠানমালা সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।

৪৭তম ইজতেমা উপলক্ষ্যে পঞ্চগড় ২ আসনের সংসদ সদস্য জনাব এ্যাড. নুরুল ইসলাম সুজন, পঞ্চগড় জেলা প্রশাসক সাবিনা ইয়াসমিন, পঞ্চগড় পৌর মেয়র জনাব মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম এবং জনাব মোহাম্মদ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর, রিভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর পঞ্চগড় সহ সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) কর্তৃক রচিত পুস্তক ইসলামী নীতি দর্শন, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের শত বার্ষিকী স্মরণীকা, হুযূর (আই.) এর রচিত বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ সহ বিভিন্ন বই পুস্তক প্রদান করা হয়। ইজতেমায় ৫ জন বয়আত গ্রহণ করেন।

মাহমুদ আহমদ সুমন

শুভ বিবাহ

১৯/০৫/২০১৮ তারিখ মোছাঃ লাইলী পারভীন, পিতা- মোহাম্মদ আইয়ুব আলী শেখ, গ্রাম+পোঃ-যতীন্দ্রনগর, থানা-শ্যামনগর, জেলা-সাতক্ষীরা-এর সাতে মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, পিতা- মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, পিতা- মোহাম্মদ মতিয়ার রহমান, গ্রাম-পার্শেখালী, পোঃ- যতীন্দ্রনগর, থানা-শ্যামনগর, জেলা-সাতক্ষীরা-এর বিবাহ ৭২,০০০/- (বাহাত্তর হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৫২৬।

২৮/০৯/২০১৮ তারিখ মোছাঃ সনিয়া আক্তার হেনা, পিতা-মোহাম্মদ আমিনুর গাজী, গ্রাম- ছোটভেটখালী, পো: হরিনগর, থানা-শ্যামনগর, জেলা-সাতক্ষীরা-এর সাথে মোহাম্মদ আশিকুর রহমান, পিতা- মোহাম্মদ আকবর গাজী, গ্রাম-মিরগাং, পো: যতীন্দ্রনগর, থানা-শ্যামনগর, জেলা-সাতক্ষীরা এর বিবাহ ১,০০,০০১/- (একলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৫২৭।

৩১/১২/২০১৭ তারিখ মোছাঃ আসমা পারভিন, পিতা- মোহাম্মদ মজিবর রহমান গাজী, গ্রাম পার্শ্বেখালী, পো: যতন্দ্রিনগর, থানা-শ্যামনগর, জেলা-সাতক্ষীরা-এর সাথে মহিউদ্দিন আহমদ টুটুল, পিতা মরহুম- আবু কাউসার গ্রাম-মিরগাং, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা এর বিবাহ ১,০১,০০১/- (একলক্ষ এক হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৫২৮।

১৯/০৫/২০১৮ তারিখ মোছা: আফরিনা আক্তার প্রিমা, পিতা- মোহাম্মদ আমিরুল আলম, ৪২৯, কান্দিপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর সাথে মোহাম্মদ আরমান, পিতা- মোহাম্মদ লোকমান, ডি, ৬৮/৪, তালবাগ, সাভার, ঢাকা-১৩০৪ এর বিবাহ ৩,৫০,০০০/- (তিনলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৫২৯।

০৯/০৩/২০১৮ তারিখ সানজিদা নাসরিন, পিতা- মোহাম্মদ মতিউর রহমান, জামালপুর, ডাকঘর পঘা আবাসিক এলাকা, থানা- বোয়ালিয়া, জেলা রাজশাহী-এর সাথে মোহাম্মদ সালেহ, পিতা- এ, কে, এম গোলাম মুস্তফা এল-২৯, রোড নং-১৩, দক্ষিণ বনশ্রী, ঢাকা এর বিবাহ ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৫৩০।

০৬/১০/২০১৮ তারিখ মোসাম্মৎ দুররে সামীন ইমু, পিতা- মোবারক আলী আফ্রাদ, আহমদনগর, পোঃ ধাক্কামারা, পঞ্চগড়-এর সাথে সৈয়দ নাঈম উদ্দীন হাফিজ, পিতা- সৈয়দ আশ্রাফ উদ্দীন আহমেদ, রোড নং-২৫, বাসা নং-২৭, ব্লক-ডি, শেকসন-১২, মিরপুর এর বিবাহ ৩,৫০,০০০/- (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৫৩১।

সংবাদ

সংকলন: **মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী**

ফাজিলপুরের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ফাজিলপুরের উদ্যোগে পূর্ব সুলতানপুর পকেটে গত ১২/১০/২০১৮ তারিখ সীরাতুন নবী (সা.) সম্পর্কে আলোচনা সভা করা হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। রসূলে করীম (সা.) এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন স্থানীয় জামাতের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব মুহাম্মদ রেজোয়ানুল হক খাঁন সাহেব। রসূলে করীম (সা.) এর যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করেন জনাব সাইফুল ইসলাম। ৩ জন মেহমান সহ ১৪ জন উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে আলোচনা সভা সমাপ্ত করা হয়।

মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম
আ.মু.জা. ফাজিলপুর, ফেনী

মজলিস আনসারুল্লাহর উদ্যোগে তবলিগী সভা অনুষ্ঠিত

গত ১২ অক্টোবর শুক্রবার বাদ জুমুআ শালগাঁও মজলিস আনসারুল্লাহর উদ্যোগে এক তবলীগ সভা স্থানীয় যয়ীম মুহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে এবং নূরে আলমের পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। সভায় বক্তৃতা করেন, মাওলানা এস এম আবু তাহের, স্থানীয় প্রেসিডেন্ট নাসির আহমদ (রফিক মেম্বার), নায়েব রিজিওনাল নাযেম আলা, আমীর মাহমুদ ভূইয়া প্রমুখ। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান
যয়ীম

মজলিস আনসারুল্লাহ্ তাহেরাবাদ-এর উদ্যোগে তরবিয়তী কার্যক্রম পালন

আনসারুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নওমোবাঈন মোহাম্মদ মহসিন আলীর বাড়ীতে লাজনাদের উদ্দেশ্যে লাজনা প্রেসিডেন্ট সাহেবার সভাপতিত্বে ২০ সেপ্টেম্বর বাদ মাগরিব তরবিয়তী কার্যক্রম শুরু হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে নিম্নের ব্যক্তিবর্গ তরবিয়তমূলক বক্তব্য পেশ করেন। মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, মোহাম্মদ জিন্নাত আলী, মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন, মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক ও মোহাম্মদ মহিদুল ইসলাম। উক্ত অনুষ্ঠানে লাজনা, খোদ্দাম ও আনসারসহ বক্তাগণ ছাড়া অনেক সদস্যই উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠান সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান
যয়ীম তাহেরাবাদ বাঘা, রাজশাহী

শোক সংবাদ

আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, আমার পিতা মোহাম্মদ শরীফ আহমদ, ঘাটুরা নিবাসী গত ২৩.১০.২০১৮ তারিখ বাদ আসর রাস্তায় পড়ে গিয়ে ধাক্কা লেগে মেরুদন্ডে আঘাত পান। ২৪.১০.২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। তার অবস্থা গুরুতর হওয়ার ফলে তিনি ২৫.১০.২০১৮ তারিখ সন্ধ্যায় ৬.৩০ মিনিটে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মরহুম ঘাটুরা জামাতের প্রথম দিকের আহমদী হিসাবে জামাতের খেদমত করার তৌফিক লাভ করেছেন। মরহুম মৃত্যুকালে ৫ ছেলে, ৩ মেয়ে কয়েক নাতি-নাতিনী রেখে গেছেন। মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে জামাতের সকলের নিকট খাস ভাবে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

সায়েম আহমদ
মরহুমের বড় ছেলে
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঘাটুরা

মজলিস আনসারুল্লাহ, মিরপুর-এর ১২তম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা ২০১৮ অনুষ্ঠিত

মহান আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে গত ১১ ও ১২ অক্টোবর, ২০১৮ রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার মজলিস আনসারুল্লাহ, মিরপুর এর ১২তম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা ২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ।

বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব সদর মজলিস এর প্রতিনিধি হিসেবে মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশ এর নায়েব সদর ও আহমদীয়া মুসলিম জামাত মিরপুর এর সম্মানীত আমীর মোকাররম মোহাম্মদ গোলাম কাদের সাহেবের সভাপতিত্বে এই ইজতেমার উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেজ মোহাম্মদ আবুল খায়ের সাহেব। আহাদ পাঠ, দোয়া, উদ্বোধনী ঘোষণা নসীয়তমূলক বক্তব্য পেশ করেন সভা সভাপতি মোকাররম মোহাম্মদ গোলাম কাদের সাহেব।

উদ্বোধনী অধিবেশনে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন স্থানীয় যয়ীম আলা, আবু জাকির আহমদ সাহেব। উদ্বোধনী অধিবেশনের তরবীয়তী সভায় কিভাবে আপনি একজন আল্লাহর বান্দায় পরিণত হবেন এবং ইসলাম আহমদীয়াতের দৃষ্টিতে একজন আহমদী সদস্যের মান কিরূপ হওয়া উচিত? -নসিহতমুলক বক্তব্য পেশ করেন মাওলানা সালেহ আহমদ সাহেব, মুরুব্বী সিলসিলাহ। অত্যন্ত ঈমান উদ্দীপক তাঁর তরবিয়তী বক্তব্যে সকলেই মোহিত হয়েছেন। কর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও ৪০ জন নও- মোবাঈন এবং স্থানীয় সদস্যও মেহমানসহ ১৩০ জন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসেবে নায়েব সদরবৃন্দ, কায়েদ উমুমী, ঢাকা রিজিওনাল ও জেলা নাযেম আলা সাহেবান অংশগ্রহণ করেন। ইজতেমার হাজিরা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রায় প্রতিটি আনসার সদস্যদের সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে যোগাযোগ করা হয়েছে। এছাড়াও ইজতেমার সিলেবাস ও অনুষ্ঠানসূচি ফটো কপি করে সদস্যদের নিকট পৌছানো হয়েছে। ইজতেমায় অংশগ্রহণের জন্যে কল নও মোবাঈনদের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। এর মধ্যে অংশগ্রহণকারী ৪৩ জন নও-মোবাঈনকে পুরষ্কৃত করা হয়। অর্থ সহ নামায শিক্ষা প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও ৪০ জন আনসার সদস্য বা-জামাত তাহাজ্জুদের নামায আদায় করেছেন।

১২ অক্টোবর, শুক্রবার বিকাল ৪ টায় সদর মজলিস আনসারুল্লাহ এর প্রতিনিধি মোকাররম মোহাম্মদ গোলাম কাদের সাহেবের সভাপতিত্বে এই ইজতেমার সমাপনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অধিবেশনে মোস্তাযীম উমুমী, মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম সাহেব মজলিস আনসারুল্লাহ মিরপুরের বার্ষিক রিপোর্ট ২০১৮ পেশ করেন। ইজতেমায় ১৫টি তালিমী ও খেলাধুলা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এছাড়াও তবলীগ, তরবিয়ত নও মোবাঈন ও ইশার বিভাগের উত্তম কর্মীদেরও পুরস্কার প্রদান করা হয়। ২০১৮ কার্য সালের শ্রেষ্ঠ ও উত্তম হালকা সমূহের নাম ঘোষণা করা হয়। কাজীপাড়া হালকার জয়ীম তালহা শের আলী সাহেবের হাতে শ্রেষ্ঠ হালকার ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়। এছাড়াও আহমদনগর ও মোকামী হালকাকে উত্তম ঘোষণা করা হয় ও ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়। আহাদপাঠ ও দোয়ার পর সভাপতি সাহেব ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম
মিরপুর

United States Senate

WASHINGTON, D. C.

ROBERT P. CASEY, JR.
PENNSYLVANIA

October 18, 2018

Dear Friends of the Ahmadiyya Muslim Community,

It is my honor to welcome His Holiness Mirza Masroor Ahmad to the Commonwealth of Pennsylvania and to congratulate you on the inauguration of your new, beautiful mosque in Philadelphia.

While those who practice the Ahmadiyya faith have and continue to face persecution for their beliefs, they persevere by promoting a message of peace and equality, and with a commitment to service. I congratulate the Ahmadiyya community of Pennsylvania, who have contributed so much to the spirit of the Commonwealth, on this momentous occasion.

Together, we must redouble our efforts to work together for the cause of religious freedom and interfaith understanding worldwide. As you celebrate today, know that I deeply appreciate your continued leadership and engagement in our community.

Congratulations on a successful event.

Sincerely,

Bob Casey, Jr.

Robert P. Casey, Jr.
United States Senator

(ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশমুলক পত্রটির অনুবাদ ৩৪ পৃষ্ঠায়)

New Vol. No. 81 | 8th Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

31st October, 2018 | Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

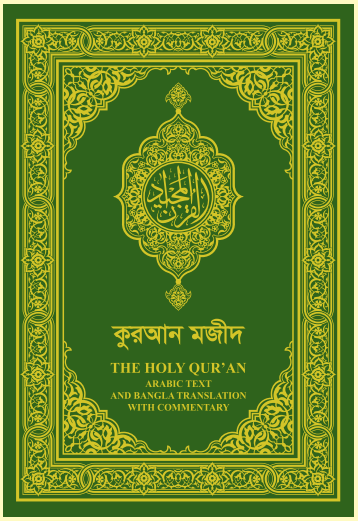

সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সহজবোধ্য আরবি অক্ষরে নতুন করে **পবিত্র কুরআন মজীদ** মুদ্রিত হয়েছে। বাংলাদেশ ইশায়াত দপ্তরে এর পর্যাপ্ত সংখ্যক কপি সংরক্ষিত আছে। প্রত্যেক আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীগণকে **পবিত্র কুরআন মজীদ** সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। কুরআন শরীফের হাদীয়া নির্ধারণ করা হয়েছে– **৫০০/-** (পাঁচশত টাকা)।

নিবেদনান্তে–
ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত

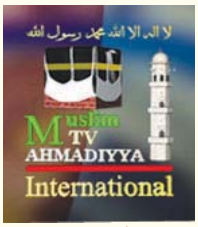

mta INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

জানিয়া রাখা উচিত যে, কেবল মৌখিক বয়আতের অঙ্গীকারের কোনই মূল্য নাই, যে পর্যন্ত দৃঢ়-চিত্ততার সহিত উহার উপর আমল করা না হয়। অতএব, যে ব্যক্তি আমার শিক্ষানুযায়ী পূর্ণভাবে কাজ করে, সে আমার সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া যায় যাহার সম্বন্ধে খোদা তা'লার বাণীতে এই ওয়াদা রহিয়াছে যে, اِنِّیْ اُحَافِظُ کُلَّ مَنْ فِی الدَّارِ অর্থাৎ 'তোমার গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে যাহারা বাস করে, আমি তাহাদের প্রত্যেককেই রক্ষা করিব। (কিশ্‌তিয়ে নূহ, পৃ-১২)

ধানসিড়ি রেস্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪
আমাদের কোথাও কোন শাখা নেই

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)